খোজা ইতিহাস

আশরাফ উল ময়েজ

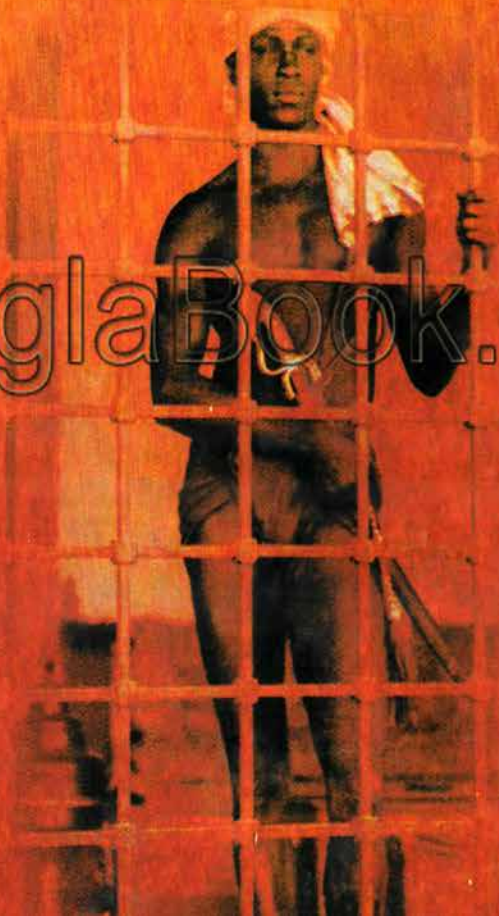

BanglaBook.org

মানুষ খোজা হয় দু'ভাবে–জন্মগত খোজা আর মানুষের তৈরি খোজা। জন্মগত ত্রুটির কারণে মানুষ খোজা অর্থাৎ পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষহীন জন্মাতে পারে। খোজাদের জৈবিক চাহিদা নাও থাকতে পারে আর স্বাভাবিকভাবেই তাদের জীবনযাত্রাও অন্যদের থেকে ভিন্ন।

প্রাচীন শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে একসময় শুরু করল স্বাভাবিক মানুষকে খোজা বানানো–প্রধান উদ্দেশ্য হারেমের শত সহস্র নারীকে পাহারা দেওয়া। তখনকার অনেক সম্রাট হারেম পাহারা দেওয়া ছাড়াও নিজেদের বিকৃত যৌনকামনা মেটাতে খোজাদের ব্যবহার করতেন। তাদের প্রায় সকলেই মানুষের তৈরি খোজা। কেউ আবার স্বেচ্ছায়ও খোজা হয়েছেন, সংখ্যাটা নগণ্য। যুদ্ধে বিজয়ীরা বীরত্ব প্রকাশের জন্যও পরাজিতদের খোজা বানাত।

প্রাচীন মিসর, চীন, ভারত, অটোমান সাম্রাজ্যসহ অনেক দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে আছে খোজা ইতিহাস। খোজাদের অনেকেই বিখ্যাত–যেমন চীনের খোজা কাইলুন কাগজ আবিস্কার করেছেন, পারস্যের সম্রাট আগা মোহম্মদ কাজার, ভিয়েতনামের জাতীয় বীর লি থঙ্গ কিয়েত প্রমুখ। কুখ্যাত দুষ্ট খোজার সংখ্যাও কম নয়। অনেক রাজবংশের পতনের কারণও দুষ্ট খোজাচক্র।

খোজা কাহিনীতে খোজাদের যাবতীয় তথ্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে, যার শুরু খ্রিস্টপূর্ব ২১০০ অব্দ থেকে। প্রাচীন আমলে কেমন করে তাদের খোজা বানানো হত? কেমন ছিল তাদের জীবনযাত্রা–খোজা সম্পর্কে ধর্ম কি বলে কিংবা বর্তমান কালের খোজারা কেমন? এ সব কিছু জানতে হলে আপনাকে পড়তেই হবে আশরাফ উল ময়েজ'র খোজা ইতিহাস বইটি। এটি কেবল খোজাদের ইতিহাসই নয়। পাশাপাশি খোজাদের সম্পর্কে প্রচলিত মিথ ও ভুল ধারণাগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। একইসাথে বর্ণনা করা হয়েছে বিখ্যাত সব খোজাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী। বইটি পড়ে খোজাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পাবেন।

আশরাফ উল ময়েজের জন্ম ঢাকায়, ২ জুন ১৯৬৫। বেড়ে ওঠা ও জীবনযাপন ঢাকাতেই। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জনস্বাস্থ্যে স্নাতকোত্তর। বাংলাদেশ ও অষ্ট্রেলিয়াতে জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। বর্তমানে একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছেন । ভ্রমণ ও পড়াশোনায় কোন ক্লান্তি নেই।

আশরাফ উল ময়েজ এর প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ

- হিমোফিলিয়া কুইন ভিক্টোরিয়া ও রাসপুতিন
- খোজা ইতিহাস
- অটোমান সুলতান ও তোপকাপি প্রাসাদ
- অটোমান হারেমের নারীরা
- ক্রীতদাস ইতিহাস
- ক্রীতদাস বিদ্রোহ

আশরাফ উল ময়েজ এর প্রকাশিতব্য গ্রন্থ ঃ

- তোপকাপির রান্নাঘর
- গর্ভপাত
- ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া ও টাইফয়েড মহামারী

খোজা ইতিহাস

The History of Eunuchs

আশরাফ উল ময়েজ

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

রোদেলা

খোজা ইতিহাস
আশরাফ উল ময়েজ

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৪

রোদেলা ৩০৩

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
অনন্ত আকাশ

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণ
সোনাবরু প্রিন্টার্স
৭৪/১ পাতলা খান লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা মাত্র

The History of Eunuchs
by Ashraf ul Moyez
First Published *Ekushe bai mala 2014*
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100.
E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price : Tk. 250.00 only US $ 10.00
ISBN : 978-984-90631-9-3 Code : 303

ডা. মোবারক হোসেন খান

আমার প্রতিটি লেখা যিনি খুব আগ্রহ নিয়ে পড়েন।

সূচিপত্র

খোজা ১১
মানুষের ক্যাস্ট্রাশন ১৩
শাস্তি হিসেবে ক্যাস্ট্রাশন ১৪
ক্রীতদাস ব্যবসা ও ক্যাস্ট্রাশন ১৯
পতিতাবৃত্তির জন্য বালক পাচার ২০
সংগীত ও ক্যাস্ট্রাশন ২০
যৌন অপরাধ প্রতিরোধে ক্যাস্ট্রাশন ২১
ক্যাস্ট্রাশন পদ্ধতির ধরন ২২
ক্যাস্ট্রাশনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও জটিলতা ২৫
পশুপাখির ক্যাস্ট্রাশন ২৭
চায়নার খোজা অপারেশন ২৭
প্রাচীন চায়নার ক্যাস্ট্রাশন পদ্ধতি ২৮
ক্যাস্ট্রাশনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ২৯
অঞ্চল ও সময়ভেদে খোজাগণ ৩১
প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্য ৩১
প্রাচীন গ্রিস, রোম ও বাইজেন্টিয়াম ৩১
চায়না ৩৩
কোরিয়া ৩৬
অটোমান সাম্রাজ্য ৩৭
কপটিক মোনাস্টেরি ও খোজা ৩৮
ভারতীয় উপমহাদেশ ৪২
ধর্মীয় কারণে খোজাকরণ ৪৪
বাইবেলে খোজা ৪৫
ক্যাস্ট্রাসি গায়ক : ৪৬
খোজাকরণ নয় তবু খোজা ৪৭

জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে খোজা ৪৭
সাহিত্য ৪৯
চায়না সাম্রাজ্যে খোজাদের ভূমিকা ৫৪
চায়নার খোজা তথ্য ৬৮
চায়নার খোজা অপারেশন ৭০
খোজারা সাধারণ মানুষের চেয়ে দীর্ঘদিন বেশি বাঁচে ৭১
খোজা ও চায়নিজ সম্রাট ৭২
চায়নিজ খোজাদের কোর্ট ডিউটি ৭৪
চায়নিজ খোজাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব ৭৫
চায়নাতে খোজাদের ক্ষমতা ৭৭
চায়নার শেষ খোজা ৭৮
বিখ্যাত খোজাগণ ৮০
অ্যাসপামিস্ট্রেস ৮০
আর্টোক্সারেস ৮০
বাগোয়াস ৮১
বাগোয়াস ৮২
ফিলেতেরাস ৮২
সিমা কিয়ান ৮৪
গেনিমেডেস ৮৭
পথিনাস ৮৮
স্পোরাস ৯০
ইথিওপিয়ান কোর্টের নাম না জানা খোজা ৯৩
কাই লুন ৯৪
ওরিগেন ৯৬
ইউট্রোপিয়াস ৯৭
ক্রাইসাফিয়াস ৯৯
নার্সেস ১০১
নিকা রায়ট ও নার্সেস ১০৩
সলোমন ১০৭
স্টাউরাকিয়োস ১০৮
ইগনাটিয়াস অব কনস্টান্টিপোল ১১০
আয়াজামান আল-খাদিম ১১২
মুনিস আল-খাদিম ১১৩
জোসেফ ব্রিঙ্গাস ১১৪

জিয়া জিয়ান ১১৬
লি থঙ্গ কিয়েত ১১৭
পিয়েরে এবেলার্ড ১১৮
পিয়েরে এবেলার্ড ও হেলোইস ১১৯
মালিক কাফুর ১২১
ঝেঙ হি ১২৫
জুদার পাশা ১২৬
কিম চিয়ো সিয়োন ১২৬
আগা মোহাম্মদ খান কাজার ১২৮
ঝাও গাও ১২৯
হুয়াঙ হাও ১৩০
চেন হান ১৩১
গাও লিসি ১৩১
লি ফুগো ১৩৩
লি ভান ডুয়েট ১৩৪
সেনেসিনো ১৩৬
ফারিনেলি ১৩৮
গুস্তো ফার্নান্ডো তেন্দুসি ১৪০
ইউ চাও এন ১৪১
ওয়াং ঝেন ১৪২
গ্যাং বিং ১৪৩
আই সিহ্-হা ১৪৫
লিও জিন ১৪৬
উই ঝংজিয়ান ১৪৮
লি লিয়ানইং ১৫০
বোস্টন করবেট ১৫১
এলেসসান্দ্রো মোরেসচি ১৫৫
সান ইয়াওতিং ১৫৭
সান ইয়াওতিং ১৬১
সমসাময়িক কালের খোজা : হিজড়া ১৬৯
দক্ষিণ এশিয়ার হিজড়া সম্প্রদায় ১৬৯
হিজড়াদের লিঙ্গ ও যৌনতা ১৭১
ইন্টারসেক্স ১৭২
হার্মাফ্রোডাইট বা উভলিঙ্গ ১৭৩

ট্রান্সসেক্সুয়াল ১৭৪
ট্রান্সজেন্ডার ১৭৪
ট্রান্সভেস্টাইটিস ১৭৫
হিজড়াদের আর্থসামাজিক অবস্থান ১৭৬
দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে হিজড়া ১৭৭
ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি ১৭৮
হিজড়াদের পারিবারিক সম্পর্ক ও উত্তরাধিকার ১৮১

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

খোজা [Eunuch]

১৯৩১ সালে তোলা ছবিতে তিউনিশিয়ার এক হারেমে পাহারারত স্বল্প বসনের এক খোজা

খোজা বা ইউনাক (Eunuch) শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ Eunoukhos থেকে, যার অর্থ শয়নকক্ষের পাহারাদার। গ্রিক শব্দ Eune-এর অর্থ বিছানা ও Ekhein-এর অর্থ পাহারা দেওয়া। ঠিক একই রকমভাবে ল্যাটিন ভাষায় স্পেডো (Spado), ক্যাস্ট্রাটাস (Castratus) শব্দগুলোর অর্থও খোজা।

খোজা বা ইউনাক (Eunuch) একজন পুরুষ, যার পুরুষাঙ্গ/প্রজনন অঙ্গ খুব ছোটবেলায় কর্তন বা ক্যাস্ট্রাশন করা হয়েছে (Castration)-যাতে তার স্বাভাবিক হরমোনজনিত পরিবর্তনগুলো ভিন্ন রকম হয়। কিন্তু প্রাচীন লেখনীতে খোজা বলতে বলা হয়েছে এমন ব্যক্তি, যার পুরুষাঙ্গ/প্রজনন অঙ্গ কর্তন করা হয়নি কিন্তু যৌন মিলনে অক্ষম কিংবা বিবাহ করে সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম এমন পুরুষ। বয়ঃসন্ধির পূর্বেই যে সকল শিশুকে ক্যাস্ট্রাশন করা হয় তাদের কোনো যৌন ইচ্ছাই থাকে না। পূর্বে বিশেষ বিশেষ সামাজিক কাজকর্ম সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে সাধারণত যত কম বয়সে সম্ভব ক্যাস্ট্রাশন বা খোজা করা হতো। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই তা করা হত শিশুর মতামতের বিরুদ্ধে। এ ধারাই অধিকাংশ সমাজে বিদ্যমান ছিল এবং এখনো অনেক সমাজে তা চালু আছে।

খ্রিস্টপূর্ব ২১০০ বৎসর পূর্বে ব্রোঞ্জ যুগের প্রথমদিকে সুমেরিয়ান (দক্ষিণ মেসোপটিয়াম, বর্তমান ইরাক) সভ্যতার লাগাস (Lagash) শহরে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে খোজাকরণের তথ্য পাওয়া যায়। হাজার হাজার বৎসর ধরেই খোজাগণ ভিন্ন ভিন্ন সমাজে নানা ধরনের সামাজিক কাজ, যেমন রাজকীয় পাহারাদার বিশেষ করে হারেমের নারীদের পাহারাদার, কর্মচারী, যোদ্ধা, গৃহস্থালির কাজ, সংগীতশিল্পী, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন, সরকারি কাজকর্ম, ও চাকর হিসেবে কাজ করে আসছে।

খোজারা সাধারণত চাকর কিংবা দাস শ্রেণীর ছিল এবং তাদেরকে দিয়ে বিশেষ বিশেষ কাজ করানোর জন্যই খোজা বানানো হতো। প্রাচীন আমলে রাজকীয় কোর্ট কিংবা প্রাসাদের অন্দরমহল, যেখানে শাসক ব্যতীত অপরাপর পুরুষের অবস্থান নিষিদ্ধ সেখানে কেবল শাসকের প্রভাব নিশ্চিত করতে বিশ্বস্ত চাকরের প্রয়োজন হত। অন্দর মহলের নারীদের পাহারা দেওয়ার পাশাপাশি বিশ্বস্ত চাকর হিসাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজন হত খোজাদের। লঘু গৃহস্থালি কাজ, যেমন শাসকের বিছানা তৈরি, তাকে গোসল করানো, তার চুল কাটা, তার মলমূত্রের পাত্র বহন করা ও পরিষ্কার করা, এমনকি বিশ্বস্ত খোজাদের দিয়ে চরের কাজ অর্থাৎ গোপনীয় সংবাদের আদান-প্রদানও চলত। প্রাচীন আমলে অনেক শাসকেরই বিশ্বস্ত খোজা-খোজাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, অনেকটা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মত।

খোজারা কেবল শাসকের নিকটই অনুগত ছিল। তারা সাধারণত অন্যান্য শ্রেণির মানুষ যেমন একই রাজার অধীনস্থ সেনা প্রশাসক কিংবা অন্য কোন আভিজাত শ্রেণির নিকট আনুগত্য প্রকাশ করত না। শুধু তাই নয় তারা শাসকের প্রতি যতটুকু অনুগত ছিল তারা তাদের নিজ পরিবারেও এ রকম আনুগত্য প্রকাশ করত না। অবশ্য নিজ পরিবারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করার কারণ হিসাবে আরেকটি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে তা হল খোজাদের কোন স্ত্রী কিংবা ঔরষজাত কোন সন্তান না থাকা।

BanglaBook.org

খোজারা তাদের বিশ্বস্ততা গুণকে খুবই মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখত এবং তাই তারা কোনো ব্যক্তিগত বংশ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে খুবই অনুৎসাহিত ছিল। তাদের শারীরিক অবস্থার কারণেই তাদের সামাজিক অবস্থানও ছিল দুর্বল, তাই খুব তুচ্ছ কারণেই তাদের সরিয়ে দেওয়া এমনকি হত্যাও করা হতো আর তাতে কোনো প্রতিক্রিয়াই হতো না। যে সকল সংস্কৃতিতে হারেম এবং খোজা ছিল সেখানে খোজাদেরকে সাধারণত হারেমের চাকর কিংবা পাহারাদার হিসেবে রাখা হতো।

মানুষের ক্যাস্ট্রাশন
(Castration)

ক্যাস্ট্রাশন (Castration) বা খোজাকরণ এমন একটি সার্জিক্যাল কিংবা ক্যামিক্যাল পদ্ধতি, যার ফলে একজন পুরুষ তার শুক্রাশয় বা টেসটিস (Testicles) এবং একজন নারী তার ডিম্বাশয় বা ওভারি (Ovaries)-এর কার্যক্ষমতা হারায়। মেডিক্যালের পরিভাষায় ক্যাস্ট্রাশন অর্কিয়োটমি (Orchiectomy) বা ওফুরেক্টমি (Oophorectomy) নামেও পরিচিত। শুধু পুরুষাঙ্গ (Penis) কর্তন করাকে বলে পেনিক্টোমি (Penectomy)। কেবল শুক্রথলি (Scrotum) কেটে ফেলাকে বলে স্ক্রুটাল রিডাকশন (Reduction).

ধারণা করা হয়, মানুষের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার অনেক আগে থেকেই ক্যাস্ট্রাশন পদ্ধতি চালু ছিল। সাধারণত ধর্মীয় ও সামাজিক কারণেই ক্যাস্ট্রাশন করা হতো। অঞ্চল হিসাবে ক্যাস্ট্রাশন বেশি প্রচলিত ছিল দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা ও পূর্ব এশিয়াতে। অনেক সময়ই যুদ্ধে বিজয়ীরা বিজিত দলের পুরুষ বন্দিদের, এমনকি নিহতদেরও ক্যাস্ট্রাশন করতো। পূর্বে যুদ্ধে বিজয়ীরা ক্ষমতার গর্ব প্রকাশ ও পরাজিতদের ক্ষমতা খর্ব করার প্রতীকী নমুনা ছিল পুরুষাঙ্গ কর্তন করা। পুরুষাঙ্গ কর্তিত এ পুরুষদের বলা হতো খোজা বা ইউনাক (Eunuch), যারা সমাজের বিশেষ একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় খোজাদের দিয়ে সাধারণত রাজকীয় কোর্টের বিশেষ বিশেষ কাজ এবং হারেমের পাহারাদার হিসেবে কাজ করার জন্য নিয়োগ দেওয়া হতো।

সে আমলে বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বেচ্ছায় খোজা হওয়ার প্রচলনও ছিল। তবে ধর্মীয় রীতি পালনের জন্য খুব কম সংখ্যকই স্বেচ্ছায় খোজা হয়েছেন—অধিকাংশকেই জোরপূর্বক খোজা বানানো হতো। ইহুদি ধর্মে খোজা হওয়া কিংবা খোজা করা দুটোই অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হিব্রু বাইবেলের বুক লেভিটিকাসে (Book of Leviticus) বর্ণনা করা

BanglaBook.org

হয়েছে যে "খোজা ব্যক্তির ধর্মগুরু হওয়াকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, যেরূপ নিষিদ্ধ কোনো খোজা পশুকে উৎসর্গ করা।"

প্রাচীন আমলে ক্যাস্ট্রাশন করার সময় সম্পূর্ণ পুরুষাঙ্গ অর্থাৎ শুক্রাশয়, শুক্রথলি ও পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা হতো। এটি ছিল খুব ঝুঁকিপূর্ণ একটি পদ্ধতি, যেখানে রক্তপাত কিংবা পরবর্তী সময়ে ইনফেকশন হয়ে অনেকেই মারা যেত। বাইজেন্টাইন রাজত্বে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো। শুধু শুক্রাশয় ফেলে দেওয়া অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ।

বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্যাস্ট্রাশন করা হয়। তা করা হয় সার্জিক্যাল কিংবা ক্যামিক্যাল পদ্ধতি ব্যবহার করে, যেমন প্রোস্টেট ক্যান্সারে ক্ষেত্রে। শরীরের টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাধ্যমে যেন ক্যান্সার ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য অনেক সময় ক্যাস্ট্রাশন করা হয়। আবার অনেকে যৌন আচরণ পরিবর্তনের জন্যও ক্যাস্ট্রাশন করিয়ে থাকে। এক সময় জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক অঞ্চলেই ক্যাস্ট্রাশন চালু ছিল। পুরুষ থেকে নারী ট্রান্সসেক্সুয়ালরা অর্কিয়োটমি করিয়ে থাকে আবার ট্রান্সজেন্ডার যেমন হিজড়াও অর্কিয়োটমি করিয়ে থাকে।

শাস্তি হিসেবে ক্যাস্ট্রাশন

জোরপূর্বক খোজা বানানোর ইতিহাস বেশি দেখা যায় যুদ্ধপরবর্তী সময়। যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর যুদ্ধবন্দিদের অত্যাচার করে এবং পরাজিতরা যেন ভবিষ্যতেও আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, তাদের দলসংখ্যা বৃদ্ধি করতে না পারে তাই খোজা বানানো হতো। এর সঙ্গে আরেকটি বিষয়ও জড়িত ছিল, খোজা হওয়ার কারণে পরাজিত দেশের মেয়েরাও তাদের আর বিয়ে করতে চাইবে না, কাজেই তারা এক প্রকার বাধ্য হবে বিজয়ী দেশের পুরুষদের বিয়ে করার জন্য।

- ❖ নরমান সৈনিকরা (Normans : ফ্রান্সের নরমান্ডি) সিসিলি ও ইতালি দখল করার পর অমানুষিক অত্যাচার করে সেখানকার অসংখ্য পুরুষকে খোজা বানিয়েছিল। ১৮ শতকের বিখ্যাত লেখক ও ব্রিটিশ সংসদ সদস্য এডওয়ার্ড গিবন (Edward Gibbon) নরমান সৈন্য কতৃক খোজা বানানোর করুণ কাহিনী বর্ণনা করেছেন তার Decline and Fall of the Roman Empire গ্রন্থে।

  এই প্রথা কেবল সেই প্রাচীন রোমান আমলে নয় বরং একবিংশ শতকেও তা চালু রয়েছে, যেমনটি হয়েছে ২০০৫ সালে আফ্রিকাতে। ২০০৫ সালে যখন জানজাউইদ (Janjaweed) মিলিশিয়ারা সুদানের দারাফুর আক্রমণ করে তখন তারা সেখানকার অনেক পুরুষকে খোজা করে ফেলে রেখে যায়, যাতে রক্তপাতের কারণে তারা মারা যায়।

BanglaBook.org

❖ মধ্যযুগে জর্জিয়াতে সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী ডেমনা'কে (Demna) সিংহাসনের দাবিদার হতে অযোগ্য করার জন্য তাকে খোজা বানান তার আপন চাচা, রাজা তৃতীয় জর্জ (George III)। এর পেছনে রাজা জর্জের আরেকটি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল, নিজ প্রজন্মের জন্য সিংহাসনের পথ উন্মুক্ত করা।

লোককাহিনীতে প্রচলিত আছে, যিশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় ৩,০০০ বৎসর পূর্বে চায়নার সম্রাট সন (Shun) ও ইয়ু (Yu) শাস্তি হিসেবে ক্যাস্ট্রাশন চালু করেন, যা সম্রাট গাওজু (Gaozu)-এর শাসনামল (৫৮৯-৬০০ সাল) পর্যন্ত চালু ছিল। পরবর্তী শাসকগণ এই শাস্তির বিরোধিতা না করলে শাস্তি ক্যাস্ট্রাশন আরো অনেককাল চালু ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, ঝহু রাজবংশের (Zhou Dynasty খ্রিস্টপূর্ব ১০৪৬-২৫৬ অব্দ) শাসনামলে এটি চায়নার আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়। চায়নার অপরাধী আইনে এটি ছিল প্রধান পাঁচটি শারীরিক শাস্তির একটি।

চায়নার সাং রাজবংশের (Shang Dynasty) শাসনামলে (খ্রিস্টপূর্ব ১৭৬৬-১১২২ অব্দ) যুদ্ধবন্দিদের ক্যাস্ট্রাশন করার তথ্য পাওয়া যায়। ঝহু রাজবংশের সম্রাট মুউ (Emperor Mu of Zhou খ্রিস্টপূর্ব ৯৭৬-৯২২ অব্দ)-এর শাসনামলে অপরাধবিষয়ক মন্ত্রী মারকুইস লু (Marquis Lu), খ্রিস্টপূর্ব ৯৫০ অব্দে মৃত্যুদন্ডের আইনটি একটু শিথিল করেন এবং মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে ক্যাস্ট্রাশন চালু করেন। আর চায়নাতে ক্যাস্ট্রাশন মানে হলো শুক্রাশয়সহ সম্পূর্ণ পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা। তখন একটি ছুরি দিয়ে এক পোঁচেই পুরুষাঙ্গ ও শুক্রথলি কর্তন করা হতো।

❖ হান রাজবংশের (Han dynasty খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ অব্দ থেকে ২২০ সাল) আমলে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের শাস্তি ছিল ক্যাস্ট্রাশন। বিখ্যাত চায়নিজ ঐতিহাসিক সিমা কিয়ান (Sima Qian) হান সম্রাটের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হওয়ায় তাকে ক্যাস্ট্রাশন করা হয়। হান সম্রাটের আমলেই আরেক ঘটনায় প্রধান করণিকসহ আরো অনেক লোকের একত্রে ক্যাস্ট্রাশন করা হয়।

ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ক্যাস্ট্রাশনের শিকার হন বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক, পন্ডিত ও খ্রিস্ট ধর্মযাজক পিয়েরি এবেলার্ড (Pierre Abélard)। এবেলার্ড তার প্রেমিকা ও স্ত্রী হেলোইসের (Héloïse) চাচার হাতে খোজা হন। উল্লেখ্য যে হেলোইসের চাচা নিজেও ছিলেন একজন খ্রিস্ট ধর্মযাজক।

❖ ১২ শতকের বিখ্যাত ব্রিটিশ অভিযাত্রী বিশপ উইমান্দকে (Bishop Wimund) চোখ উপড়ে ফেলে তারপর তাকে খোজা বানানো হয়।

BanglaBook.org

মধ্যযুগের ইংল্যান্ডে অপরাধী, বিশেষ করে মারাত্মক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা অথবা দেশদ্রোহী কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে অপরাধী সাব্যস্থ হলে তার শাস্তি ছিল ফাঁসি কিংবা পানিতে ডুবিয়ে মেরে চার টুকরা করা, যা Hanged, Drawn and Quartered নামে পরিচিত। এর সঙ্গে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ক্যাস্ট্রাশন (Emasculation শুক্রথলিসহ পুরুষাঙ্গ কর্তন) করা হতো। ইংল্যান্ডে ১৩৫১ সাল থেকে এই শাস্তি প্রচলিত ছিল বলে তথ্য পাওয়া গেলেও বাস্তবে রাজা তৃতীয় হেনরির শাসনামল (১২১৬-১২৭২) থেকেই এ শাস্তি প্রচলিত ছিল। অপরাধীর পা ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে তাকে হত্যার স্থলে নিয়ে যাওয়া হতো এবং তারপর তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যু কার্যকর করার পর তার শুক্রথলিসহ পুরুষাঙ্গ কর্তন করা, পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলা এবং শরীর থেকে মস্তিষ্ক বিচ্ছিন্ন করে দেহটিকে চার টুকরা করা হতো। শরীরের এই কাটা টুকরাগুলো শহরের বিভিন্ন স্থানে—বিশেষ করে লন্ডন ব্রিজে ঝুলিয়ে রাখা হতো। ১৮৭০ সালে এ শাস্তি নিষিদ্ধ করা হয়। ইংল্যান্ডে Hanged, Drawn and Quartered শাস্তি দিয়ে শেষের দিকে যাদের হত্যা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

জারিমিয়াহ ব্রানডেথ

❖ ইংল্যান্ডের লুডিটিস (Luddites) অর্থাৎ হাতে বোনা কাপড় তৈরির কারিগররা ১৯ শতকে মেশিনচালিত কাপড় তৈরির ফ্যাক্টরিগুলোর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনে ইংল্যান্ডে ভয়াবহ দাঙ্গা ও রায়ট শুরু হয়, যা নিয়ন্ত্রণ করতে সেনাবাহিনীকে রীতিমতো যুদ্ধ মোকাবিলা করতে হয়েছিল। এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা ইংল্যান্ডের নটিংহ্যাম্পশায়ারের জারমিয়াহ ব্রানড্রেথকে (Jeremiah Brandreth) এই শাস্তি (Hanged, Drawn and Quartered) দিয়ে হত্যা করা হয়।

উইলিয়াম ওয়ালেস

❖ স্কটিশ নেতা উইলিয়াম ওয়ালেস (William Wallace) ইংরেজ সরকারের নিয়ম-কানুনের বিরোধিতা করায় হত্যা করা হয় এবং এর হত্যার পূর্বেই তাকে ক্যাস্ট্রাশন করা হয়। ওয়ালেস দীর্ঘ সময় গ্রেফতার এড়াতে পারলেও ৫ আগস্ট ১৩০৫ সালে তিনি গ্লাসগোতে ইংরেজ অনুগত স্কটিশ নাইট জন ডি মেনটেইথ (John de Menteith) হাতে ধরা পড়েন এবং ওয়ালেসকে ইংল্যান্ডের সৈন্যদের হাতে তুলে দেন। ওয়ালেসকে লন্ডনে বিচারের সম্মুখীন হতে হয় এবং তাকে টেনেহিঁচড়ে শ্বাসরোধে হত্যা করে চার টুকরা করার (Hanged. Drawn and Quartered) নির্দেশ দেওয়া হয়।

২৩ আগস্ট ১৩০৫ সালে তাকে নগ্ন করে ঘোড়ার পায়ের সঙ্গে বেঁধে স্মিথফিল্ডে হত্যার স্থানে নেওয়া হয়। তাকে প্রথমে ফাঁসিতে

BanglaBook.org

ঝোলানো হয় এবং মৃত্যুর পূর্বেই ফাঁসি থেকে নামানো হয়, তারপর তাকে ক্যাস্ট্রাশন করা হয় (পুরুষাঙ্গ ও শুক্রথলি কেটে ফেলা), পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের করে সম্মুখেই তা পোড়ানো হয়, তারপর তার দেহ থেকে শরীর, মস্তক বিচ্ছিন্ন করে সবশেষে তার দেহ চার টুকরা করা হয়। অতঃপর তার মস্তক আলকাতারাতে মুড়িয়ে লন্ডন ব্রিজে ঝুলিয়ে রাখা হয়। পরে একই কায়দায় তার ভাই সিমন ফ্রেজারকেও (Simon Fraser) হত্যা করে ওয়ালেসের মস্তকের পাশে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

- ❖ চায়নিজরা মঙ্গোলিয়া দখল করার পর মিং রাজবংশের (Ming Dynasty) গোড়াপত্তন করতে গিয়ে মঙ্গোলিয়ান নিয়ম-কানুন বাতিল করে এবং হাজার হাজার মঙ্গোলিয়ানকে ক্যাস্ট্রাশন করেছিল।
- ❖ মিং রাজবংশের শাসনামলে চায়নার মিয়াও উপজাতি বিদ্রোহের (Miao Rebellions) সময় চায়নিজ কমান্ডাররা অনেক মিয়াও বালককে জোরপূর্বক ক্যাস্ট্রাশন করে এবং তাদেরকে উচ্চপদস্থ চায়নিজ কর্মকর্তাদের নিকট ক্রীতদাস হিসেবে প্রেরণ করে।
- ❖ আমেরিকার স্বাধীনতার স্থপতিদের একজন থমাস জেফারসন (Thomas Jefferson) ১৭৭৮ সালে ভার্জিনিয়াতে একটি বিল উত্থাপন করেন, যেখানে ধর্ষণ, বহুগামিতা ও সমকামিতার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে ক্যাস্ট্রাশন করার সুপারিশ করা হয়।
- ❖ কাজার উপজাতির (Qajar Tribe) প্রধান, কাজার রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতা খোজা আগা মোহাম্মদ খান কাজার (Mohammad Khan Qajar) ১৭৯৪ সালে শাহ (সম্রাট) হিসেবে পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আগা মোহাম্মদ খান ১৭৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মোহাম্মদ হাসান খান ছিলেন তৎকালীন পারস্যের শাহ আদিল শাহ এর রাজনৈতিক শত্রু। ১৭৪৮ সালে আদিল শাহ যখন তার পিতাকে হত্যা করেন, তখন বালক আগা মোহাম্মদের বয়স মাত্র ছয় বৎসর। ভবিষ্যতের রাজনৈতিক শত্রু দূর করতে আদিল শাহ, আগা মোহাম্মদকে ক্যাস্ট্রাশন করার নির্দেশ দেন। আগা মোহাম্মদকে খোজা করা হলেও তার রাজনৈতিক অগ্রযাত্রা আদিল শাহ থামাতে পারেননি। খোজা হওয়া সত্ত্বেও আগা মোহাম্মদ ১৭৫৮ সালে কাজার উপজাতির প্রধান নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীতে পারস্যের শাহ নির্বাচিত হন।
- ❖ ব্রিটিশ সেনা অফিসার জন মাস্টেরস তার জীবনীতে বর্ণনা করেছেন, এঙ্গলো-আফগান যুদ্ধের সময় উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টিয়ারের পাঠান মহিলারা যুদ্ধবন্দি অমুসলিম সৈনিকদের ক্যাস্ট্রাশন করত।

BanglaBook.org

❖ ডাচ রাজনীতিবিদ ও সংসদ সদস্য উইম ডেটম্যাম (Wim Deetman) চার্চে রোমান ক্যাথলিক যাজক কর্তৃক শিশুরা যৌন নির্যাতনের শিকার প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় সংসদে প্রচন্ড সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন; ১৯৫০ সালে শিশুরা যাজকদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তুললে শিশুদেরকেই উল্টো শাস্তি হিসেবে ক্যাস্ট্রাশন করা হত।

ক্রীতদাস ব্যবসা ও ক্যাস্ট্রাশন

জনশ্রুতি আছে, প্রাচীন চায়নাতে বালকদের খোজা করার জন্য তার পুরুষাঙ্গ ও শুক্রথলিতে মানুষের মল মাখিয়ে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হতো আর কুকুরের কামড়ে পরুষাঙ্গ ও শুক্রথলি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। ইউয়াং রাজবংশের শাসনামলে (১২৭৯-১৩৬৮ সাল) মূল্যবান উপহার হিসেবে প্রদানের জন্য সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ছিল খোজা। তবে ইউয়াং শাসনামলেই কুকুরের কামড় দিয়ে খোজা করা নিষিদ্ধ করা হয় ও অন্যান্য সার্জিক্যাল পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়।

১৩ শতক পর্যন্ত আরব ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা আফ্রিকা থেকে অন্তত ২৮ মিলিয়ন আফ্রিকানকে ক্রীতদাস হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে পাচার করেছে। এই ক্রীতদাসদের অধিকাংশই ছিল কালো চামড়ার আফ্রিকান পুরুষ। আর তাদের ৮০ শতাংশকেই খোজা বানানো হতো, শক্তিশালী ক্রীতদাস হিসেবে তৈরি করতে, যেমনিভাবে ষাঁড়কে ক্যাস্ট্রাশন করে বলদ বানানো হতো কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য। সে আমলে ক্রীতদাস একটি পণ্যের মতো ছিল এবং ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের লক্ষ্যই ছিল নিজের ক্রীতদাস সংখ্যা বাড়ানো এবং উচ্চমূল্যে তা বিক্রয় করা। যেহেতু তখন মনে করা হতো কালো চামড়ার আফ্রিকানদের যৌনকমনা ও ক্ষমতা ছিল অনিয়ন্ত্রিত তাই তাদের অধিকাংশকেই ক্যাস্ট্রাশন করা হতো। সাদা চামড়ার ইউরোপিয়ানদেরও ক্যাস্ট্রাশন করা হতো তবে কালোদের মতো গণহারে নয়। যেহেতু ইসলামে ক্যাস্ট্রাশন নিষিদ্ধ তাই এ সকল ব্যবসায়ী অমুসলিমদের দিয়ে ক্যাস্ট্রাশন করাত। তখন এ কারণে সেন্ট্রাল ইউরোপে প্রচুর ক্যাস্ট্রাশন সেন্টারেরও জন্ম হয়েছিল এবং তাদের অনেকেই সরাসরি ক্রীতদাস ব্যবসার সঙ্গেও জড়িত ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার ইহুদি লেখক, রাজনীতি বিশেষজ্ঞ ও বর্ণবৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকর্মী রোনাল্ড সিগাল (Ronald Segal) তার বিখ্যাত গ্রন্থ Islam's Black Slaves The Other Black Diaspora-তে বর্ণনা করেছেন, ১০ শতকে বাগদাদের খলিফার প্রাসাদে ৭,০০০ কালো খোজা ও ৪,০০০ সাদা খোজা ছিল। আরব ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরাদের মূল ব্যবসা ছিল ক্যাস্ট্রাশন করা ক্রীতদাস সরবরাহ। ক্রীতদাস ব্যবসায়ী হিসেবে তারা নারী ও পুরুষ উভয় প্রকার ক্রীতদাস কেনাবেচা করলেও তাদের মূল ব্যবসা ছিল ক্যাস্ট্রাশন করা

BanglaBook.org

পুরুষ ক্রীতদাস কেনাবেচা। কালো চামড়ার ৮-১২ বৎসরের বালকদের তারা শুক্রথলি ও পুরুষাঙ্গ সম্পূর্ণ কর্তন করে তাদের খোজা বানানো হতো। এই অপারেশনের সময় কোনো প্রকার চেতনা কিংবা ব্যথানাশক ব্যবহার করা হতো না। প্রচন্ড ব্যথাযুক্ত এই অপারেশনে রক্তপাত কিংবা পরবর্তী সময়ে ইনফেকশন হয়ে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯ জনই মারা যেত। তাই খোজা করা ক্রীতদাস অতি উচ্চমূল্যে বিক্রয় হতো। আরব শাসক ও ধনী আরবরা তাদের হারেম পাহারা দেওয়ার জন্যই মূলত খোজা ক্রীতদাস নিয়োগ দিতেন।

পতিতাবৃত্তির জন্য বালক পাচার

সাম্প্রতিককালে গালফ টাইমস (Gulf Times. Gulf-Times.com. 10 April 2005. Retrieved 5 October 2010) একটি মারাত্মক ধরনের সেক্স ব্যবসা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নেপালি বালকদের লোভনীয় মিথ্যা প্রস্তাব দিয়ে ভারতে এনে মুম্বাই, হায়দারাবাদ, দিল্লি, লক্ষ্ণৌ ও গোরকপুরের পতিতালয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। এমনই একজন ১৪ বৎসরের বালককে এ-জাতীয় কর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য ক্রীতদাস বানিয়ে রাখা হয়েছে। তাকে প্রথমে তালাবদ্ধ, তারপর প্রহার ও খেতে না দিয়ে পরবর্তী সময়ে জোর করে ক্যাস্ট্রাশন করা হয়েছে। এই বালক আরো তথ্য প্রকাশ করে যে, তাকে যে পতিতালয়ে আটক করে রাখা হয়েছিল সেখানে তার বয়সী আরো ৪০-৫০ জন বালক ছিল, যাদের অনেককেই ক্যাস্ট্রাশন করা হয়েছে। সে কোনো প্রকারে সেখান থেকে পালিয়ে নেপালে ফিরে যেতে সক্ষম হয়। নেপালের দুটি এনজিও, যারা সমকামীদের নিয়ে কাজ করে তারা পাচারকৃত এই শিশুদের উদ্ধারের জন্য কাজ করছে এবং সহযোগিতা চাচ্ছে।

সংগীত ও ক্যাস্ট্রাশন

ইউরোপে এক সময় চার্চে কিংবা রোমান ক্যাথলিক চার্চে ধর্মীয় কোরসা পরিবেশনের জন্য বিশেষ সঙ্গীত দল ছিল যা ক্যাথেড্রাল কোইরস (Cathedral Choirs) নামে পরিচিত। এ ক্যাথেড্রাল কৌইরস দলে মহিলাদের সংগীত পরিবেশন করা নিষিদ্ধ ছিল। তখন নারী কণ্ঠের গায়কের জন্য বালকদের ক্যাস্ট্রাশন করা হতো, যাতে বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার স্বরের পরিবর্তন না হয়ে তা যেন সুরেলা ও তীক্ষ্ণ থাকে। এই সংগীতশিল্পীরা ক্যাস্ট্রাসি শিল্পী নামে পরিচিত। ১৫৫০ সালে ইতালির চার্চে ক্যাস্ট্রাসি গায়ক ছিল, তার তথ্য পাওয়া যায়। ইউরোপের বারোক ও ক্লাসিক্যাল সংগীত যুগে এই ক্যাস্ট্রাসি গায়করা অপেরা দলের নিকট খুব প্রশংসিত ও আদৃত ছিলেন। বিখ্যাত ক্যাস্ট্রাসি গায়কদের মধ্যে ছিলেন ফার্নেলি (Farinelli), সেনসিনো (Senesino),

BanglaBook.org

কারেস্টিনি (Carestini), কাফ্‌ফারেলি (Caffarelli) প্রমুখ। সর্বশেষ ক্যাস্ট্রাসো গায়ক ছিলেন আলেসান্দ্রো মোরেসচি (১৮৫৮-১৯২২) যিনি ভ্যাটিকানের সিসটিন চ্যাপেল চয়ির (Sistine Chapel Choir) দলের সদস্য ছিলেন। ১৯ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিক চার্চ, চার্চের সংগীতের জন্য ক্যাস্ট্রাশন করা নিষিদ্ধ করেনি।

যৌন অপরাধ প্রতিরোধে ক্যাস্ট্রাশন

স্বেচ্ছায় ক্যামিক্যাল কিংবা সার্জিক্যাল ক্যাস্ট্রাশন অনেক দেশেই করা হয়, বিশেষ করে আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে! প্রায় ৮০ বৎসরেরও বেশি সময় ধরে এ-জাতীয় ক্যাস্ট্রাশন করা হচ্ছে যদিও ক্যামিক্যাল ক্যাস্ট্রাশন শুরু হয়েছে ৩০ বৎসর। সে সকল দেশে প্রচলিত সেক্সুয়াল আইন ভঙ্গকারীদের দীর্ঘসময় পুলিশি হেফাজতে না রেখে এ কায়দায় ক্যাস্ট্রাশন করে তাদের কমিউনিটিতে ফেরার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এ-জাতীয় শাস্তি ও পদ্ধতি ও নৈতিকতার বিষয়টি যদিও অনেক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। অনেক গবেষণা করেই যৌন অপরাধের শাস্তি ও যৌন অপরাধ যেমন ধর্ষণ ইত্যাদি প্রতিরোধ করার জন্য তারা অস্থায়ী ক্যামিক্যাল ক্যাস্ট্রাশনকে বেছে নিয়েছে।

বর্তমান যুগেও চেকোস্লাভাকিয়াতে মারাত্মক ধরনের যৌন অপরাধের জন্য সার্জিক্যাল ক্যাস্ট্রাশন চালু রয়েছে। ইউরোপের একটি মানবাধিকার সংগঠন কাউন্সিল অব ইউরোপের তথ্য মতে ১৯৯৮ হতে ২০০৮ পর্যন্ত ১০ কৎসরে অন্তত ৯৪ জন বন্দির ক্যাস্ট্রাশন করা হয়। চেকোস্লাভাকিয়া কর্তৃপক্ষের মতে এটি খুব কার্যকরী। চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগুর বহনিস সাইক্রিয়াট্রিক হাসপাতালের পরিচালক ডা. মার্টিন হলির মতে, '১০০ যৌন অপরাধী যাদের খোজা করা হয়েছে তাদের কেউই পরবর্তী সময়ে যৌন অপরাধ করেননি।' এদেরই একজন যিনি একের পর এক যৌন অপরাধ করেই যাচ্ছিলেন তার মতে, 'ক্যাস্ট্রাশনের সিদ্ধান্তটি ছিল তার অন্যতম সেরা সিদ্ধান্ত। যৌন অপরাধের জন্য একদিকে যেমন অপরাধের শিকার কিংবা শিকার হওয়ার শঙ্কা রয়েছে তেমনি তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে আমার নিজেকেও রক্ষা করার বিষয়টিও ছিল গুরুত্বপূর্ণ।' নিউ ক্যাসল ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সের প্রফেসরস ডন গারবিন (Don Gurbin), যিনি ইংল্যান্ডের আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ক্যামিক্যাল ক্যাস্ট্রাশন সেন্টার পরিচালনা করেন। তিনি প্রথমে এ-জাতীয় অপরাধের জন্য ক্যামিক্যাল ক্যাস্ট্রাশনের তীব্র বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি চেক প্রজাতন্ত্রের ক্যাস্ট্রাশন কার্যক্রম পরিদর্শন করে স্বীকার করেন যে, যৌন অপরাধ কমানোর জন্য ক্যামিক্যাল ক্যাস্ট্রাশন অনেক ভালো ফল বয়ে আনতে পারে।

BanglaBook.org

ক্যাস্ট্রাশন পদ্ধতির ধরন

ক্যামিক্যাল ক্যাস্ট্রাশন : ক্যামিক্যাল ক্যাস্ট্রাশন (Chemical castration) হলো ক্ষেত্রে নিয়মিত অ্যান্টি-এন্ড্রোজেন (সেক্স হরমোনের কার্যক্ষমতা নষ্টকারী উপাদান) দেওয়া হয়। ক্যামিক্যাল ক্যাস্ট্রাশনের বেলায় শুক্রাশয় কিংবা ডিম্বাশয় ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না কিংবা এটি কোনো বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতিও নয়। ক্যামিক্যাল ক্যাস্ট্রাশনের ফলে হাড়ের ঘনত্ব কমে যায়, যা অবশ্য টেরিপ্যারাটাইড (Teriparatide) ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রায় পূর্বাবস্থায় ফেরানো সম্ভব। বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতির ক্যামিক্যাল ক্যাস্ট্রাশন সহজলভ্য হওয়ায় সার্জিক্যাল ক্যাস্ট্রাশন তেমন করাই হয় না, যদি না তা অন্য কোনো মেডিক্যাল কারণে কিংবা স্বেচ্ছায় কেউ করাতে চায়।

সার্জিক্যাল ক্যাস্ট্রাশন সার্জিক্যাল ক্যাস্ট্রাশন (Surgical Castration) পদ্ধতিতে লোকাল এনেস্থেশিয়া প্রয়োগের মাধ্যমে শুক্রথলির বিভিন্ন স্তর কেটে শুক্রাশয় স্পার্মাটিক কর্ড থেকে কেটে বের করে ফেলা হয়। এটি বেশ ব্যথাযুক্ত পদ্ধতি।

ইলাস্ট্রেটর ইলাস্ট্রেটর (Elastrator) পদ্ধতিতে একটি শক্ত রাবার ব্যান্ড দিয়ে রক্ত শুক্রাশয়ে রক্তপ্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে এক সময় গ্যাংগরিন (Dry Gangrene) হয়ে টেস্টিস স্পার্মাটিক কর্ড হতে আলাদা হয়ে যায়। এটি খুবই ব্যথাযুক্ত পদ্ধতি। সাধারণত ব্যান্ডটি ১২-২৪ ঘণ্টা রাখা হয় এবং রক্তসরবরাহ বন্ধ হয়ে টেস্টিস তার কার্যক্ষমতা হারায় বা মৃত হয়ে যায়।

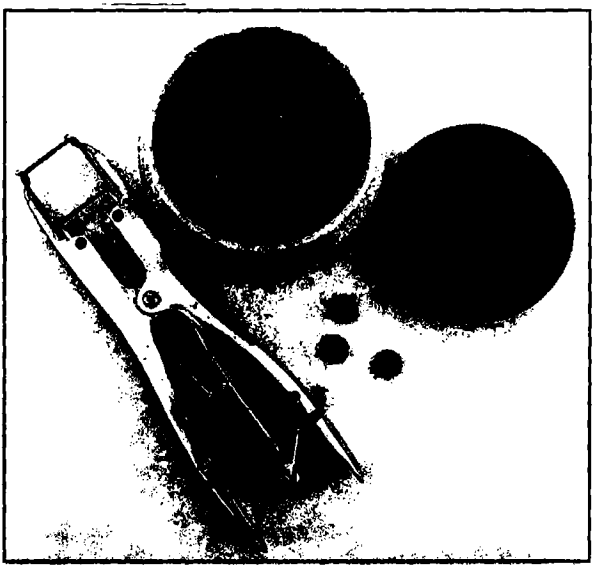

ল্যাটেক্স ইলাস্ট্রেটর ও ইলাস্ট্রেটর পরানোর যন্ত্র

বার্ডিজ্জো : বার্ডিজ্জো (Burdizzo) পদ্ধতিতে একটি ক্ল্যাম্প স্পার্মাটিক কর্ডে লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে স্পার্মাটিক কর্ড নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। সাধারণত পশুকে ক্যাস্ট্রাশন করার জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হলেও মানুষের ক্ষেত্রেও এটি সার্জিক্যাল পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে অনেক সময় ব্যবহার করা হয়।

এসিড জাতীয় ইনজেকশন এসিড জাতীয় ইনজেকশন (Injection of Caustic Substances) প্রয়োগ করে ক্যাস্ট্রাশন করা যায়। যেমন পশুর ক্যাস্ট্রাশন করতে ল্যাকটিক এসিড ইনজেকশন দেওয়া হয়। মানুষের ক্ষেত্রেও অনেক সময় ল্যাকটিক এসিড ইনজেকশন দেওয়া হয়। এই ইনজেকশন কয়েকবারে প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু অনেকেই একবারে বেশি পরিমাণ ইনজেকশন গ্রহণ করে থাকে। অনেকে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ইনজেকশনও প্রয়োগ করে। তবে এ পদ্ধতির সফলতা যথেষ্ট প্রশ্নের সম্মুখীন। ১ সিসি হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড প্রয়োগ করলে তা ৪০ সিসি অক্সিজেন ও প্রচুর তাপ উৎপন্ন করে। আস্তে আস্তে শুক্রাশয় মারাত্মক রকম ফুলে যায় ও ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এটি খুবই ব্যথাযুক্ত পদ্ধতি।

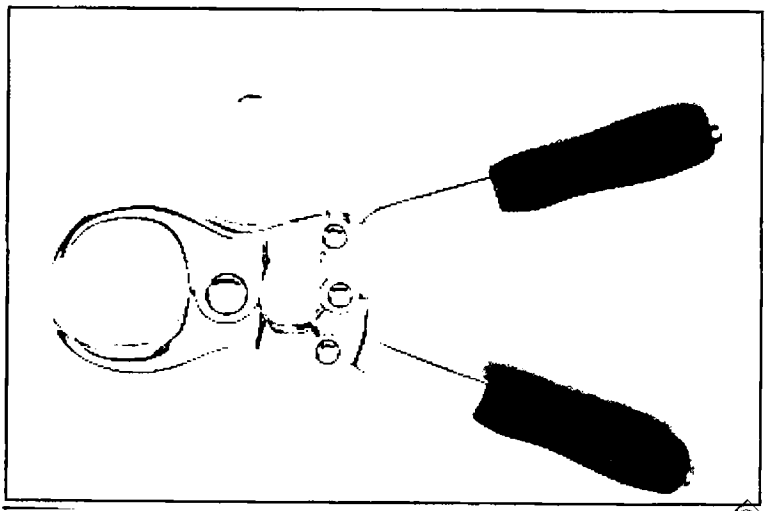

একটি ৯ ইঞ্চি সাইজের বার্ডিজ্জো, যা সাধারণত ছাগলের ক্যাস্ট্রাশনে ব্যবহৃত হয়

তাপ প্রায়োগ তাপ প্রয়োগ (Heating) করেও ক্যাস্ট্রাশন করা যায়। এ পদ্ধতিতে হিটিং প্যাড (Heating pads) ব্যবহার করা হয়। প্রচুর তাপ প্রয়োগ করা হয় এবং তাতে শুক্রাশয় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

ক্যাস্ট্রাটর (Castrator) যারা ক্যাস্ট্রাশন করেন তাদের ক্যাস্ট্রাটর বলা হয়। প্রধানত তিন ধরনের ক্যাস্ট্রাটর রয়েছে। যেমন ডাক্তার, সাধারণ ক্যাস্ট্রাটর বা কাটার (Cutters) ও নিজে নিজে ক্যাস্ট্রাশন করা।

BanglaBook.org

ডাক্তার (Doctors) : ডাক্তার দিয়ে ক্যাস্ট্রাশন করাই সবচেয়ে নিরাপদ। কিন্তু ক্যাস্ট্রাশন করার ডাক্তার পাওয়াই দুষ্কর। কেউ স্বেচ্ছায় ডাক্তারের নিকট ক্যাস্ট্রাশন করাতে গেলে ডাক্তার প্রথমেই সরাসরি না করে দেবেন। আর এটি এমন একটি অপারেশন, যেটি অনেক ডাক্তারই জীবনে কোনো দিন করেননি কিংবা করতে দেখেননি। এর পরও মেডিক্যাল কারণে কেউ কেউ করাতে রাজি হলেও সেই ডাক্তার খুঁজে পাওয়াও আরেক চ্যালেঞ্জ। আমেরিকায় যে সকল ডাক্তার বর্তমানে ক্যাস্ট্রাশন করান—তারা ১২০০-২৫০০ ডলার ফি নেন। তবে একটি ব্যাপার সব সময় মাথায় রাখতে হবে, ডাক্তার দিয়ে ক্যাস্ট্রাশন করালেও অপারেশন-পরবর্তী জটিলতার শঙ্কা কিন্তু থেকেই যায়।

সাধারণ ক্যাস্ট্রাটর বা কাটার : যারা যৌন ফ্যান্টাসির জন্য ক্যাস্ট্রাশন করাতে চান এবং যারা ক্যাস্ট্রাশন করার জন্য ডাক্তার খুঁজে পান না কিংবা ডাক্তারের ফি সংকুলান করতে অসমর্থ হন—তারাই সাধারণত এ সকল সনাতন চিকিৎসক বা কাটারের শরণাপন্ন হন।

কারো যৌন ফ্যান্টাসির কারণে কোনো ডাক্তারই কাউকে ক্যাস্ট্রাশন করাতে রাজি হবেন না। কাটারের নিকট ক্যাস্ট্রাশন করা খুবই বিপজ্জনক। কারণ তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দক্ষতা নেই। তাই ক্যাস্ট্রাশনের পর জটিলতা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। অনেক সময় অবসরপ্রাপ্ত পশুর চিকিৎসকগণও কাটার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। অনেক কাটার আবার ক্যাস্ট্রাশন করার আগে শুক্রাশয়কে নানাভাবে আঘাত করেন এবং এতে রোগীর মৃত্যু হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়।

নিজে নিজে ক্যাস্ট্রাশন (Self-castration) ক্যাস্ট্রাশনের সবচেয়ে বিপজ্জনক পদ্ধতি এটি। অন্য কোনোভাবে ক্যাস্ট্রাশন করাতে ব্যর্থ হওয়ার

BanglaBook.org

পর সাধারণত মানুষ এ পথে পা বাড়ায়। সাধারণত দুটি যন্ত্র যেমন বার্ডিজ্জো ও ইলাস্ট্রেটর ব্যবহার করা হয়। আর যেহেতু পশুর ক্যাস্ট্রাশন করতে এ যন্ত্র দুটি ব্যবহৃত হয়–তাই এটি বাজারেও কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু শারীরবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে এ যন্ত্রের ব্যবহার খুব মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। নিজে নিজে ক্যাস্ট্রাশন করার বেলায় দেখা গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিকিৎসার জন্য জরুরি বিভাগে ভর্তি হতে হয়েছে। প্রত্যেকেরই মনে রাখতে হবে, কাটার দিয়ে ক্যাস্ট্রাশন করা আইনত নিষিদ্ধ।

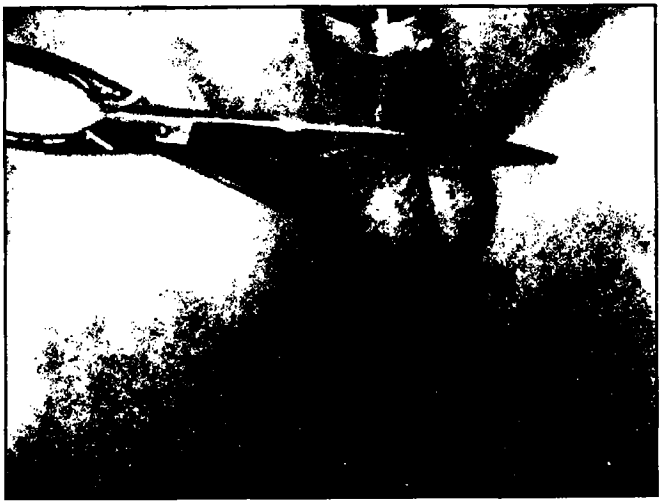

ক্যাস্ট্রাশনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও জটিলতা

বয়ঃসন্ধির পূর্বে যে সকল বালকের ক্যাস্ট্রাশন করা হয়েছে তাদের কণ্ঠ থাকবে তীক্ষ্ণ, তার মাংসপেশি হবে নরম ও পুরুষাঙ্গ হবে ছোট আকৃতির (যদি তা কর্তন না করা হয়ে থাকে)। তারা গড়পড়তা লম্বার চেয়ে বেশি হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার শরীরের সেক্স হরমোন এস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের ব্যালান্স থাকে না এবং বেশি এস্ট্রোজেনের প্রভাবে শরীরের লম্বাকৃতির হাড় বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হবে। তার যৌনাঙ্গে কম চুল থাকবে এবং তার যৌন কামনা কম কিংবা আদৌ না থাকতে পারে।

বয়ঃসন্ধির পর ক্যাস্ট্রাশন করা হলে তার যৌন কামনা অনেক কমে যাবে কিংবা ধীরে ধীরে একদম বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। ক্যাস্ট্রাশন করা ব্যক্তি অবশ্যই সন্তান জন্মদিতে পারবে না, কারণ তার শুক্রাশয় (Testis) না থাকার কারণে শুক্রাণু তৈরি হবে না ফলে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সন্তান জন্ম দিতে পারবে না। একবার কোন পুরুষের শুক্রাশয় ও কোন কারণে কোন মহিলার ডিম্বাশয় কেটে ফেলা হলে তারা সারা জীবনের জন্য সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য অযোগ্য হয়ে পড়বে। বয়ঃসন্ধির পর ক্যাস্ট্রাশন করা হলে তার

BanglaBook.org

কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হবে না, তবে মেজাজের পরিবর্তন হবে। সব সময় হতাশ ও অবশাদগ্রস্ত মনে হবে। শরীরের শক্তি ও মাংসপেশি কমে যাবে। শরীরের চুল ও লোম কমে যাবে। তবে সাধারণত মাথায় টাক পড়বে না, যদি তা চুল পড়ে যাওয়ার বয়সের পূর্বে করা হয়। খোজা, যাদের শুক্রাশয় ও শুক্রথলির পাশাপাশি পুরুষাঙ্গও কর্তন করা হয়েছে তাদের প্রস্রাব ধরে রাখার ক্ষমতা (Urinary Incontinence) কমে যাবে এবং যখন-তখন প্রস্রাব হয়ে যেতে পারে।

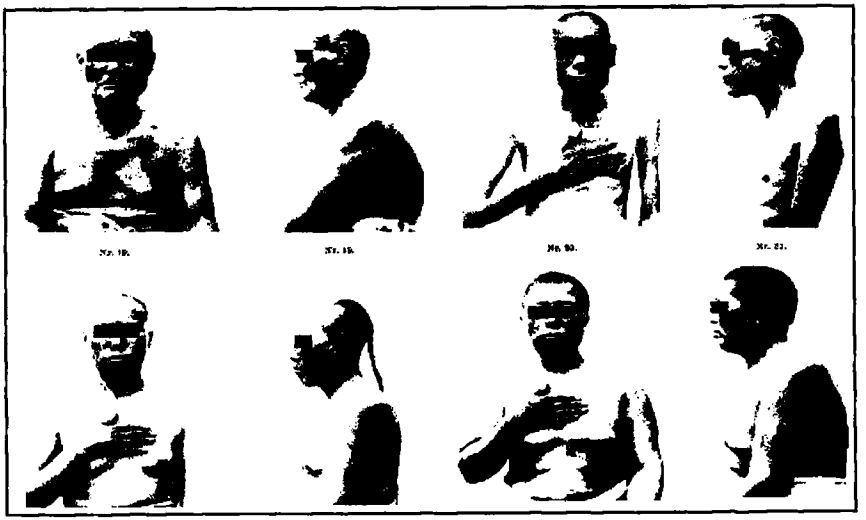

ক্যাস্ট্রাশন করা পুরুষদের শারীরিক পরিবর্তন

হরমোন চিকিৎসা ব্যতিরেকে (Hormone Replacement Therapy), মহিলাদের মেনোপোজাল সিন্ড্রোম (মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময়ের উপসর্গ)-এর মতো উপসর্গ, যেমন চোখের সামনে আলোর ঝলক দেখা, হাড়ের ঘনত্ব কমে গিয়ে হাড় নরম ও ভঙ্গুর হয়ে যাওয়া, ওজন বেড়ে যাওয়া, নিতম্ব ও বুকে চর্বি জমা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। টেস্টোস্টেরন হরমোন চিকিৎসা দিয়ে পূর্বের অবস্থায় আনা সম্ভব হতে পারে। তবে অনেক ক্ষেত্রে টেস্টোস্টেরন ব্যবহারে বক্ষ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থেকে যায়।

তবে ক্যাস্ট্রাশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, খোজারা সাধারণ পুরুষের চেয়ে দীর্ঘজীবি হয়। কানসাসে এক গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যাস্ট্রাশন করা পুরুষরা ক্যাস্ট্রাশন করা হয়নি এমন পুরুষের চেয়ে গড়পড়তা ১৪ বৎসর বেশি বাঁচে। কোরিয়াতে একই ধরনের আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, একই আর্থসমাজিক অবস্থানে থাকা ক্যাস্ট্রাশন করা পুরুষরা ক্যাস্ট্রাশন করা হয়নি এমন পুরুষদের চেয়ে ১৪-১৯ বৎসর বেশি বাঁচে এবং ক্যাস্ট্রাশন করা ৩ শতাংশ পুরুষ ১০০ বৎসরের বেশি বেঁচে ছিলেন।

BanglaBook.org

পশুপাখির ক্যাস্ট্রাশন

প্রধানত গৃহপালিত পশুর প্রজনন রোধ করার জন্য ক্যাস্ট্রাশন করা হয়। পুরুষ ঘোড়াকে ক্যাস্ট্রাশন বা গেলডেড (Gelded) করার প্রধান কারণ স্ট্যালিয়ন ঘোড়া (Stallions ক্যাস্ট্রাশন করা ঘছডই এমন ঘোড়া) গেলডেড ঘোড়ার চেয়ে অনেক বেশি উত্তেজিত ও আক্রমণাত্মক থাকে এবং নিয়ন্ত্রণ করাও বেশ কঠিন। যদিও ঘোড়া ও গাধার শংকর প্রাণী খচ্চরের (Mule) প্রজনন ক্ষমতা নেই, ঠিক একই কারণে খচ্চরের ক্যাস্ট্রাশন করা হয়। মোটা ও শক্তিশালী গরুর প্রয়োজনে ষাঁড়কে খোজা করে বলদ (Ox) বানানো হয়। পোষা প্রাণী যেমন মাদি কুকুর ও বিড়ালের ক্যাস্ট্রাশন করা হয় বংশ বৃদ্ধি রোধ করার জন্য। অনেক সময় পুরুষ কুকুরকে শুক্রথলির ক্যান্সার থেকে নিরাপদ রাখার জন্যও ক্যাস্ট্রাশন করা হয়। ইংরেজিতে ক্যাস্ট্রাডেট শূকর ব্যারো (Barrow), ষাঁড় অক্স (Ox), মুরগিকে ক্যাপন (Capon), ঘোড়া গেলডিং (Gelding), বিড়াল গিব (Gib), ভেড়া স্ট্যাগ (Stag), বাছুর স্টিয়ার (Steer) বলা হয়।

চায়নার খোজা অপারেশন

প্রাচীন চায়নাতে বালকদের পুরুষাঙ্গ ও শুক্রথলি কর্তন করে খোজা বানানো হতো। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজকীয় পরিবারের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা। সে আমলে চায়নাতে অপরাধী ও বিদেশি শত্রুদের জন্য প্রচলিত সাধারণ শাস্তি ছিল ক্যাস্ট্রাশন। খোজারা তাদের যৌনাঙ্গ ও পৌরষ চিরতরে ত্যাগ করে প্রাসাদে ঢোকার টিকিট সংগ্রহ করত সম্রাটের নিকট হতে প্রচুর সম্পদ অর্জন

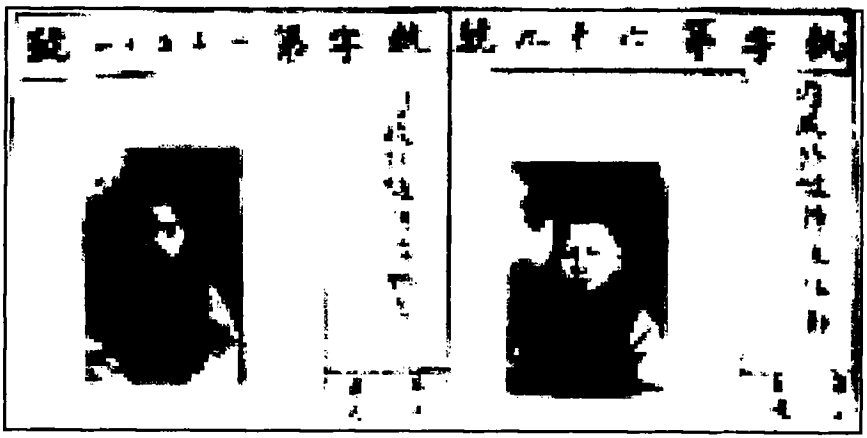

চায়নার খোজা সনদ

করে ধনী হবে এ আশায়। আর প্রাসাদে সম্রাটের আস্থা অর্জন করতে পারলে যে ধনী হওয়ার পাশাপাশি ক্ষমতাশালী হওয়া ছিল অনেকটা বোনাসের মতো। তবে এ পথ ছিল খুবই দুর্গম, অনিশ্চিত ও দুঃখে ভরা।

প্রাচীন চায়নাতে তিন ধরনের ক্যাস্ট্রাশন চালু ছিল। ক্যাস্ট্রাসি (Castrati) অর্থাৎ যাদের পুরুষাঙ্গ ও শুক্রাশয় ধারাল ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে, স্প্যাডোন (Spadones) অর্থাৎ যাদের কেবল শুক্রাশয় কেটে ফেলা হয়েছে এবং থিলবাই (Thlibiae) অর্থাৎ যাদের শুক্রাশয় থেঁতলে দেওয়া হয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ অব্দে চায়নাতে সাঙ রাজবংশের শাসনামলে খোজা ছিল। পরবর্তী কয়েক হাজার বৎসর চায়নাতে এই খোজা সংস্কৃতি ছিল। চায়নাতে খোজা করার জন্য ক্যাস্ট্রাসি অর্থাৎ পুরুষাঙ্গ ও শুক্রথলি উভয়ই খুব ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে ফেলতে হতো। এই অপারেশনে মৃত্যুর হার ছিল খুব বেশি। আর তাই পরবর্তী শতকে মৃত্যুর হার কমানোর জন্যই মূলত শুক্রথলি কেটে খোজা বানানোর প্রচলন শুরু হয়। কিন্তু চায়নাতে ক্যাস্ট্রাসি খোজার চাহিদা ছিল বেশি এবং চায়নার প্রায় অধিকাংশ খোজাই ক্যাস্ট্রাসি।

প্রাচীন চায়নার ক্যাস্ট্রাশন পদ্ধতি (The Process of Castration)

প্রাচীন চায়নায় সাধারণত অপারেশনটি করা হতো প্রাসাদের বাইরে। সাধারণত ব্যবহার করা হয় না, প্রাসাদে প্রবেশের এমন কোন গেইট-সংলগ্ন স্থানে বিশেষভাবে নির্মিত একটি ঘর ছিল এবং এটিই ছিল খোজা অপারেশন থিয়েটার। কুইং রাজবংশের শাসনামলে ক্যাস্ট্রাশন করার জন্য কাটারদের ফি ছিল ছয়টি রৌপ্য মুদ্রা। তখনকার সময়ের জন্য এটি ছিল বেশ ব্যয়বহুল—যা অনেকের পক্ষেই তা বহন করা সম্ভব ছিল না। তাই তাদের কিস্তিতে অপারেশন করার সুযোগ দেওয়া হতো। অর্থাৎ প্রাসাদে চাকরি হওয়ার পর মাসিক বেতন থেকে বাকি অর্থ কেটে রেখে দেওয়া হতো।

প্রথমে রোগীকে একটি কাঠের চওড়া বেঞ্চে শোয়ানো হতো এবং গরম পানি দিয়ে তার যৌনাঙ্গ ও সংলগ্ন স্থান ভালোভাবে পরিষ্কার করা হতো। অতঃপর চেতনানাশক প্রয়োগ করা হতো। সাধারণত চেতনানাশক হিসেবে অত্যন্ত ঝাল মরিচ বাটা কিংবা গোল মরিচ সহযোগে তৈরি পেস্ট দিয়ে পুরুষাঙ্গ ও শুক্রথলিতে প্রলেপ দেওয়া হতো। এরই মধ্যে সহযোগী একজন পেট ও উরু কাপড়ের ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঞ্চের সঙ্গে শক্তভাবে বেঁধে ফেলত। কাটারের দুজন সহযোগী দুই পা ফাঁক করে এবং তৃতীয় সহযোগী দুই হাত শক্তভাবে চেপে ধরে রাখত। কাটার একটি বাঁকানো ধারাল ছুরি নিয়ে দুই পায়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ ও শুক্রথলি নিজের মুষ্ঠির ভেতর ধরত। তারপর

BanglaBook.org

উপস্থিত সবার উদ্দেশে স্বেচ্ছায় ক্যাস্ট্রাশন করা হচ্ছে এই সম্মতি নিত। সম্মতির সঙ্গে সঙ্গে ছুরি দিয়ে এক পোঁচে পুরুষাঙ্গ ও শুক্রথলি কেটে ফেলত।

এর পর পরই একটি সূচালো ধাতব প্লাগ, যার মাথায় একটি সুতা লাগানো থাকত তা মূত্রনালিতে প্রবেশ করিয়ে দিত, যাতে প্রস্রাবের রাস্তা বন্ধ না হয়ে যায়। সুতা লাগানোর কারণ—তা যেন পিছলে গিয়ে মূত্রথলিতে প্রবেশ না করে। অনেক সময় এই প্লাগটির পরিবর্তে একটি ডায়লেটর, যার মাথায় একটি ঢাকনার মতো দেওয়া, তা ব্যবহার করা হতো। এই ডায়লেটরটি প্লাগ প্রবেশের পূর্বে প্রস্রাবের রাস্তা প্রশস্ত করার জন্যও ব্যবহৃত হতো। প্লাগ প্রবেশ করানোর পর রোগীর ক্ষতস্থানে একটি ঠান্ডা কাগজ লেপ্টে দেওয়ার পর রোগীকে সে ঘরে তিন দিন তালাবদ্ধ করে রাখা হতো। এ তিনদিন রোগীকে কোনো খাবার কিংবা পানীয় দেওয়া হতো না এবং প্লাগ থাকার কারণে রোগী প্রস্রাবও করতে পারত না। চতুর্থ দিন সকালে রোগীর ঘরের দরজা খোলা হতো এবং রোগীকে প্রস্রাব করতে বলা হতো। রোগী যদি প্রস্রাব করতে পারত তবে ধরে নেওয়া হতো অপারেশন সফল হয়েছে। যে সকল রোগী প্রস্রাব করতে পারত না তারা প্রচন্ড ব্যথা ও ইনফেকশনের কারণে খুব করুণ অবস্থায় মারা যেত। তবে চায়নিজ এই কাটারগণ খুবই দক্ষ ছিলেন। তাদের অপারেশনে মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে একজন থেকে আরম্ভ করে প্রতি ১০ হাজারে একজন।

BanglaBook.org

ক্যাস্ট্রাশনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি

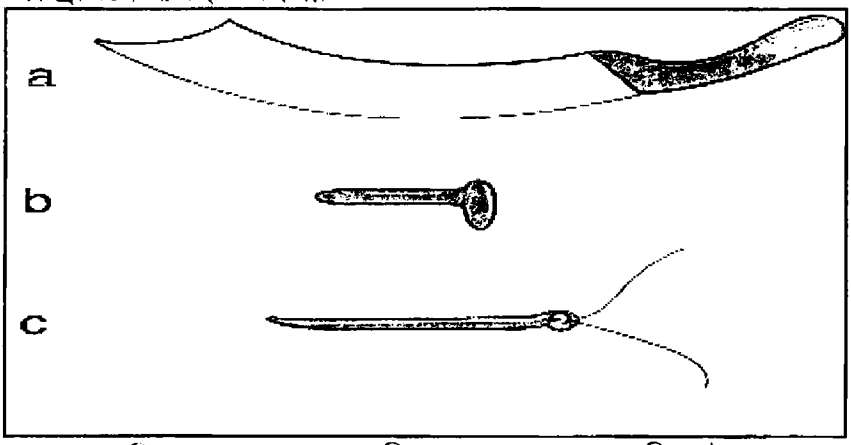

❖ একটি স্কালপেল ব্লেড, যা দিয়ে পুরুষাঙ্গ ও শুক্রথলি কাটা হতো। এই স্কালপেলের ব্লেডটি ছিল ৩.৭ ইঞ্চি লম্বা ও এর সঙ্গে দুই ইঞ্চি লম্বা একটি হাতল লাগানো থাকত। (চিত্র a)

প্রস্রাবের রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য একটি ডায়লেটর। এটি ছিল তিন সেমি লম্বা ও এর মাথায় একটি ৯ সেমি চওড়া প্লাগ লাগানো থাকত। (চিত্র b)

প্রস্রাবের রাস্তায় ঢুকিয়ে রাখা হতো, যাতে রোগীর প্রস্রাব ধরে রাখার ক্ষমতা নষ্ট না হয়। এর মাথায় একটি সুতা বাঁধা থাকত, যাতে তা পিছলে গিয়ে প্রস্রাবের থলিতে প্রবেশ না করে। (চিত্র c)

তথ্যসূত্র :

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Castration
2. "In Darfur, My Camera Was Not Nearly Enough" The Washington Post. 20 March 2005. Retrieved 5 February 2012.
3. John Joseph Lalor (1882). Cyclopedia of political science, political economy, and of the political history of the United States, Volume 1. Rand, McNally. p. 406. Retrieved 11 January 201
4. Edward Theodore Chalmers Werner (1919). China of the Chinese. Charles Scribner's Sons. p. 146. Retrieved 11 January 2011.
5. John DeFrancis (1993). In the footsteps of Genghis Khan. University of Hawaii Press. p. 193. ISBN 0-8248-1493-2. Retrieved 11 January 2011.
6. http://en.wikipedia.org/wiki/William_Wallace
7. Shih-shan Henry Tsai (1996). The eunuchs in the Ming dynasty. SUNY Press. p. 16. ISBN 0-7914-2687-4. Retrieved 28 June 2010.
8. Thomas Jefferson, A Bill for Proportioning Crimes and Punishments 1778 Papers 2:492—504l
9. Michael Barthorp, Douglas N. Anderson (1996). The Frontier ablaze: the North-west frontier rising, 1897–98. Windrow & Greene. p. 12. ISBN 1-85915-023-3. Retrieved 5 April 2011.
10. wyn Campbell, Suzanne Miers, Joseph Calder Miller (2009). Children in slavery through the ages. Ohio University Press. p. 137. ISBN 0-8214-1877-7. Retrieved 11 January 2011.
11. http://www.amazon.com/Islams-Black-Slaves-Other-Diaspora/dp/0374527970/ref=sr1_fkmr01?s=books&ie =UTF8&qid=1333217684&sr=1-1-fkmr0
12. "Council of Europe report on the Czech Republic" Cpt.coe.int. 5 February 2009. Retrieved 5 February 2012.
13. Dan Bilefsï (10 March 2009). "Europeans Debate Castration of Sex Offenders" The New York Times (Europe;Czech Republic). Retrieved 5 February 2012.
14. Cutting the numbers re-offending?" Channel 4. 20 May 2009. Retrieved 30 May "Why Women Live Longer"
15. "Upside to castration? Eunuchs lived longer, study finds"
16. http://wiki.bme.com/index.php?title=Castration
17. http://mindsparker.com/cultures/the-operation-of-chinese-eunuch%E2%80%99s-castration-%E2%80%9C the-pathetic-journey%E2%80%9D/

অঞ্চল ও সময়ভেদে খোজাগণ

প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্য

মিসরে ফারও সম্রাট তলেমি (Ptolemies) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আসিরিয়ান সাম্রাজ্য (Assyrian Empire)-যা রানি ক্লিওপেট্রার (Cleopatra) শাসনামল পর্যন্ত (খ্রিস্টপূর্ব ৬২২ অব্দ) পর্যন্ত টিকেছিল। প্রাচীন তথ্যে জানা যায় যে ফারাও সম্রাটদের কোর্টে খোজার অস্তিত্ব ছিল। আকহেমেনাইড পার্সিয়ানদের (Achamenide Persians) আমলে রাজনৈতিক কারণে খোজা করা রীতিমতো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছিল। আকহেমেনাইড কোর্টে খোজারা অনেক উঁচু পদে আসিন ছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দের পার্সিয়ান রাজা তৃতীয় ও চতুর্থ আর্টাকজেরাক্সেস (Artaxerxes III,IV)-এর উজির ছিলেন খোজা বাগোয়াস (Bagoas) এবং তিনিই ছিলেন মূলত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু।

প্রাচীন গ্রিস, রোম ও বাইজেন্টিয়াম

গ্রিক এবং রোমান শাসনামলে ইউরোপেও খোজাকরণ পদ্ধতি বেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। যদিও তখন রোমান বাইজেন্টিয়াম ও বাইজেন্টাইন কোর্টে খোজাদের অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাইজেন্টাইন কোর্টেও খোজা সংস্কৃতির প্রচলন হয়। আনাতোলিয়ার সাইবেলে (Cybele) গোত্রের গাল্লি (Galli) অর্থাৎ ধর্মযাজকরাও ছিলেন খোজা।

রোমান শাসনামলের শেষ দিকে রাজা ডিক্লেটিয়ান (Diocletian) ও কনস্টান্টিন (Constantine) যখন প্রাচ্যের রাজকীয় কোর্ট মডেল অনুসরণ করা শুরু করলেন–তখন তারা খোজা বেষ্টিত হয়ে থাকতেন। তখন তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম, যেমন গোসল করা, চুল কাটা, কাপড়চোপড় পরিধান করা ও বিভিন্ন প্রকার প্রশাসনিক কাজ করত খোজারা। খোজারা তখন প্রশাসন ও রাজার সঙ্গে একটি সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করত। তাদের আনুগত্য এতই প্রবল ছিল যে, খোজাদের বাদ দেওয়া কিংবা খোজাবিহীন রাজা তার দৈনন্দিন কাজ নিজে নিজে করবেন, তা ভাবাই যেত না। রাজার স্ত্রীরা তখন খোজাদের

BanglaBook.org

(যাদের কেবল শুক্রাশয় কেটে ফেলা হয়েছে, কিন্তু পুরুষাঙ্গ ছিল) সঙ্গে যৌন মিলনও করতেন। আর অনেক খোজার সঙ্গে স্বয়ং রাজার সম্পর্ক ছিল অনেকটা স্বামী-স্ত্রীর মতো। বিষয়টি তখন ছিল খুবই খোলামেলা এবং প্রাসাদের সংস্কৃতিরই একটি অংশ।

সাইবেলে গালি (বাস রিলিফ)

বাইজেন্টাইন রাজকীয় কোর্টে বিশাল একদল খোজা নিয়োজিত ছিল। তারা গৃহস্থালি ও প্রশাসনিক কাজ করত। তারা এমন সংগঠিতভাবে কাজ করত যে, সেখানে একটি প্রতিষ্ঠানেরই জন্ম নেয়। সেখানে খোজাদের অনেক রকম স্তর ছিল এবং স্তর অনুযায়ী কাজের মাত্রাও ভিন্ন ছিল। আর্কিওনাকস (Archieunuchs), অর্থাৎ প্রতি গ্রুপের ছিল দলনেতা, আর তারা কনস্টান্টিনোপলের বাজার প্রিন্সিপাল অফিসারের মর্যাদায় কাজ করত। ৬ শতকের বাইজেন্টাইন রাজা জাস্টিনিয়ান (Justinian)-এর অধীনে খোজা নার্সেস (Narses) ছিলেন সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল, যিনি অনেক সেনা ক্যাম্পেইনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

BanglaBook.org

১২ শতকে বাইজেন্টাইন রীতি অনুসরণ করে সিসিলি রাজত্বেও খোজারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। তাদের একজন ফিলিপ অব মাহদিয়া (Philip of Mahdia) ছিলেন প্রশাসনের প্রধান এবং পিটার দ্য কেইড (Peter the Caid) হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

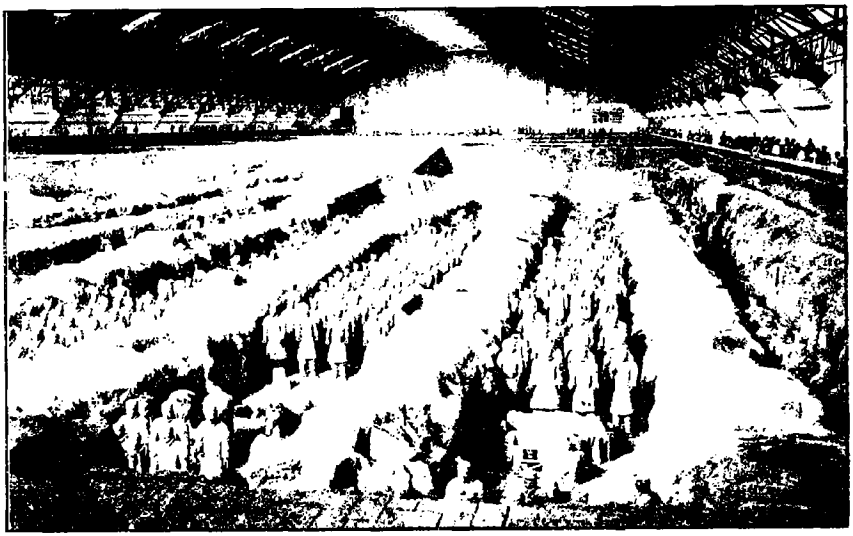

রাজা কিন সি হুয়াঙ আমলের টেরাকোটা সেনাবাহিনী

চায়না

সাঙ রাজাদের (Shang Dynasty) শাসনামলে (খ্রিস্টপূর্ব ১৫৫৬-১০৪৬ অব্দ) চায়নাতে খোজাদের অস্তিত্ব ছিল বলে তথ্য পাওয়া যায়। সাঙ রাজারা যুদ্ধবন্দিদের খোজা বানিয়ে দিতেন। চায়নাতে খোজাকরণ পদ্ধতির মধ্যে সম্পূর্ণ পুরুষাঙ্গ কর্তনের সঙ্গে শুক্রাশয়ও ফেলা হত। এই অঙ্গ দুটি খুব ধারাল ছুরি দিয়ে এক পোচে কেটে ফেলা হতো। কিন রাজাদের (Qin Dynasty) শাসনামলে (খ্রিস্টপূর্ব ২২১-২০৬ অব্দ) যে সকল পুরুষকে খোজাকরণ শাস্তি দেওয়া হতো—তাদেরকে খোজাদাস হিসেবে জোরপূর্বক শ্রম দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হত টেরাকোটা সেনাবাহিনীতে (Terracotta Army)। চীনের প্রথম রাজা কিন সি হুয়াঙ (Qin Shi Huang, খ্রিস্টপূর্ব ২১০-২০৯ অব্দ)-এর আমলের সৃষ্ট টেরাকোটা সেনাবাহিনী বা টেরাকোট অশ্বারোহী যোদ্ধাবাহিনী ছিল এক ধরনের টেরাকোটা শিল্প, যা রাজাদের মৃত্যুর পর কবরে সমাহিত করার সময় ব্যবহৃত হতো। কবরে ভিতর রাজাকে রক্ষা করার জন্য এই টেরাকোটা সেনাবাহিনীকেও রাজার সঙ্গে কবরস্থ করা হতো।

কিন সরকার ধর্ষণকারীকে খোজাকরণ শাস্তি দিত এবং তার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তার পুরো পরিবারকে দাস হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করত। পরবর্তী সময়ে হান

BanglaBook.org

রাজত্বের সময় (Han dynasty ২৫-২২০ সাল) যে সকল ব্যক্তি খোজাকরণ শাস্তি পেত তাদের দাস হিসেবে কাজ করার রীতি চালু রাখে।

৭০৬ সালের প্রিন্স জাঙ্গহুয়াই (Zhanghuai)-এর সমাধিতে খোজার মুরাল

সেই প্রাচীন আমল থেকে সুই রাজত্বকাল (Sui Dynast, ৫৮৯-৬১৮ সাল) পর্যন্ত চায়নার সনাতন পাঁচ শাস্তির এক শাস্তির একটি ছিল খোজাকরণ এবং শাস্তি প্রাপ্ত খোজাকে বাধ্যতামূলক রাজকীয় সেবা সার্ভিসে চাকরি করতে হতো। মিং রাজাদের রাজত্বকালের (Ming Dynasty, ১৩৬৮-১৬৪৪ সাল) শেষ দিকে চায়নাতে রাজকীয় সার্ভিসের অধীনে প্রায় ৭০,০০০ খোজা বিভিন্ন প্রকার চাকরিতে নিয়োজিত ছিল, যাদের অনেকেই রাজকীয় প্রাসাদের অভ্যন্তরেও কাজ করত।

সে সময় কোনো কোনো খোজা এত বেশি ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন যে তাদের অনেকে প্রধান সচিবের ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল যেমন মিং শাসনামলের বিখ্যাত খোজা ঝেং হি (Zheng He)।

তখন নিজে নিজে ক্যাস্ট্রাশন করাও প্রচলিত ছিল। তবে এ পদ্ধতিতে সব সময় সম্পূর্ণ খোজা হওয়া যেত না তাই এক সময় নিজে নিজে খোজা করাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। মিং রাজত্বকালের প্রথম দিকে চায়না বিশ্বস্ত ও কর্মঠ খোজাদের কোরিয়াতে প্রেরণ করা হত এবং সেখানে তারা রাজাদের হারেমে কনকুবাইদের দেখভাল করত।

১৩৮২ সালে মিং রাজাদের শাসনামলে মিং সেনাবাহিনী যখন মঙ্গোলিয়ার ইউনানকে (Yunnan) দখল করে নেয় তখন তারা হাজার হাজার যুদ্ধবন্দিকে

BanglaBook.org

চীনের রানিকে খোজারা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ছবিটি ১৯০৮ সালের পূর্বে কোনো এক সময় তোলা

হত্যা করে। তখন প্রচলিত যুদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী তাদের শিশু ও যুবক পুত্রদের খোজা করা হয়। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন বিখ্যাত অভিযাত্রী ঝেং হি। মিং রাজত্বকালে মিয়াও (Miao) উপজাতির দল বিদ্রোহ করলে চায়নিজ কমান্ডাররা হাজার হাজার মিয়াও বালককে খোজা করেন এবং তাদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিকট দাস হিসেবে প্রেরণ করেন।

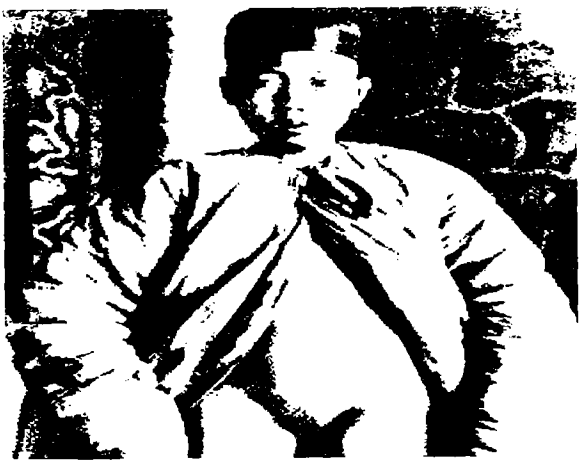

কুইং রাজবংশের শাসনামলের একজন খোজা। ১৯১১ সালের পূর্বে কোনো এক সময় তোলা ছবি

তাজিক যোদ্ধা ও পরবর্তী সময়ে কোকান্ড (Kokand)-এর সেনাবাহিনীর প্রধান ইয়াকুব বেগ (Yakub Beg) ১৮৭০ সালে উরুমকির যুদ্ধে (Battle of Urmqi) তু মিং (T'o Ming)-এর সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে ঝুনঘারিয়া (Dzungharia)

দখল করেন। পরে ইয়াকুব বেগ মারা গেলে এক পাল্টা বিদ্রোহে চায়নিজদের হাতে তার এক পুত্রও মারা যান এবং ইয়াকুব বেগের অন্য চার পুত্র ও দুই পৌত্র ও চার স্ত্রী চায়নিজদের হাতে বন্দি হয়। তার পুত্র ইমা কুলি (Yima Kuli), কাতি কুলি (K'ati Kuli), মাতি কুলি (Maiti Kuli) ও পৌত্র আসিয়ান আহুঙ (Aisan Ahung) অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় বিচারের সম্মুখীন হয়। বিচারে, যদি তারা বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত প্রমাণিত হয় তবে তাদের মৃত্যুদন্ড ও যদি নির্দোষ প্রমাণিত হয় তবে তাদের খোজা করে সৈন্যদের নিকট দাস হিসেবে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তাদের বয়স ১১ বৎসর হলে চায়নিজ কোর্ট তাদের খোজা করার রায় দেন ও পরে দাস হিসেবে চাকরি দিয়ে রাজকীয় প্রাসাদে প্রেরণ করা হয়।

তৎকালীন সময়ে খোজাদের উচ্চপদস্থ র‍্যাংকে নিয়োগ করার যথেষ্ট কারণও ছিল। কারণ তারা সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম, তারা রাজবংশের ক্ষমতা দখলের জন্য লোভী হবে না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, খোজারা অন্য সরকারি কর্মকর্তাদের চেয়ে বেশি বিশ্বস্ত ও অনুগত। ভিয়েতনামেও একই ধরনের খোজা প্রথা চালু ছিল। রাজকীয় কাজকর্মে খোজা ও কনফুসিয়ান মেধাবী অফিসারদের দ্বন্দ্ব চায়নার ইতিহাসে বরাবরই একটি প্রকট সমস্যা হিসেবে ছিল।

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত রাজনীতি বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিক প্রফেসর স্যামুয়েল ফিনার (Samuel Finer) তার History of Government গ্রন্থে বর্ণনা করছেন, এই দ্বন্দ্বের বাস্তবতা সব সময় পরিষ্কার ছিল না। অনেক ভালো ও মেধাবী খোজা ছিলেন, যারা সম্রাটকে আসলেই মূল্যবান উপদেশ দিতেন। স্বাভাবিকভাবেই তারা সম্রাটের প্রিয়পাত্রও ছিলেন। আর এটিই ছিল কনফুসিয়ান কর্মকর্তাদের ঈর্ষার কারণ। ২০ শতকের চায়নিজ ঐতিহাসিক ও দার্শনিক রে হুয়াং (Ray Huang) যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আসলে বাস্তবতা ছিল খোজারা সম্রাটের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বাস্তবায়িত করতেন। অন্যদিকে অফিসাররা আমলাতন্ত্র দিয়ে রাজনৈতিক ইচ্ছা বাস্তবায়নে বেশি ব্যস্ত থাকতেন। তাই এ দ্বন্দ্ব ছিল আদর্শের ও রাজনৈতিক। পরবর্তী সময়গুলোতে রাজকীয় চাকরিতে খোজাদের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে এবং ১৯১২ সালে তা এসে দাঁড়ায় ৪৭০-এ। চায়নার সর্বশেষ রাজকীয় খোজা সান ইয়াওতিং (Sun Yaoting) ১৯৯৬ সালে মারা যান।

কোরিয়া

কোরিয়াতে খোজারা নেইসি (Naesi) নামে পরিচিত। সনাতন রাজকীয় রীতি অনুযায়ী তারা ছিল সম্রাটের কর্মচারী ও কর্মকর্তা। গোরিওসাতে (Goryeosa-গোরিও শাসনামলের ইতিহাস) প্রথম কোরিয়ান খোজার কথা জানা যায়

BanglaBook.org

গোরিও (Goryeo) শাসনামলে (৯১৮-১৩৯২ সাল)। ১৩৯২ সালে জোসিউন রাজবংশের (Joseon Dynasty) শাসনামলে নেইসি প্রথা পুনর্গঠন করা হয় এবং এর নাম দেওয়া হয় ডিপার্টমেন্ট অব নেইসি (Department of Naesi)। পুনর্গঠিত নেইসি পদ্ধতিতে দুটি র‍্যাংক করা হয় সেঙ্গসিয়োন (Sangseon) ও নেগুয়ান (Naegwan)। সেঙ্গসিয়োন ও নেগুয়ান উভয়ই ছিল অফিসার র‍্যাংকের কর্মকর্তা। তবে নেগুয়ান হলো সাধারণ র‍্যাংকের কর্মকর্তা আর সেঙ্গসিয়োন হলো নেইসিদের প্রধান, যিনি দ্বিতীয় র‍্যাংকের সিনিয়র কর্মকার মর্যাদা পেতেন। জোসিওন রাজত্বকালে প্রাসাদের সেবা সার্ভিসে মোট ১৪০ জন নেইসি ছিল। তাদের প্রতি মাসে কনফুসিয়াস (Confucianism) দর্শনের ওপর পরীক্ষা দিতে হতো। ১৮৯৪ সালে জোসিওন রাজংশের সম্রাট গোজঙ্গ (King Gojong)-এর শাসনামলে রাষ্ট্র পরিচালনার ওপর বেশ পরিবর্তন আনা হয়, যা গাবো পুনর্গঠনের (Gabo reform) নামে পরিচিত। তখন নেইসি সিস্টেম বাদ দেওয়া হয়।

জনশ্রুতি আছে যে, সে আমলে বালকদের খোজা করার জন্য তার পুরুষাঙ্গ ও শুক্রথলিতে মানুষের মল মাখিয়ে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হতো আর কুকুরের কামড়ে পরুষাঙ্গ ও শুক্রথলি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। ইউয়াং রাজবংশের শাসনামলে (১২৭৯-১৩৬৮ সাল) মূল্যবান উপহার হিসেবে প্রদানের জন্য সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ছিল খোজা। তখন কুকুরের কামড় দিয়ে খোজা করা নিষিদ্ধ করা হয় ও অন্যান্য সার্জিক্যাল পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়।

অটোমান সাম্রাজ্য

মধ্যপ্রাচ্যের রাজত্বগুলোতে খোজা মানেই ছিল ক্রীতদাস। যাদের ইসলামিক দেশগুলোর বাইরে থেকে আনা হতো। অটোমান সাম্রাজ্যে একটি বড়সংখ্যক পুরুষ ক্রীতদাসই ছিল খোজা। অটোমান শাসনামলের ইস্তাম্বুলের তোপকাপি প্রাসাদের হারেম সম্পূর্ণ খোজা প্রশাসনের অধীনে পরিচালিত হতো।

তখন দুই ধরনের খোজা ছিল—কালো চামড়ার খোজা ও সাদা চামড়ার খোজা। কালো খোজারা প্রায় সবাই ছিল আফ্রিকান, যারা কনকুবাইন ও হারেমের কর্মকর্তাদের সেবা এবং প্রিন্সেসদের নিচু মানের দৈনন্দিন কাজও করত। সাদা চামড়ার খোজারা ছিল ইউরোপিয়ান ও তাদের বলকান অঞ্চল হতে আনা হতো। তারা প্রাসাদ স্কুলের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত ছিল। ১৫৮২ সালে সাদা চামড়ার খোজাদের হারেমের অভ্যন্তরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

BanglaBook.org

১৯১২ সালে তোলা ছবিতে অটোমান সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের প্রাসাদে প্রধান খোজার ছবি

কপটিক মোনাস্টেরি ও খোজা

মোনাস্ট্রেরি হলো একটি বিল্ডিং কমপ্লেক্স, যেখানে অনেকগুলো কোয়ার্টার আছে, যেখানে মঙ্ক (Monks) বা নানরা (Nuns) ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সাধনা করেন। মোনাস্টেরি সাধারণত গির্জা বা মন্দিরের একটি অংশ, যা শুধু প্রার্থনার জন্যই নির্ধারিত। কপ্ট (Copt) অনুসারীরা লোহিত সাগর নিকটবর্তী ঊধর্ম্ব মিসরের (Upper Egypt) আদিবাসী খ্রিস্টান গোত্র। চতুর্থ-ষষ্ঠ শতকে মুসলমানদের মিসর বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত মিসরের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় গোষ্ঠী ছিল এই কপ্ট। মুসলমানদের মিসর বিজয়ের পর থেকে তাদের সংখ্যা কমতে থাকে এবং একটি অতি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী হিসেবে তারা এখনো বর্তমান। তাদের নিজস্ব কপটিক ভাষা রয়েছে, যা কেবল ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে ব্যবহৃত হয়। কপটিক মোনাস্টেরিসিজম প্রতিষ্ঠা করেন সেন্ট পেকোমিয়াস দ্য সেনোবাইট (Saint Pachomius the Cenobite)। আর তিনিই সর্বপ্রথম লোহিত সাগর এলাকায় কপটিক মোনাস্টেরি স্থাপন করেন, যা মোনাস্টেরি অব সেন্ট এন্থনি নামে পরিচিত এবং ধারণা করা হয়, এটিই পৃথিবীর প্রাচীনতম মোনাস্টেরি।

অটোমান সাম্রাজ্যের প্রায় সকল খোজাই সরাসরি কিংবা ক্রীতদাস বাজার থেকে সরবরাহ করেছে কপটিক মোনাস্টেরি (Coptic monastery)। আর এদের খোজা বানানোর কাজটি করা হয়েছে মাউন্ট ঘেবেল এটের-এ (Mount Ghebel Eter) অবস্থিত আবো গেরবে মোনাস্টেরি (Abou Gerbe monastery)।

BanglaBook.org

তোপকাপি প্রাসাদে সংরক্ষিত দেবসাইরম-এর ছবি

কপটিক (Coptic) পাদ্রিরা নুবিয়ান (Nubian) ও আবিসিনিয়ার (Abyssinian) ক্রীতদাস বালকদের আট বৎসর বয়সে সম্পূর্ণ পুরুষাঙ্গ ও শুক্রথলি কেটে ফেলে তাদের খোজা বানাত এবং তারপর তাদের চড়া দামে অটোমানদের নিকট সরাসরি কিংবা ক্রীতদাস বাজারে বিক্রয় করত। এই সকল বালককে আবিসিনয়া এবং অন্যান্য অঞ্চল, যেমন সুদান, দারফুর এবং কোরদোফান অঞ্চল হতে ধরে এনে তাদের সুদান কিংবা মিসরে নিয়ে যাওয়া হতো। এই অপারেশনের সময় পাদ্রিরা তাদের চেইন দিয়ে টেবিলের সঙ্গে বেঁধে তাদের যৌনাঙ্গ ও শুক্রাশয় কেটে ফেলত। তারপর একটি বাঁশের পাতলা টুকরা দিয়ে যৌনাঙ্গে এঁটে দিয়ে এই বালকদের গলা পর্যন্ত মরুভূমির গরম বালুতে পুঁতে রাখত। এই অপারেশনে মাত্র ১০ শতাংশ বালক বেঁচে থাকত। বেঁচে থাকা এই খোজা বালকদের দাস হিসেবে বিক্রি করা খুব লাভবান ব্যবসা ছিল।

অটোমান ইতিহাসের ওপর অনেক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা ওহাইয়ো স্টেট ইউনির্ভাসিটির প্রফেসর জেন হাথাওয়ে তার লেকচার Role of Eunuchs in the

BanglaBook.org

Ottoman Empire এ বলেন, 'পূর্ব গোলার্ধের অধিকাংশ সমাজই প্রায় ২৫০-৩০০ বৎসর ধরে বিভিন্ন রকম কাজ করানোর জন্য খোজাদের নিয়োগ দিত। অটোমান রাজত্ব খোজা সংস্কৃতি পেয়েছে খুব সম্ভবত বাইজেন্টাইন সংস্কৃতি থেকে। খোজাদের চাহিদার বড় কারণ তারা প্রজননে অক্ষম এবং তাদের তেমন কোনো জোরাল পারিবারিক বন্ধনও ছিল না, যার কারণে তারা ছিল প্রভুর প্রতি বেশি অনুগত আর শাসকরা সব সময় অনুগত ও বিশ্বস্ত চাকর পছন্দ করতেন।'

অটোমানদের খোজা সংগ্রহের উৎস ছিল যুদ্ধবন্দি, ককেসাস ও পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চল হতে সংগৃহীত ক্রীতদাস, দেবসির্ম (Devshirme) ইত্যাদি। দেবসির্ম ছিলেন রীতিমতো একটি প্রতিষ্ঠান। দেবসির্মের মাধ্যমে অটোমান কর্তৃপক্ষ খ্রিস্টান বালকদের সংগ্রহ করে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিত। অটোমান ইতিহাস থেকে জানা যায় প্রতি বৎসর ৩০০-১০০০জন সুস্থ অমুসলিম বালককে দেবসির্মে সংগ্রহ করা হত। তাদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার পর সেনা প্রশিক্ষন ও ধর্মীয় রীতিনীতিতে সুশিক্ষিত করা হত। প্রায়শই এদের মধ্য থেকে থেকে অনেক বালককে খোজা বানানো হত। দেবসির্ম সিস্টেমের ভেতর দিয়ে বালক খোজারা বিশেষ করে যারা দক্ষতা দেখাতে পারত তাদেরকে গভর্নর কিংবা সেনা কমান্ডার পর্যন্ত উন্নীত হতওয়া সুযোগ পেত। দেবসির্মের বালকদের খোজা বানানার বিষয়টি বিতর্কিত। কারণ দেবসির্ম সিস্টেমের মধ্য দিয়ে খোজা বানানো ইসলামী রীতির পরিপন্থী, এমনকি তা অমুসলিমের জন্যও প্রযোজ্য। তাই অটোমানরা তাদের পাশের দেশ ও অঞ্চল থেকে খোজা সংগ্রহ করত যা ছিল ছিল দেবসির্মের একটি বিকল্প।

অটোমান রাজত্বে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা খোজাদের দায়িত্বও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। দেবসির্ম খোজা ও ককেসাস অঞ্চল হতে সংগৃহীত খোজারা প্রাসাদে নিয়োগ পেত এবং তাদের অনেক উঁচু পদে আসীন হওয়ার সুযোগ ছিল। তোপকাপি প্রাসাদে তারা সিংহাসন কক্ষের পাহারাদার হিসেবেও নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রাসাদের হারেম ও মদিনায় নবী মোহাম্মদ (স.)-এর সমাধি পাহারা দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন আফ্রিকান খোজাগণ।

ইসলামিক এই রাজত্বে, হারেমের পাহারাদার হওয়া আফ্রিকান খোজারা খুব সম্মানের মনে করত। ইউরোপিয়ান অনেক সমালোচক বলেন, এর প্রধান কারণ হারেমের মেয়েরা আফ্রিকার এই কালোদের প্রতি কোনো আকর্ষণ বোধ করত না। তাই শাসকরা তাদের হারেম পাহারা দেওয়ার জন্য নিরাপদ মনে করতেন। তবে অটোমানরা আবার ইথিওপিয়ান খোজাদের খুব আকর্ষণীয় ও চালাক প্রকৃতির মনে করতেন। অন্যদিকে হারেমের অধিকাংশ মেয়েকেই আনা হতো পূর্ব ইউরোপ থেকে। তাই আফ্রিকান খোজাদের সঙ্গে তাদের একটি

BanglaBook.org

সাংস্কৃতিক দূরত্ব ছিল। হারেম ষড়যন্ত্রে আফ্রিকানদের মিত্র হিসেবে পাওয়াটাও খুব একটা সহজ ছিল না।

১৫৮২ সালে অটোমান শাসকরা প্রধান খোজার কার্যালয় স্থাপন করেন। এ সময়টিতেই অটোমান প্রাসাদে পরিবর্তনের ছোঁয়া আসতে থাকে। ১৬ শতকের শুরুর দিকে অটোমান প্রিন্সদের প্রদেশের শাসক হিসেবে প্রেরণ করা বন্ধ করে তাদের হারেমে অবস্থান করার রেওয়াজ চালু হয়। ১৭ শতকের দিকে বেশ কয়েকজন সুলতান অপরিণত বয়স ও মানসিকভাবে অপরিপক্ব ছিলেন এবং খুব অল্প বয়সেই মারা যান। তখন সুলতানের মাতা ও প্রধান খোজার ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা সুলতানকে প্রভাবিত করতে পারতেন।

অটোমান কোর্টের একজন অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন কিজলার আগাসি (Kızlar Ağası) বা প্রধান কালো খোজা। প্রধান কালো খোজা দার আল-সাদ্দা আগাসি (Dar al-Saada Ağası) নামেও পরিচিত ছিলেন। হারেম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা সুলতানের গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করতেন। ইতিহাসে দেখা গেছে, প্রধান খোজা প্রাসাদের যেকোনো চক্রান্ত সম্পর্কে জানতেন এবং অনেক সময় তারা সরাসরি চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আর চক্রান্ত সফল হলে স্বাভাবিকভাবেই তারা সুলতান, উজির কিংবা মন্ত্রীর ন্যায় সম্মান ও মর্যাদা ভোগ করতেন।

অটোমান সাম্রাজ্যের বিখ্যাত খোজাদের একজন বেসির আগা (Beshir Agha), যিনি নিজে ছিলেন হানাফি অনুসারী। তিনি অটোমান ভাষায় হানাফি মতবাদ ও দর্শন (হানাফি মাজহাব- ইসলামের একটি ধারা) পুরো সাম্রাজ্যে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন। আর এ কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে ও মানুষ যাতে জ্ঞান অর্জন করতে পারে তাই তিনি পুরো সাম্রাজ্য জুড়ে অনেক স্কুল ও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। তোপকাপি প্রাসাদে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরির বানানোর চিন্তা তার মাথা থেকেই আসে। তিনি অটোমান সাম্রাজ্যের পক্ষে পররাষ্ট্র কূটনীতিতেও নিযুক্ত ছিলেন। তার কূটনীতি ছিল খুবই উঁচুমানের। তাই অনেক ইউরোপিয়ান কূটনীতিবিদ তাকে বলেন, প্রধান উজির তৈরির কারিগর।

অটোমান শাসনামলের শেষ দিকে হারেমের খোজাদের ভূমিকায় পরিবর্তন আসে। তাদের ইউরোপিয়ান পোশাক ও পশ্চিমা শিক্ষা প্রদান করা হয়। হারেমের প্রধান খোজা পদটিও বিলুপ্ত করা হয়। ১৯০৮-০৯ সালের তুর্কি বিপ্লবের কারণে অটোমান সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে হারেম ও খোজা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। সুলতানের শাসনকাল শেষ হওয়ার পর রাজকীয় সার্ভিসেরও পতন ঘটে এবং খোজাদের প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে যায়। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য খোজারা নিজেরাই একটি সমাজ গঠন করে এবং কালের পরিক্রমায় এক সময় হারিয়ে হয়ে যায়। মদিনায় যে

BanglaBook.org

সকল খোজা নবীজির সমাধি পাহারা দিত, তারাও আক্রান্ত হয়। কারণ সৌদি সরকার এর দায়িত্ব নেয় ১৯২০ সালে। ১৯ শতকে সৌদি বাদশাহ তাদের নির্বাসনে না পাঠালেও তাদের সরকারি অর্থ প্রদান বন্ধ করে দেন, যাতে এই খোজা প্রতিষ্ঠান আস্তে আস্তে চিরতরে বিলীন হয়ে যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশ

মোগল আমলের ভারতীয় খোজা : মোগল শাসকরা প্রাসাদের নারীদের সেবা ও দৈন্দিন কাজের জন্য খোজা নিয়োগ দিতেন আর খোজাদের অনেকেই মোগল সমাজে বেশ উঁচু মর্যাদায় ছিলেন। রাজকীয় প্রাসাদের খোজাদের স্তরভিত্তিক একটি প্রশাসনও ছিল। একজন বয়স্ক খোজা, যাকে খাজা সারাস (Khwaja Saras) হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো, তিনি খোজা প্রশাসনের প্রধান হিসেবে কাজ করতেন। তার কাজ ছিল সঠিক নির্দেশনা দিয়ে অপরাপর খোজাদের পরিচালনা করা। শারীরিক শক্তি, যোগ্যতা ও মেধার কারণে তাদের যথেষ্ট মূল্যায়নও করা হতো। নিজের সর্বস্ব দিয়ে প্রাসাদের নারীদের নিরাপত্তা প্রদান, বিশ্বস্ততার কারণে প্রাসাদের নারীরা একপ্রকার নির্ভিক জীবন যাপনই করত। বিশ্বস্ততা ও অকুতোভয় হওয়ার কারণে তারা প্রাসাদের দূত, পাহারাদার ও সহচর হিসেবে কাজ করতেন। খোজাদের অনেকেই মোগল সম্রাটের দরবারে উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করতেন।

দক্ষিণ এশিয়ার হিজড়া সম্প্রদায় প্রাচীন ভারতীয় কামসূত্র গ্রন্থে তৃতীয়া প্রকৃতি বা তৃতীয় লিঙ্গ (Third Sex) নামে যারা অভিহিত তাদের কেউ কেউ পুরুষের আবার কেউ বা নারীর পোশাক পরিধারন করে পুরুষের জন্য মুখ মৈথুন করে থাকে। স্যার রিচার্ড ফ্রান্সিস বার্টন (Sir Richard Francis Burton) ছিলেন ১৯ শতকের বিখ্যাত ব্রিটিশ কবি, গোয়েন্দা, নাবিক, ভূগোল বিশারদ ও বহু ভাষাবিদ। তিনি সহস্র এক আরব্য রজনী ও কামসূত্র ইংরেজিতে অনূবাদ করেছেন। তার অনূদিত কাম সূত্রায় (Kama Sutra) হিজড়াদেরকে অনুবাদ করেছেন ইউনাক (Eunuch) নামে। অনেকেই এদেরকে বর্তমান হিজড়ার সমদল হিসেবে গণ্য করেন।

হিজড়া (Hijra) শব্দটির মূল হলো আরবি শব্দ হজর (Hjr), যার অর্থ 'নিজের গোত্র ত্যাগ করা'। আরবি থেকেই শব্দটি হিন্দি ও উর্দুতে প্রবেশ করেছে এবং ইংরেজিতে তা ইউনাক (Eunuch) হিসেবে অনূদিত হয়েছে। আধুনিক পশ্চিমারা হিজড়া বলতে বোঝায় যারা পুরুষ কিন্তু নারীর ন্যায় আচরণ করা (Male-to-Female) ট্রান্সজেন্ডার (Transgender) এবং সমলিঙ্গের যৌনান্দ পছন্দ করে। পশ্চিমে, এমনকি ভারতসহ এশিয়াতেও এরা নিজদের তৃতীয় আরেকটি লিঙ্গ, থার্ড জেন্ডার (Third Sex) হিসেবে দাবি করে।

BanglaBook.org

তাদের অনেকেই হিজড়া সমাজে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সম্পূর্ণ পুরুষাঙ্গ ও শুক্রথলি কর্তন (Castration) করে থাকলেও অধিকাংশই কিন্তু তা করে না। ভারতীয় হিজড়ারা ভারতীয় নারীদের সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ও পছন্দের পোশাক শাড়ি পরিধান করে। তবে দক্ষিণ ভারতীয়রা সালোয়ার-কামিজ পরতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। ভারতীয় হিজড়াদের সাজগোজের প্রতি খুবই আকর্ষণ এবং তারা সবাই খুব কড়া প্রসাধন ব্যবহার করে।

তারা সমাজের একদম শেষ প্রান্তের বাসিন্দা এবং সবাই চরম লিঙ্গ-বৈষম্যের শিকার। জীবন ধারণ ও বেঁচে থাকার তাগিদে তারা নানা ধরনের পেশা বেছে নেয়। যেমন অনাহূত অতিথি হিসেবে বিয়ে, নতুন শিশুর জন্ম, নতুন কোনো দোকানের উদ্বোধন কিংবা অন্য কোনো পারিবারিক উৎসবে নেচে-গেয়ে সবাইকে আনন্দ প্রদান করে থাকে এবং এর জন্য তারা যৎসামান্য পারিশ্রমিক পায়।

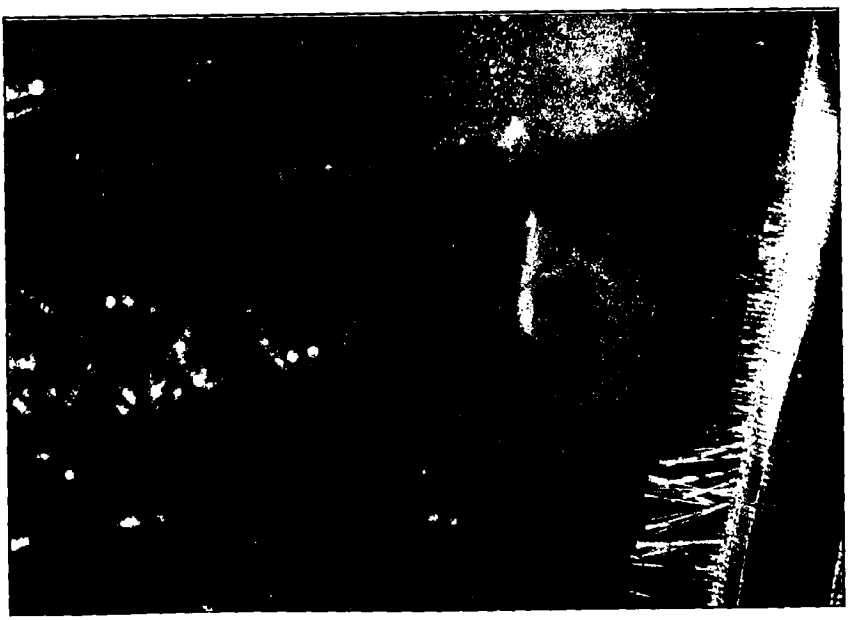

একজন ভারতীয় হিজড়া

কখনো পারিশ্রমিকের সঙ্গে উপহারও থাকে। ভারতীয় সমাজে বিশ্বাস রয়েছে, হিজড়াদের দিয়ে এ-জাতীয় উৎসব করা হলে গর্ভধারণের সৌভাগ্য বয়ে আসে। তবে অনেকেই ভীত থাকে, যদি তারা অখুশি ও অসন্তুষ্ট হয়ে অভিশাপ প্রদান করে তবে তা দুঃখ বয়ে আনবে। হিজড়াদের অন্য উপার্জনের পথ হলো পতিতাবৃত্তি ও ভিক্ষা করা। ভিক্ষার জন্য তারা একটু ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। তা হলো, তারা গান গাওয়া ও নাচ দেখানো শুরু করে এবং দ্রুত পয়সা পেলেই চলে যায়। ভারতে অনেক প্রদেশেই ট্যাক্স আদায় করার জন্য তাদের ব্যবহার করা হয়। তারা দরজায় টোকা দেয় এবং নাচ-গান শুরু করে এবং

BanglaBook.org

ট্যাক্স না দেওয়া পর্যন্ত নৃত্য উগ্র থেকে উগ্রতর হতে থাকে। বর্তমানে হিজড়ারা বেশ কয়েকটি সংগঠন তৈরি করেছে এবং সমাজে নিজেদের অবস্থান আরো সুদৃঢ় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

ধর্মীয় কারণে খোজাকরণ

ক্লাসিক্যাল প্রাচীনকালের পূর্বে ধর্মীয় কারণে খোজা করার প্রথা চালু ছিল এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও রীতিতে খোজাদের অবস্থানও বেশ শক্ত ছিল। আনাতোলিয়ার কাটালহয়ুক-এ প্রত্নতাত্ত্বিক খননকালে মাগনা মাটার (Magna Mater-পাহাড়ের মাতা) যা সাইবেলে দেবীর (Cybele goddess) প্রতিরূপ, তার উপাসনা করার নমুনা পেয়েছে। পরবর্তীকালে এ-জাতীয় আরো নমুনা আনাতোলিয়া এবং প্রাচ্যের আরো বিভিন্ন অঞ্চলেও পাওয়া যায়। সাইবেলি দেবীর পূজা করত এমন রোমানদের বলা হতো গালি (Galli)। তারা নিজেরাই নিজেদের খোজা করত (Self-Castration), যা সাঙ্গুইনারিয়া (Sanguinaria) নামে পরিচিত।

খ্রিস্টান যুগেও ধর্মীয় কারণে খোজা করা প্রথা চালু ছিল। খ্রিস্টান শাসনামলের প্রথম দিকে চার্চের সদস্যরা ধর্মীয় কারণে নিজেরাই নিজেদের খোজা বানাতো। যদিও তার বিস্তার, অস্তিত্ব এবং খ্রিস্ট সমাজে এর প্রচলন কতটুকু ছিল তা বিতর্কিত। ৬ শতকের খ্রিস্ট ধর্মীয় পন্ডিত ওরেগেন আদামান্তিয়াস (Origen Adamantius) ম্যাথিউ (১৯ঃ১২)-এর স্ক্রিপ্ট থেকে এর খোজা করার প্রথার কথা বলেছেন, যেখানে যিশু বলছেন, 'যারা জন্ম থেকেই খোজা, যাদের জন্ম-পরবর্তী সময়ে খোজা করা হয়েছে এবং যারা নিজেরাই নিজেদের খোজা বানিয়েছে তারা স্বর্গে বসবাস করবে। তাই যার ইচ্ছা সে এটি গ্রহণ করতে পারে।' দ্বিতীয় শতকের খ্রিস্ট ধর্মগুরু ও চার্চের ফাদার টারটুলিয়ান (Tertullian) বর্ণনা করেছেন, যিশু নিজে এবং টারাসের সেন্ট পল (St. Paul) ছিলেন স্পেডোন (Spadone), যার অর্থ খোজার মতো। টারটুলিয়ান সেন্ট পল সম্পর্কে বলেছেন, তিনি ছিলেন খোজা।

ভারতে খোজা ধর্মযাজকগণ বিভিন্ন দেব-দেবীর সেবা করে গেছেন। ভারতের অনেক সমাজে একই ধরনের রীতি এখনো চালু আছে, যা হিজড়ারা পালন করে থাকে। তারা অনেক রীতিনীতি ও উৎসব, যেমন যেলেম্মাদেবী বা রেণুকা দেবী (Yellammadevi) কিংবা যোগাপ্পাস (Jogappas)-এর অনুসারীর খোজা হয় না। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের আলী (Ali) অনুসারীদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক হলেও খোজা আছে।

১৮ শতকের রাশিয়ার স্কপ্টজি ধর্মীয় গোত্রে খোজা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। এ গোত্রের অনুসারীরা বিশ্বাস করে, খোজা হয়ে শরীরের বাহ্যিক আবরণ দ্বারা

BanglaBook.org

যে পাপ হয় তা থেকে দূরে থাকা যায়। ২০ শতকের হেভেন্স গেইট ধর্মীয় গোত্রও ঠিক একই কারণে স্বেচ্ছায় খোজা হতো।

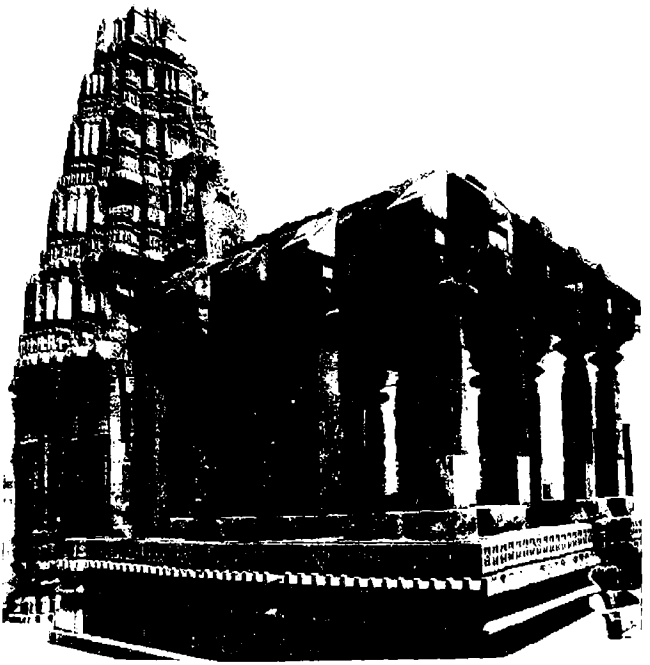

কর্ণাটকের বাদামিতে অবস্থিত যেলেম্মাদেবীর মন্দির

বাইবেলে খোজা

বাইবেলে অনেক জায়াগাতেই খোজার কথা বলা হয়েছে, যেমন হিব্রু বাইবেলের বুক অব ইসায়াহতে (Book of Isaiah, ৫৬ঃ৪) সারিস (Saris) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও প্রাচীন হিব্রুরা খোজাকরণ করত না, বাইবেলের অনুসারী অন্যান্য সমাজ, যেমন প্রাচীন মিসর, ব্যাবিলন, পার্সিয়ান সাম্রাজ্য ও প্রাচীন রোমে খোজাকরণ প্রচলিত ছিল। হিব্রু বাইবেলের বুক অব এস্থার (Book of Esther) হারেমের চাকর অহাসুরাস (Ahasuerus) যেমন হেজাই (Hegai) শাসগাজ (Shashgaz) ও অন্যান্য চাকর হাতাচ (Hatach) হারবোনাহ (Harbonah), বিগথান (Bigthan) ও তেরেস (Teresh)-কে সারিস বলা হয়েছে। তারা যেহেতু রাজার সহচর ছিল তাই তাদের হয়তো খোজা করা হয়েছে।

ওল্ড টেস্টামেন্টের (Old Testament) অধ্যায়গুলোতে খোজা-সংক্রান্ত কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে। কারণ হিব্রু শব্দ সারিস দিয়ে অন্য সব চাকর ও কর্মকর্তা, যাদের খোজা করা হয়নি কিন্তু খোজাদের মতোই কাজ করার ক্ষমতা রাখে তাদেরও বোঝানো হয়েছে। মিসরের রাজকীয় চাকর পটিফার (Potiphar)-কে সারিস হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে (জেনেসিস ৩৯ঃ১)। যদিও তিনি ছিলেন বিবাহিত। কাজেই তিনি খোজা ছিলেন, বিষয়টি হয়তো সঠিক নয়। নেহেমিয়া (Nehemiah) যার কাজ ছিল কাপ-

BanglaBook.org

প্লেট আনা-নেওয়া, পরবর্তী সময়ে যিনি জুদাহ্ (Judah)-এর গভর্নর হন তিনি খোজা ছিলেন। তা ছাড়া ম্যাথিও ১৯ঃ১২-তে বিভিন্ন রেফারেন্সে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে খোজা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৯০৫ সালে তোলা এলিসানদ্রো মোরেসচি

ক্যাস্ট্রাসি গায়ক :

যে সকল বালককে বয়ঃসন্ধির পূর্বেই খোজা করা হয়েছে, অনেক সমাজই তাদের সুললিত কণ্ঠের জন্য খুব মূল্য দিত এবং কোনো কোনো সংস্কৃতি তাদের সংগীতে প্রশিক্ষণও দিত। আর যেহেতু বয়ঃসন্ধির পূর্বেই খোজা করা হয়েছে তার দেহে পুরুষালি হরমোন নিঃসৃত হতো না বললেই চলে। তাই তাদের কণ্ঠ ছিল শিশুদের ন্যায় এবং স্বরের ওঠানামা ছিল সহজ, স্বরের তীক্ষ্ণতাও ছিল তিন গুণ উচ্চগ্রামসম্পন্ন (Treble Pitch)। এ-জাতীয় খোজা গায়কদের বলা হতো ক্যাস্ট্রাসি (Castrati)। দুর্ভাগ্যবশত এ সিদ্ধান্ত নিতে হতো এমন এক সময়, যখন বালকের স্বেচ্ছায় মতামত দেওয়ার মতো বয়স হয়নি কিংবা বুদ্ধিও হয়নি যে সে তার যৌন ও প্রজনন প্রক্রিয়া এর জন্য ত্যাগ করবে কি না। আর তার চেয়েও দুঃখজনক ছিল যে খোজাকরণের পর তার কণ্ঠের স্বর আসলেই এ রকম সুললিত থাকবে কি না তারও নিশ্চয়তা ছিল না।

অনেক খ্রিস্টসমাজেই একটি সময় পর্যন্ত মেয়েদের চার্চে ধর্মীয় সংগীত গাইতে দেওয়া হতো না। তাদের স্থানে পছন্দনীয় ছিল এই ক্যাস্ট্রাসো গায়ক। আর এই প্র্যাকটিসটি ক্যাস্ট্রাটিসম (Castratism) নামে পরিচিত ছিল। ১৮ শতক পর্যন্ত ক্যাস্ট্রাটিজম খুবই জনপ্রিয় ছিল এবং ১৯ শতক পর্যন্ত এই ক্যাস্ট্রাটিসম গায়কের উপস্থিতি ছিল। ইতালির সর্বশেষ বিখ্যাত ক্যাস্ট্রোসিয়ো গায়ক জিওভান্নি ভেলুতি (Giovanni Velluti) ১৮৬১ সালে মারা যান। ভ্যাটিকান সিটির সিসটিন চাপেলের সংগীত দলের ক্যাস্ট্রেসো গায়ক এলিসানদ্রো মোরেসচি (Alessandro Moreschi) ১৯২২ সালে মারা যান। তার গাওয়া সংগীতের রেকর্ড এখনো সেখানে আছে।

BanglaBook.org

খোজাকরণ নয় তবু খোজা

বাইজেন্টাইন ঐতিহাসিক ক্যাথেরিন রিঙ্গরোজ (Kathryn Ringrose)-এর মতে, ক্লাসিক্যাল প্রাচীন যুগের (Classical Antiquity, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম-সপ্তম শতক) পাগান (Pagans) সমাজে জেন্ডার ও খোজাদের ধারণা ছিল শারীরবিদ্যা বা ফিজিওলজি (Physiology) ভিত্তিক আরো ভেঙে বলা যায়, তা ছিল জননাঙ্গের ফিজিওলজি ভিত্তিক। বাইজেন্টাইন খ্রিস্টানরা খোজা নির্ধারণে মানুষের অভ্যাস ও আচরণ বিশেষত প্রজনন প্রক্রিয়াকেই গুরুত্ব দিয়েছে। পরবর্তী কালে শেষ প্রাচীন যুগে (Late Antiquity) খোজা কেবল পুরুষাঙ্গ ও শুক্রথলি কর্তিত ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি এর সঙ্গে অপরাপর শ্রেণী যেমন যারা বৈষয়িক কর্মকান্ড থেকে নিজকে বিরত রেখেছে এবং যারা প্রজনন ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে অনাগ্রহ দেখিয়েছে তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম জাস্টিনিয়ান (Justinian I)-এর সময় ৬ শতকের রোমান আইনের ডাইজেস্ট বা পেনেডেক্ট (Pandects)-এ খোজা শব্দের আরো বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। পেনেডেক্টে দুই ধরনের খোজার কথা বলা হয়েছে- স্পেডোন (Spadone) ও ক্যাস্ট্রাসি (Castrati)। স্পেডোনের ব্যখ্যায় বলা হয়েছে, 'কোনো ব্যক্তি যার কোনো প্রজনন ক্ষমতা নেই, সন্তান জন্মদানে অক্ষম (Impotent) তা প্রকৃতিগতভাবেই হোক আর ক্যাস্ট্রেসন (Castration) বা প্রজনন অঙ্গ কর্তনের মাধ্যমেই হোক।' আর ক্যাস্ট্রাসি বলতে বোঝানো হয়েছে, পুরুষ, যার প্রজনন অঙ্গ বা অঙ্গসমূহ কর্তন করা হয়েছে এবং শারীরিকভাবে সন্তান জন্মদানে অক্ষম। প্রাচীন বিভিন্ন গ্রন্থ ও অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, স্পেডোনদের কোনো নারীকে বিয়ে করার, কোনো প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকার হওয়া ও সন্তান দত্তক নেওয়ার অধিকার ছিল, যা ক্যাস্ট্রাসিদের ছিল না এবং কোনো স্পেডোন যদি ক্যাস্ট্রাশন করাত তবে সে এ অধিকার হারাত।

জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে খোজা

সিনেমা : ২০০১ সালে ভারতের ডকুমেন্টারি ছবি বোম্বে ইউনাক (Bombay Eunuch)-এ ভারতীয় হিজড়াদের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে, যেখানে অনেকেই খোজা। হিজড়ারা এক সময় ভারতীয় সমাজে খুব সম্মানিত ছিল। কারণ ধারণা করা হতো, তাদের ঐশ্বরিক শক্তি রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তারা এই সম্মান হারিয়েছে। পশ্চিমা জেন্ডার ধ্যানধারণা ধীরে ধীরে কীভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রবেশ করছে, তা-ই এ ছবির মূল বিষয়।

BanglaBook.org

১৮ শতকের ফরাসি চিত্রশিল্পী চার্লস-আমেদি-ফিলিপ্পি ভান লু (Charles-Amédée-Philippe van Loo)-এর আঁকা ছবিতে খোজারা সুলতানাকে সেবা করছে

২০০৩ সালে আমেরিকান ডকুমেন্টারি ছবি আমেরিকান ইউনাকসে (American Eunuchs) আধুনিক আমেরিকান খোজাদের আন্ডার ওয়ার্ল্ড বা অপরাধ জগতের কর্মকান্ড। প্রতি বৎসর আমেরিকাতে হাজার হাজার পুরুষ স্বেচ্ছায় খোজা হয় সেক্সের নতুন জগতের স্বাদ নেওয়ার জন্য।

২০১০ সালে পাকিস্তানের ডকুমেন্টারি ছবি কিস দ্য মুন-এর (Kiss the Moon) মূল বিষয় পরিবর্তনশীল পাকিস্তানে হিজড়াদের পরিবর্তন কতটুকু। হিজড়াদের সমাজে তিন পুরুষ ধরে প্রচলিত প্রাচীন প্রথা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাবও দেখানো হয়েছে এ ছবিতে।

২০১১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ভারতীয় নীলকান্ত (Nilkantho) ছবিতে দেখানো হয়েছে ভারতীয় হিজড়াদের সমস্যা। নিশিকান্তের পুত্র সন্তান জন্মগহণ করলে হিজড়ার দল তার বাড়িতে আসে নবজাতককে নেচে-গেয়ে আশীর্বাদ করার জন্য। কিন্তু নিশিকান্ত এতই গরিব যে হিজড়াদের পারিশ্রমিক হিসেবে একটি কানাকড়িও দেওয়ার ক্ষমতা নেই। এ অবস্থা দেখে হিজড়ারা নিশিকান্তকে উল্টো টাকা দিয়ে যায় পুত্রকে দুধ কিনে খাওয়ানোর জন্য। গল্পের শেষ পর্যায়ে বেঁচে থাকার জন্য নিশিকান্ত হিজড়াদের দলে যোগ দেয়।

দ্য লাস্ট ইউনাক (The Last Eunuch) ২০০৯ সালের কটি চায়নিজ ডকুমেন্টারি ছবি, যা পরিচালনা করেছেন তিয়ান জুহাঙ্গজুহাঙ্গ (Tian Zhuangzhuang)। এই ডকুমেন্টারিতে কুইং রাজবংশের শাসনামলের শেষের

BanglaBook.org

দিকের একজন খোজা লি লিয়ানিং (Li Lianying)-এর জীবনের ঘটনাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। ৪১তম বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এ ছবিটি সম্মানজনক পুরস্কার লাভ করে।

সাহিত্য

আরব্য রজনীর (Arabian Nights) অনেক গল্পেই খোজাদের কথা বলা হয়েছে এবং তারা যে সমাজেরই একটি অংশ ছিল সে বিষয়টি খুব স্পষ্ট। কিছু কিছু গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রেও রয়েছে খোজা যেমন গামিন বিন আইয়ুবের অতৃপ্ত ও জোরপূর্বক ভালোবাসার গল্পে (Tale of Ghanim bin Ayyub, the Distraught, the Thrall o~ Love) খোজা বুখায়েত ও কুফার ছিল কেন্দ্রীয় চরিত্রে। তা ছাড়া এ গল্পে তৃতীয় আরেক খোজার কথাও বলা হয়েছে। ক্রীতদাস খোজা বুখায়েত তার প্রভুর কন্যার সঙ্গে যৌন মিলন করে, যেখানে প্রভুকন্যার আগ্রহই ছিল বেশি। দাস কাফুরের অভ্যাস ছিল বৎসরে একবার মিথ্যা বলা। সে তার প্রভুর স্ত্রীকে বলে তার স্বামী মারা গেছে আর অন্যদিকে তার প্রভুকে বলে তার স্ত্রী মারা গেছে। এক সময় তাদের স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ হলে কাফুকে খোজা বানিয়ে ক্রীতদাস হিসেবে বাজারে বিক্রয় করে দেওয়া হয়। নতুন প্রভুর সঙ্গেও চলে মিথ্যা বলা আর এভাবেই চলতে থাকে কাফুর গল্প।

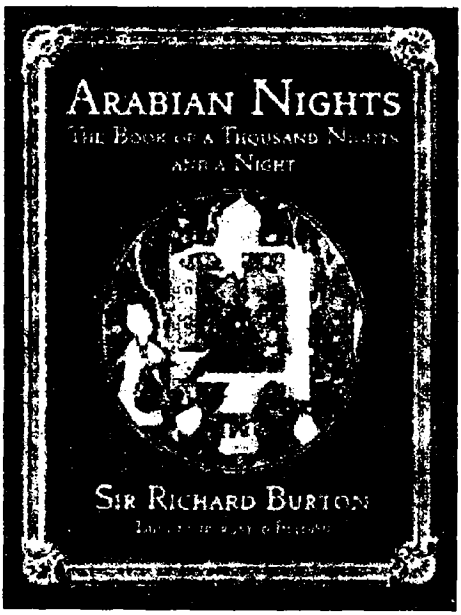

১৮ শতকের ফরাসি সমাজ বিশ্লেষক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও লেখক বেরন ডি মনতেসকুয়িউ (Baron De Montesquieu)-এর ১৭২২ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত গ্রন্থ লেটারস পারসানেসে (Lettres Persanes) খোজাকেন্দ্রিক অনেক

ঘটনার বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি উজবেক ও রিকা নামের দুজন বিখ্যাত পার্সিয়ান, যারা ফ্রান্স ভ্রমণ করছিলেন তাদের নিকট থেকে তৎকালীন পারস্য সমাজে খোজাদের ভূমিকা তুলে ধরেন।

১৭১১ সালে উজবেক তার তরুণ বন্ধু রিকাকে সঙ্গে নিয়ে পারস্যের ইস্পাহানের (বর্তমান ইরানের ইস্পাহান প্রদেশ) সেরাগ্লিয়োতে (হারেম) থেকে ফরাসি দেশ ভ্রমণে বের হন। সেরাগ্লিয়োতে তিনি তার পাঁচ স্ত্রী যাচী, যেফিস, ফাতমি, যেলিস ও রোক্সেনকে কয়েকজন কালো চামড়ার খোজার তত্ত্বাবধানে রেখে যান। এই খোজাদের একজন ছিলেন পারস্যের প্রথম প্রধান খোজা। ভ্রমণের একপর্যায়ে তারা দীর্ঘ সময় (১৭১২-১৭২০) প্যারিসে অবস্থান করেন। সে সময় বন্ধুবান্ধব ও মোল্লাহদের (Mullahs-ইসলামিক চিন্তাবিদ, বিশেষজ্ঞ ও আইন প্রণয়নকারী) নিকট লেখা ও প্রাপ্ত চিঠিপত্র, পশ্চিমাদের বিভিন্ন বিষয়, খ্রিস্টান সমাজ, বিশেষ করে ফরাসি সমাজ ও তৎকালীন বিশিষ্ট স্কটিশ অর্থনীতিবিদ ফরাসি সম্রাট পঞ্চদশ লুইসের (King Louis XV) শাসনামলের কন্ট্রোলার অব ফাইনান্স জন ল (John Law)-এর অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

লেটারস পারসানেস

এভাবে সময় গড়ায় এবং এক সময় ১৭১৭ সালে সেরাগ্লিয়োতে নানা প্রকার অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং পরিস্থিতি একপর্যায়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। উজবেক তার প্রধান খোজাকে বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দেন। কিন্তু তা

সময়মতো প্রধান খোজার নিকট পৌঁছায় না। বিদ্রোহে তার চার স্ত্রীকে হত্যা করা হয় এবং তার সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী রেক্সেন আত্মহত্যা করেন। খোজারা এ জাতীয় অসংখ্য ঘটনার নীরব সাক্ষী।

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের প্রিয় খোজা ছিলেন বাগোয়াস (Bagoas)। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত মেরি রেনাল্ট (Mary Renault)-এর ঐতিহাসিক উপন্যাস দ্য পার্সিয়ান বয় (The Persian Boy)-এর প্রধান চরিত্র বাগোয়াস।

ব্রিটিশ লেখক ও ঐতিহাসিক জেসন গুডউইন (Jason Goodwin) ১৮৩০ সালের অটোমান প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ অপরাধ কাহিনীভিত্তিক উপন্যাস দ্য জানিসারি ট্রিতে (The Janissary Tree) ইয়াসহিম (Yashim) নামের এক খোজা গোয়েন্দার কথা বর্ণনা করেছেন। ইয়াসহিমের অটোমান সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি দুটিই খুব ভালোভাবে রপ্ত করেছিল। অনেক মূল্যবান তথ্য প্রদান করতে পারায় এবং চালচলনে আধুনিক হওয়ার কারণে সুলতান ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের খুবই প্রিয়ভাজন ছিল ইয়াসহিম। সে প্রাসাদে থাকতে পছন্দ করত না তাই প্রাসাদের কম্পেলেক্সের বাইরে থাকত ও যাযাবরের মতো জীবনযাপন করা ছিল তার পছন্দ। তাকে ঘিরেই এ উপন্যাসের ঘটনাবলি অগ্রসর হতে থাকে।

আমেরিকান ঔপন্যাসিক জর্জ আর আর মার্টিনের ফ্যান্টাসি উপন্যাস এ সং অব আইস অ্যান্ড ফায়ার-এ (World of A Song of Ice and Fire) বারি নামের এক খোজা, যে স্পাইডার নামেও পরিচিত ছিল, তার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তার প্রভু এরিস টারগারেইন, রাজা রবার্ট বার্থিউন, রাজা জোফরি বার্থিও প্রথম ও রানি সেরিসির কান ভারী করত। এ উপন্যাসে বারি ছাড়াও আরো অনেক খোজার কথা বর্ণিত আছে। হাজার বছরের পুরনো ওয়েস্টেরস (Westeros) ও এসোস (Essos)-এ প্রচলিত মিথ নিয়ে এ উপন্যাস সিরিজিটি লিখিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Eunuch_%28court_official%29
2. Maekawa, Kazuya (1980). Animal and human castration in Sumer, Part II: Human castration in the Ur III period. Zinbun [Journal of the Research Institute for Humanistic Studies, Kyoto University], pp. 1–56.
3. Maekawa, Kazuya (1980). Female Weavers and Their Children in Lagash – Presargonic and Ur III. Acta Sumerologica 2:81–125.
4. http://www.archives.nd.edu/cgi-bin/wordes.exe?eunuch

5. Orlando Patterson, Slavery and Social Death, 511 pp., Harvard University Press, 1982 ISBN 0-674-81083-X, 9780674810839 (see p.315)
6. Diod. xvi. 50; cf. Didymus, Comm. in Demosth. Phil. vi. 5
7. *Cyclopaedia, or an Universal Dictionary of Arts and Sciences* (first ed.). James and John Knapton, *et al.* [1]
8. Gwyn Campbell, Suzanne Miers, Joseph Calder Miller (2009). Children in slavery through the ages. Ohio University Press. p. 136. ISBN 0-8214-1877-7. Retrieved 2011-01-11.
9. Vern L. Bullough (2001). Encyclopedia of birth control. ABC-CLIO. p. 248. ISBN 1-57607-181-2. Retrieved 2011-01-11.
10. Walter Scheidel (2009). Rome and China: comparative perspectives on ancient world empires. Oxford University Press US. p. 71. ISBN 0-19-533690-9. Retrieved 2011-01-11.
11. Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (2001). Qin Shihuang. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. p. 273. ISBN 3-87490-711-2. Retrieved 2011-01-11.
12. Mark Edward Lewis (2007). The early Chinese empires: Qin and Han. Harvard University Press. p. 252. ISBN 0-674-02477-X. Retrieved 2011-01-11.
13. By Frederick W. Mote, Denis Twitchett, John King Fairbank (1988). The Cambridge history of China: The Ming dynasty, 1368-1644, Part 1. Cambridge University Press. p. 976. ISBN 0-521-24332-7. Retrieved 2011-01-11.
14. Shih-shan Henry Tsai (1996). The eunuchs in the Ming dynasty. SUNY Press. p. 16. ISBN 0-7914-2687-4. Retrieved 2010-06-28.
15. Shih-shan Henry Tsai (1996). The eunuchs in the Ming dynasty. SUNY Press. p. 16. ISBN 0-7914-2687-4. Retrieved 2010-06-28.
16. Peter Tompkins (1963). The eunuch and the virgin: a study of curious customs. C. N. Potter. p. 32. Retrieved 2010-11-30.
17. For an extended discussion see Mitamura Taisuke,Chinese Eunuchs: The Structure of Intimate Politics tr.Charles A.Pomeroy,Toïo 1970,
18. Peter McAllister (2010). Manthropology: The Science of Why the Modern Male Is Not the Man He Used to Be. Macmillan. p. 280. ISBN 0-312-55543-1. Retrieved 2011-01-11.

19. http://farescenter.tufts.edu/events/lectureSeries/2011Apr1.asp
20. Henry G. Spooner (1919). The American journal of urology and sexology, Volume 15. The Grafton Press. p. 522. Retrieved 2011-01-11."In the Turkish Empire most of the eunuchs are furnished by the monaster)' Abou-Gerbe in Upper Egypt where the Coptic priests castrate Nubian and Abyssinian boys at about eight years of age and afterward sell them to the Turkish market. The Coptic priests perform the "complete" operation, that is, they cut away the whole scrotum, testes and penis."
21. Northwestern lancet, Volume 17. s.n.. 1897. p. 467. Retrieved 2011-01-11.
22. John O. Hunwick, Eve Troutt Powell (2002). The African diaspora in the Mediterranean lands of Islam. Markus Wiener Publishers. p. 100. ISBN 1-55876-275-2. Retrieved 2011-01-11.
23. "Akbar-Birbal Anecdotes". Retrieved 2008-11-02.
24. "Ghilmans and Eunuchs". Retrieved 2008-11-02.
25. Roller, Lynn (1999). In search of god the mother. University of California Press. ISBN 978-0-520-21024-0.
26. Caner, Daniel (1997). "The Practice and Prohibition of Self-Castration in Early Christianity". Vigiliae Christianae (Brill) 51 (4): 396–415. doi:10.1163/157007297X00291. JSTOR 1583869.
27. Moxnes, By Halvor (2004). Putting Jesus in his place. Westminster John Knox Press. p. 85. ISBN 978-0-664-22310-6.
28. Christel, Lane (1978). Christian religion in the Soviet Union. State University of New York Press. p. 94. ISBN 978-0-87395-327-6.
29. "Some members of suicide cult castrated, CNN, March 28, 1997". Cnn.com. 1997-03-28. Retrieved 2010-11-06.
30. "Review of Herdt, Gilbert (ed.) (1994) Third Sex, Third Gender: Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History" Retrieved 2006-10-21.
31. "Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary". Retrieved 2006-10-21.
32. "Tale of the First Eunuch, Bukhayt"

চায়না সাম্রাজ্যে খোজাদের ভূমিকা

One of the eunuchs of the Palace.
Peking.

পিকিং (বেজিং)-এর রাজপ্রাসাদের একজন খোজা

'সব দেশ, কি বড় কিংবা ছোট, সবারই একটি সাধারণ ত্রুটি রয়েছে শাসকের চারপার্শ্বে সব সময় থাকে ক্ষতিকর কিছু ব্যক্তি, যারা প্রথমে শাসককে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তারপর তার গোপন ইচ্ছা চরিতার্থ করে'–হান ফেই জু (Han Fei Tzu) চায়নার অতি সম্মানিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যিনি খ্রিস্টপূর্ব ২৩৩ অব্দে মারা যান।

স্বর্গ নয়, নারী ও খোজারা মানবজাতির জন্য দুর্ভাগ্যই বয়ে আনে, নারী আর খোজারা একই স্বরে কথা বলে –বাইবেলের গ্রন্থ অভিস

চীন দেশের অধিবাসীরা, বিশেষ করে কনফুসিয়াস দর্শন আসার (চায়নিজ দার্শনিক কনফুসিয়াস-এর তত্ত্ব খ্রিস্টপূর্ব ৫৫১-৪৭৯ অব্দ) পর থেকে তারা নারীর মধ্যে সব সময় নৈতিক পবিত্রতা দেখতে চাইত। এর সঙ্গে উত্তরাধিকার

BanglaBook.org

রেখে যাওয়ার জন্য চায়নিজ রাজা ও সম্রাটদের পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়ার বাসনার কারণে অনেক নারীর প্রয়োজনীয়তা আর তাদের বাসস্থানের জন্য রাজকীয় হারেমের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। হারেমের নারীদের পাহারা দেওয়ার জন্য ও তাদের ফুটফরমাশ খাটার জন্য প্রয়োজন ছিল অনেক পুরুষ চাকরের। কিন্তু পুরুষ চাকর দিয়ে এই নারীদের পবিত্রতা যদি নষ্ট হয় তাই এমন এক প্রজাতির খোঁজ করা হচ্ছিল, যে কিনা হবে পুরুষের মতো শক্তিশালী ও সাহসী কিন্তু যৌন মিলন করতে অক্ষম। প্রধানত এ হারেমের কারণেই প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় চায়নার রাজনৈতিক প্রাণী–চায়নিজ খোজা। চায়নিজ সম্রাটরাই ছিল রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আর সে ক্ষমতা ব্যবহার করে তারা খোজাদেরও বেশ কিছু ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করার অধিকার দিয়েছিলেন। খোজারা যেহেতু কোনো সন্তান জন্ম দিতে পারবে না তাই তাদের পার্থিব লোভ-লালসাও কম থাকবে। এই ভ্রান্ত ধারণায় আশ্বস্ত হয়ে খোজাদের প্রাসাদের প্রশাসনিক কার্যে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বারবারই খোজারা এই ক্ষমতার অপব্যবহার, সম্রাটের শত্রুর সঙ্গে আঁতাত করা, সম্রাটকে ক্ষমতাচ্যুত করা, এমনকি হত্যার মতো ন্যক্কারজনক কাজেও জড়িয়ে গিয়ে নিজেরা হয়েছে ধনসম্পদের মালিক ও নতুন সম্রাটের কাছ থেকে অর্জন করেছে আরো অধিকত ক্ষমতা।

সম্রাট ও তার অমাত্যবর্গ খোজাদের এই ঘুষ নেওয়া ও ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে কতটুকু অবগত ছিলেন সেটি বিতর্কের বিষয় হলেও প্রজাদের নিকট বিষয়টি খুবই খোলামেলা ছিল যে, প্রাসাদের খোজাদের ঘুষ না দিলে কোনো কিছুই করা যাবে না। আর বাস্তবে খোজারা প্রাসাদ ও কোর্টের মাঝখানের একটি প্লাটফর্ম তৈরি করেছিল, যা সম্রাটের মন্ত্রী কিংবা সেনাপতি জেনারেলরাও ভাঙতে পারেননি। যারাই এর বিরোধিতা করেছে, হয়—তাদের ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছে কিংবা ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছে। ক্ষমতা অদলবদলের মাঝখানে অবশ্য অনেক খোজাকেও ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছে।

হয়তো এ সকল কারণেই চায়নাতে কিছু কিছু রাজবংশের আমলে খোজাদের প্রাসাদের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল এবং তাদের কোনো প্রকার প্রশাসনিক কাজ করতেও দেওয়া হতো না। যার জন্য নির্ধারিত ছিল বিশেষ শ্রেণীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং তারা ম্যান্ডারিন (Mandarin)-নামে পরিচিত ছিলেন। উদাহরণ হিসেবে মিং রাজা হঙউ (Hongwu ১৩৬৮-১৩৯৮)-এর কথা বলা যেতে পারে। তিনি তার প্রাসাদের বাইরে ও কোর্ট ভবনের মধ্যবর্তী স্থানে একটি লোহার প্লেটে খোদাই করে লিখেছিলেন, সরকারি প্রশাসনে খোজারা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই নির্দেশ অমান্যকারীর শাস্তি ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট (Capital Punishment—বড় ধরনের অন্যায়, যার শাস্তি মৃত্যুদন্ড)।

BanglaBook.org

মিং রাজা হঙউ

খোজাদের সম্পর্কে তার আরো মন্তব্য রয়েছে– এই হাজার হাজার খোজার মধ্যে একটি কিংবা দুটি খোজা ভালো কি না সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ যারা শয়তান তাদের সংখ্যা হয় হাজার হাজার। যদি তাদের দেখা কিংবা শোনার দায়িত্ব দেওয়া হয় তবে তারা যে আপনার শ্রবণক্ষমতা ও দৃষ্টিক্ষমতা ঢেকে দেবে, সেটি নিশ্চিত। যদি তাদের হৃৎপিন্ড ও পাকস্থলির যত্ন নেওয়ার জন্য নিয়োগ দেওয়া হয় তবে তাদের কারণে হৃৎপিন্ড ও পাকস্থলিও অসুস্থ হয়ে যাবে। তাদের নিয়ন্ত্রণ করার একমাত্র উপায় হলো কঠোর আইনের ভয় দেখানো আর তাদের মেধার মূল্যায়ন না করা। কারণ তাদের মেধার মূল্যায়ন করলে তারা মাথায় চড়ে বসবে, আচরণ হবে ঔদ্ধত ও যৌননান্দ খোঁজায় ব্যস্ত থাকবে।

এ শিক্ষা অনেকেই গ্রহণ করেননি। যদিও বা কেউ শিক্ষা নিয়েছেন, কেউই এর গোড়ায় হাত দেননি। কারণ যুগ যুগ ধরে প্রাসাদে খোজার সংখ্যাই বৃদ্ধি পেয়েছে, যারা অনেকেই ছিল একই বংশভূত। দেখা গিয়েছে একজনের বিরুদ্ধে শাস্তি নিতে গেলে বাকিরা চক্রান্ত আরো বাড়িয়ে দিত—ফলে এক সময় স্বয়ং সম্রাটের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে উঠত। দিনে দিনে খোজাদের সংখ্যা বেড়েই চলছিল এবং মিং রাজাদের শাসনামলের শেষ দিকে প্রাসাদে প্রায় ১০০,০০০ খোজা ছিল।

এই দুই জাতিকে কখনোই শেখানো কিংবা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না– প্রাসাদের নারী ও খোজা– কনফুসিয়াস গ্রন্থ।

BanglaBook.org

মারাত্মক অপরাধের শাস্তি বা ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট খোজা তৈরি হওয়ার একটি বড় কারণ। চায়নার প্রথম দিকের রাজবংশ যেমন সাঙ রাজাদের শাসনামলে (খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০-১০৪৬ অব্দ) খোজারা প্রাসাদ ও কোর্টের চাকর হিসেবে কাজ করত। তারা খুব সাধারণ ও নিচুশ্রেণীর কাজ, যেমন প্রাসাদ পরিষ্কার করা, বাগানে কাজ করা কিংবা রান্নাবান্না জাতীয় কাজ ইত্যাদিতে নিয়োজিত ছিল। সম্রাটদের নারীপ্রীতির কারণে প্রাসাদের হারেমে নারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং এর ফলে হারেমের কলেবরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর সম্রাটের প্রিয় কনকুবাইনদের দৈনন্দিন কাজ করার জন্য নারীর সঙ্গে খোজার সংখ্যাও সমহারে বাড়তে থাকে। পরবর্তী রাজাদের সময়ে অবশ্য খোজার সংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রথমদিকের মতো ছিল না।

প্রথম দিকের রাজবংশের রাজাদের আমলে খোজাদের বিষয়ে বেশ তথ্য জানা গেলেও পরবর্তী রাজবংশের খোজাদের সম্পর্কে তেমন বিস্তারিত জানা যায়নি। এর একটি কারণ হতে পারে পরবর্তী সম্রাটরা হয়তো বা খোজাদের বিষয়ে কোনো কিছু প্রকাশ করা নিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন কিংবা সম্রাটরা চাননি প্রাসাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় প্রজারা জানুক। ঝউ রাজবংশের (Zhou Dynasty) শাসনামলের (খ্রিস্টপূর্ব ১৭৭৬-২২৫ অব্দ) আগে খোজারা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল কিনা তা জানা যায়নি। ঝউ রাজাদের শাসনামলে খোজারা মারাত্মক রকম প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং তারা বেশ কয়েকবার ক্রাউন প্রিন্সদের হত্যার (Crown Prince যুবরাজ, যার পরবর্তী রাজা হওয়ার কথা) ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং এর অন্যতম বড় কারণ ছিল ক্রাউন প্রিন্স তাদের যথাযথ মর্যাদা দেননি কিংবা নিচু শ্রেণীর হিসেবে গণ্য করতেন।

খোজাদের চক্রান্তের সব কিছু ছাপিয়ে যায় কুইন রাজবংশের আমলে (খ্রিস্টপূর্ব ২২৫-২০৭অব্দ)। খ্রিস্টপূর্ব ২১০ অব্দে প্রথম কুইন সম্রাট কুইন সিহ্ হোয়াঙ দি (Qin Shih Huang Di)-এর মৃত্যুর পর খোজা ঝাও গাও (Zhao Gao) সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী লি সু (Li Ssu)-এর সহযোগিতায় রাজকীয় উইল পরিবর্তন করে নিজেদের পছন্দের যুবরাজকে সম্রাট বানানোর জন্য প্রাসাদে মিথ্যা উইল প্রদর্শন করে করে। সম্রাট সি হোয়াঙ দির প্রধান খোজা হিসেবে ঝাও গাও সম্রাটের হয়ে বাইরের সঙ্গে সকল প্রকার যোগাযাগ রক্ষা করতেন। তাই খ্রিস্টপূর্ব ২১০ অব্দে সম্রাট যখন দেশের বাইরে ভ্রমণে থাকা অবস্থায় মারা যান তখন তার পক্ষে খুব সহজেই সম্রাটের উইল জাল করা সম্ভব হয়।

BanglaBook.org

খোজা ঝাও গাও

অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী লি সি-এর সঙ্গে মতানৈক্যের কারণে ক্রাউন প্রিন্স ফুসো (Fusu) তখন রাজ্যের উত্তর সীমান্তে নির্বাসনে এবং হান রাজাদের বিরুদ্ধে সেনাপতি মার্শাল মেং তিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে (Meng Tian) যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তার নির্বাসনের কারণ ছিল তিনি খোজা ঝাও ও প্রধানমন্ত্রী লি সির সিদ্ধান্ত সনাতন বিশ্বাসের ওপর লিখিত রাজ্যের সকল বইপুস্তক পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্তের বিরোধিত করেছিলেন। ভ্রমণে থাকা অবস্থায় সম্রাট হোয়াঙ দি মারা গেলে তার সিল করা উইল, যা খোজা ঝাও গাওয়ের নিকট ছিল, তা খুলে দেখতে পান সেখানে সম্রাটের উত্তরাধিকার হিসেবে যুবরাজ ফুসোর নাম লেখা আছে। এই উইল পেয়ে ঝাও খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। কারণ ফুসো সম্রাট হলে তার মৃত্যু অনিবার্য। তাই তিনি উইল জাল করে ফেলেন এবং নতুন উইল তৈরি করেন, যেখানে যুবরাজ ফুসো ও মার্শাল মেং তিয়ানকে হত্যার নির্দেশ এবং হুয়াঙ দি-র শিশুপুত্র হু হাইকে সম্রাটের উত্তরাধিকারী দেখিয়েছেন।

এই অনভিপ্রেত সংবাদে মনের দুঃখে যুবরাজ ফুসো নিজেই আত্মহত্যা করেন এবং পরবর্তী সময়ে ফুসোর অনুসারী মার্শাল মেং তিয়ানকে বিষপানে বাধ্য করে হত্যা করেন। ফুসো এবং মার্শাল মেং তিয়ানের মৃত্যুর পর খোজা ঝাও গাও এবং প্রধানমন্ত্রী লি সি, সম্রাটের মরদেহের সঙ্গে রাজধানীতে আসতে দ্বিধাবোধ করেন। তারা একটি মালবাহী গাড়ি, যাতে করে লবণ দেওয়া মাছ রাজধানীতে আনা হচ্ছিল তার মধ্যে পুরে যেনতেনভাবে সম্রাটের মৃতদেহ নিয়ে আসেন।

তিন বংশ ধরে আমার পরিবার কুইন রাজাদের সেবা করে আসছে। ৩০০,০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনীকে আমি নেতৃত্ব দিই, যারা সবাই আমার অনুগত। আমি ইচ্ছা করলেই বিদ্রোহ করতে পারি, কিন্তু মৃত্যুকেই আমি বেছে নিলাম, আমার পূর্বপুরুষকে অসম্মান করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। তা

BanglaBook.org

ছাড়া প্রথম সম্রাট আমাকে যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন তা আমি ভুলতে চাই না। –মৃত্যুর পূর্বে মার্শাল মেঙ তিয়ান-এর বক্তব্য।

খোজা ঝাও রাজধানীতে ফিরেই শিশু যুবরাজ হু হাইকে সম্রাট হিসেবে অভিষেক করান। প্রাসাদের কর্তৃত্ব নিয়েই ঝাও গাও তার বিরোধিতাকারী সবাইকে হত্যা করেন এবং রাজ্যের প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা বিষয়ে সব সময় নতুন সম্রাটকে মনগড়া সংবাদ দিতেন এবং চাটুকারিতায় ব্যস্ত থাকতেন। পূর্ব থেকেই রাজ্যে কৃষক নেতা লিউ বাঙ (Liu Bang)-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ হচ্ছিল এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল যুবরাজের মৃত্যু বিদ্রোহকে আরো চাঙ্গা করে তোলে। বিদ্রোহের বিষয় নিয়ে সেনাপতিরা নতুন সম্রাটের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে ঝাও বারবার তাদের ফিরিয়ে দেন এবং তাদের বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন।

কিন্তু এই জোচ্চুরি প্রকাশ হতে বেশি দিন লাগেনি। ঝাও গাও নিজের কর্তৃত্ব আরো সুদৃঢ় করতে তার সঙ্গে লি সি-র দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং একপর্যায়ে দুজনের বিরোধ তুঙ্গে উঠলে ঝাও লিসিকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে কারাগারে প্রেরণ করেন। বিদ্রোহীরা ক্রমে ক্রমে প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে তিনি নিজের জীবন বিপন্ন হতে পারে ভেবে তার গড়া সম্রাটকে তিনি নিজেই হত্যা করেন এবং অপর আরেকজনকে নতুন সম্রাট বানান। এই সম্রাট ঝাওয়ের অপরাধ বুঝতে পারেন এবং বিদ্রোহীদের পক্ষে থাকেন। নিয়তির অভিশাপ ঝাওয়ের হাতে গড়া সম্রাটই তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেন। কিন্তু তত দিনে কুইন রাজবংশের বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠেছে। এর অল্প সময় পরেই হান রাজারা ক্ষমতা দখল করলে কুইন রাজবংশের শাসনামলের সমাপ্তি ঘটে।

প্রথমদিকের হান রাজবংশের (Early Han Dynasty) শাসনামলের (খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ অব্দই থেকে ২২০ সাল) রাষ্ট্রীয়ভাবে খোজাদের ক্ষমতা হ্রাসের উদ্যোগ নেওয়া হলে সে সময়ে খোজাদের তেমন বড় কোনো তৎপরতা চোখে পড়েনি। তাই তাদের সম্পর্কেও খুব একটা জানাও যায়নি। তবে খোজাদের দুটি মারাত্মক ঘটনার কথা জানা যায়। প্রথমটির নায়ক হলেন খোজা চুঙ-হিঙ সু (Chung-hsing Shou) ও দ্বিতীয় খোজা হলেন লুয়ান তি (Luan T)। এক হান প্রিন্সেসের বিয়ে ঠিক হয়েছিল এক মঙ্গোলিয়ান প্রিন্সের সঙ্গে। এ বিয়েতে খোজা চুঙ-হিঙ সুকে প্রিন্সেসের নিরাপত্তা প্রদান ও রাজকীয় প্রতিনিধি হিসেবে মঙ্গোলিয়ান প্রাসাদে পাঠানো হয়েছিল। এ বিয়ে উপলক্ষে সেখানে থেকে তিনি মঙ্গোলিয়ানদের সঙ্গে একত্র হয়ে হান রাজাদের পতনের জন্য নীল নকশা করেন। আর এই প্রথম মঙ্গোলিয়ানরা চায়নিজ রাজাদের পদ্ধতি তাদের ওপরই প্রয়োগ করেন। উল্লেখ্য, চায়নিজ সম্রাটরা রাজ্য বিজয়ের জন্য যুদ্ধের পাশাপাশি সে দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের হাত করার চেষ্টা করতেন।

BanglaBook.org

মঙ্গোলিয়নরা জানত চায়নার রাজপ্রাসাদে খোজারা অনেক প্রভাবশালী। তাই তারা হান রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে খোজাদের হাত করাকে যুদ্ধ বিজয়ের অন্যতম কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়ত খোজা লোয়ান তি (Luan T) বারবার হান সম্রাট উ তিকে (Wu Ti খ্রিস্টপূর্ব ১৪০-৮৭ অব্দ) প্রতারণা করে আসছিলেন। তিনি সব সময় দাবি করতেন যে পূর্ব মহাসমুদ্রে অবস্থিত আশীর্বাদের দ্বীপ (Isles of Blest) থেকে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। এই খোজা সব সময় ধর্মকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করতেন এবং এভাবেই ধর্মভীরু ও কনফুসিয়াস দর্শনের অনুসারী সম্রাট উ তিকে বিভিন্নভাবে প্রতারণা করেছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন তার ভন্ডামি প্রকাশ পায় তার মাথা কেটে তাকে হত্যা করা হয়। খোজারা শত শত বৎসর ধরে সম্রাট ও প্রজাদের সমীহ আদায় করার জন্য ধর্মকেই ব্যবহার করেছে। তারা এ কাজটি খুব সফলভাবে করতে পেরেছিল কারণ তৎকালীন চায়নিজ সমাজ যথেষ্ট ধর্মভীরু ছিল।

হান রাজবংশের শাসনামলের দ্বিতীয়ার্ধে খোজারা সংগঠিত হতে থাকে এবং তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করা। খোজারা দত্তক গ্রহণ করার অধিকার লাভ করার পর তারা ধনসম্পদ বিত্তবৈভবের দিকে নজর দেয়। একদিকে ক্ষমতা, অন্যদিকে প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হওয়ায় দিনে দিনে তারা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছিল। লিয়াঙ রাজবংশের শাসনামলে পাঁচজন খোজা খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তারা একটি সিন্ডিকেট তৈরি করে। খোজাদের এই সিন্ডিকেট এতই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, তারা লিয়াঙ পরিবারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ফেলে এবং তাদের এই সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে যে সকল বিজ্ঞ ব্যক্তি কঠোর সমালোচক ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার নির্দেশ দেন।

খোজাদের এ-জাতীয় অনাচার জনগণ এবং সৈন্যদের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে এবং তারা বিদ্রোহ করে, যা দাবানলের মতো বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। ১৮৯ সালের দিকে এই বিদ্রোহ প্রাসাদেও ছড়িয়ে পড়ে। মারাত্মক আকারের এই বিদ্রোহে প্রাসাদে কয়েক হাজার খোজা মারা যায়। পরবর্তী ২০ বৎসর সম্রাটরা ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির এবং বারবার বিভিন্ন রাজ্যের সেনাপতিদের রোষানলে পড়েন। ফলে এই রাজবংশের পতন ঘটে। এই পতনের আরো একটি বড় কারণ ছিল প্রশাসনের বড় বড় পদগুলো কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক খোজারা যারা প্রকৃতপক্ষে ছিলেন খুবই দুর্বল শ্রেণীর ও দুর্নীতিপরায়ণ। তা ছাড়া প্রাসাদে খোজা ও সাধারণ কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরোধ ছিল প্রকাশ্য।

হান-পরবর্তী রাজবংশে খোজাদের ক্ষমতা ও প্রভাব ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এর অন্যতম প্রধান কারণ বারবারিয়ান (Barbarian) রাজাদের চায়না

BanglaBook.org

মেইনল্যান্ড বিজয় এবং জিন (Jin Dynasty ২৬৫-৪২০ সাল) ও ইউয়ান (Yuan dynasty ১২৭১-১৩৬৮ সাল) রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হওয়া। এই বংশগুলো যাযাবর ছিল বিধায় প্রথম দিকে তাদের প্রশাসনে কোনো খোজা ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে খোজা সংস্কৃতিতে তারাও প্ররোচিত হতে থাকে এবং তারা যখন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে, খোজারাও তাদের প্রাসাদে প্রবেশ করে। তবে উত্তর উই (Northern Wei) রাজ্যে লিয়াও (Liao) জিন ও ইউয়ান রাজবংশের শাসনামলে খোজাদের তেমন গুরুত্ব ছিল না।

সুই রাজবংশ (৫৮১-৬১৮সাল) ও ট্যাঙ রাজবংশের শাসনামলে (৬১৮-৯০৭ সাল) সম্রাটরা খোজাদের সঙ্গে মারাত্মক রকম দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। তাদের সময় খোজারা এতই শক্তিশালী ছিল যে, তাদের বাদ দিয়ে শাসনকাজ চালানো রীতিমতো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। গ্র্যান্ড ক্যানেল (Grand Canal) খননের জন্য বিখ্যাত সুই রাজবংশের রাজা ইয়াঙ তি'কে (Yang Ti), নিজের জীবন দিতে হয়েছিল খোজাদের এক ক্যু'র কারণে। আর তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সুই রাজবংশেরও পতন ঘটে।

সম্রাট ইয়াঙ তি

ট্যাং সম্রাট জিয়াঙ ঝং (Xianzong ৬৮৫-৭৬২ সাল)-এর দরবারে প্রাচীন চায়নার চার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী রমণীর একজন ইয়াঙ গুইয়ে ফি (Yang Guifei)-কে পরিচয় করিয়ে দেন তার কোর্টের খোজা কাও লি সি (Kao Li-Shih)। গুয়েফি অর্থ প্রধান কনকুবাইন। ইয়াং-এর রূপে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট তাকে প্রধান কনসর্ট হিসেবে নিয়োগ দেন। ট্যাং রাজবংশের অন্যতম দুঃখজনক অধ্যায় হলো সম্রাট ইয়াঙ গুইয়ে ফি 'কে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন।

৮২৬ সালে ট্যাং রাজবংশের শাসনামলের শেষের দিকে সম্রাট জিয়াঙ ঝং-কে তার নিজের চেম্বারের ভেতর খুন করে আরেক খোজা চেন হঙ ঝি (Chen Hongzhi)| প্রচন্ড ক্ষমতাশালী খোজা ওয়াঙ-সু চেঙ (Wang Shou-Cheng),

BanglaBook.org

এর দায়িত্ব ছিল রাজা ও রাজবংশকে রক্ষা করা। কিন্তু তারই ইশারায় খোজা চেন হঙ ঝি সম্রাটকে হত্যা করেন। পরবর্তী সময়ে সম্রাট জিয়াং ঝং-এর মৃত্যুর পর প্রাসাদের আরেক ক্ষমতাধর খোজা তুতু চেঙ্গ সুই (Tutu Chengcui) সম্রাটের বড় পুত্র লি ইয়ুন-কে (Li Yun) সম্রাট করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু অপরাপর ক্ষমতাশালী খোজা যেমন ওয়াং, লিয়াং সু কিয়ান (Liang Shouqian), মা জিনতান (Ma Jintan), লিউ চেঙগেজি (Liu Chengjie) ও উই ইউয়ান সু (Wei Yuansu) এ প্রস্তাবের চরম বিরোধিতা করেন এবং তারা সম্রাটের অপর পুত্র প্রিন্স লি হেঙ-কে (Li Heng) সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দেয় এবং তারা খোজা তুতু চেঙ সুই ও প্রিন্স লি ইয়ুনকে হত্যা করে। লি হেঙ সম্রাট মুঝং (Muzong) নামে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

তখন প্রাসাদ কার্যত পরিচালিত হতো খোজা ওয়াঙ সু চেঙ-এর নির্দেশে। তার হাত থেকে পরবর্তী সম্রাট কোনোভাবেই মুক্তি পাচ্ছিলেন না। তাই তিনি চিউ সি লিয়াং (Chiu Shih-liang) নামের আরেক খোজাকে হাত করেন। খোজা চিউ'কে হাত করে তিনি ওয়াঙ-এর হাত থেকে মুক্তি পান ঠিকই কিন্তু চিউ ছিল আরো দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। খোজা চিউ সম্রাটকে হারেমে বন্দি করে রাখেন এবং তার তিনজন মন্ত্রীকে হত্যা করেন। খোজা চিউ যখন মারা যান তার মোট সম্পদ সাম্রাজ্যের বাৎসরিক বাজেটের চেয়েও ছিল বেশি। আসলে তখন খোজাদের ভূমিকার কারণে সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী দুর্বল হতে থাকে। বিশেষ করে ট্যাং রাজবংশের আমলে।

ট্যাং রাজবংশের শাসনামলের পর মিং রাজাদের শাসনামলেও খোজারা দোর্দন্ড প্রতাপশালী ছিল। মিং রাজাদের শাসনামলের অপর খোজা লিও-চিন (Liu-chin ১৪৫১-১৫১০) ছিলেন আরেক প্রভাবশালী খোজা এবং দুর্নীতির কারণে তার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তার মোট সম্পত্তিও ছিল সাম্রাজ্যের এক বৎসরের বাজেটের চেয়েও বেশি। মিং রাজ ঝেংদি (১৫০৫-১৫২১)-এর শাসনামলে তিনি ক্ষমতার শীর্ষে ওঠেন। চায়নার ইতিহাসে সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ খোজাদের তালিকায় লিও চিন-এর স্থান ওপরের দিকে। তিনি সে সময় আরো সাতজন দুর্নীতিপরায়ণ খোজাকে সঙ্গে নিয়ে আট বাঘ (Eight Tigers) নামে একটি গ্রুপ গঠন করেন যারা রাজকীয় কোর্টকে পরিচালনা করতেন। লিউ চিনের সঙ্গে অপর সাতজন খোজা ছিলেন গাও ফেং, লু ইয়াং, উই বিন, কিউ জু, ইয়ু দেইয়ং ও ঝাং ইয়ং।

খোজা লি চিন কী রকম প্রভাবশালী ছিলেন তার নমুনা পাওয়া যায় একবার যখন তার নামে একটি উড়ো চিঠি প্রাসাদে আসে—তিনি সন্দেহজনক ৩০০ জ্ঞানীলোকজন ও বিজ্ঞ মন্ত্রীদের হাঁটু গেড়ে তার সামনে অর্ধেক দিন বসে থাকতে বাধ্য করেন। দিনে দিনে তার আচরণ এতই ঔদ্ধত হতে থাকে যে, একপর্যায়ে লি স্বয়ং সম্রাটের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে বসেন।

BanglaBook.org

রাজকীয় পোশাকে সম্রাট ক্যাং সি

মিং রাজাদের শাসনামলের মধ্যভাগ হতে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত খোজারা কত শক্তিশালী ছিল তার কয়েকটি প্রমাণ মাত্র। মিং রাজাদের শাসনামলের শুরুর দিকে প্রাসাদে খোজা সংখ্যা জানা না গেলেও মিং রাজাদের শাসনামলের শেষ দিকে প্রাসাদে ১০০,০০০ খোজা ছিল বলে তথ্য পাওয়া যায়। খোজাদের ধনসম্পদের পরিমাণ দেখে তখন রাজ্যের কৃষক শ্রেণীর মধ্যে সন্তানদের খোজা বানিয়ে প্রাসাদে প্রেরণের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। ১৫৯৮ সালে প্রাসাদে ৪,৫০০ খোজা নিয়োগ দেওয়া হয়। আর যারা খোজা হিসেবে প্রাসাদে নিয়োগপ্রাপ্ত হতে পারেনি তারা ভিক্ষাবৃত্তি থেকে আরম্ভ করে চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত হয়। তার রাজধানীর বিভিন্ন অলিগলিতে ভিক্ষা করত এবং সুযোগ বুঝে ভ্রমণকারীদের সব কিছু লুট করে নিত। খোজাদের এ আচরণে রাজ্যে তখন এক বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দেয়।

কুইং রাজবংশের (Qing dynasty) শাসনামলের শুরুতেই প্রাসাদে খোজাদের ক্ষমতা ও প্রভাব কমানোর জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়। যেমন চতুর্থ কুইন

BanglaBook.org

সম্রাট ক্যাং সি (Kang Shi ১৬৬১-১৭২২) তার প্রাসাদে মাঞ্চুরিয়া থেকে আগত সকল খোজাকে রাজধানী ত্যাগ করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

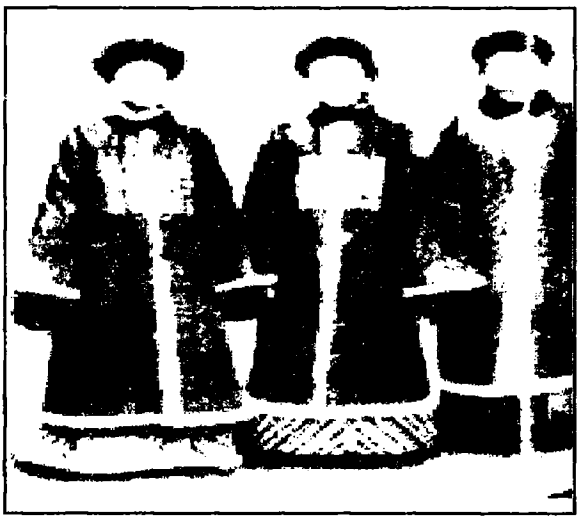

কুইং রাজবংশের আমলে প্রাসাদের কয়েকজন শিশু খোজা

কেবলমাত্র মিং রাজবংশের আমলেই নয় সময়ের আবর্তনে পরবর্তীতে প্রতিটি সরকারের সময়ই খোজারা ক্রমান্বয়ে শক্তিশালীই হয়েছে। কুইন রাজংশের রানি দোওয়াজার সিক্সি (Empress Dowager Cixi) শাসনামলের প্রধান খোজা লি লিয়েন-ইঙ (Li Lien-ying) রানির প্রতি এতই অনুগত ছিলেন যে, একবার রানি অসুস্থ হলে খোজা লি লিয়েন তার নিজের উরুর মাংস দিতে চেয়েছিলেন রানির চিকিৎসার জন্য। রানিও এ জন্য তাকে 'পুরনো বুদ্ধ' খেতাব প্রদান করেন। খোজা লি লিয়েন সম্রাট কঙ সু (Kuang Hsu) এর শাসনামলে তার 'ঐতিহাসিক ১০০ দিনের সংস্কার' কর্মসূচির অন্যতম সহযোগী ছিলেন।

চায়না রিপাবলিকান গার্ড যখন ক্ষমতা দখল করায় তাদের নির্দেশ চায়নার শেষ সম্রাট পু ই (Pu Yi) আনুষ্ঠানিকভাবে খোজাতন্ত্রের সমাপ্তি ঘোষণা করতে বাধ্য হন। অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে প্রাসাদের সকল খোজাকে প্রাসাদের মাঠে এনে সেখানে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়, এখন থেকে আর কোনো খোজার প্রয়োজন নেই, খোজাতন্ত্র নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তারপর খোজাদের প্রাসাদ থেকে বের হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না।

BanglaBook.org

চায়নার শেষ খোজা সান ইয়াও তিং মারা যান ১৯৯৬ সালে। খোজাকরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'খোজা করার মতো নিকৃষ্ট ও কলুষিত আর দ্বিতীয় কোনোটি নেই। যে একবার এই শাস্তি পেয়েছে পৃথিবীর কোথাও সে আর মানুষ হিসেবে গণিত নয়– আগেও ছিল না, এমনকি বর্তমানেও নয়...'

ক্ষমতা দখলের জন্য অধিকাংশ খোজারাই কুখ্যাত হয়ে আছেন। কিন্তু তার পরও সমসংখ্যক খোজা অনেক ভালো ও মহৎ কাজ করেছেন– চায়নিজ ইতিহাসের জনক খোজা সিমা কিয়ান।

এ প্রসঙ্গে খোজা কাই লুন-এর কথা বলা যেতে পারে, যিনি ১০৫ সালে কাগজ আবিষ্কার করেছেন। আর এটি হলো প্রাচীন চায়নার শ্রেষ্ঠ পাঁচ আবিষ্কারের একটি। অনেক মহৎ ও শ্রেষ্ঠ খোজাদের একজন হলেন সিমা কিয়ান (Sima Qian)। সিমা কিয়ান ছিলেন একজন চায়নিজ পন্ডিত। তার পিতা ছিলেন একজন ঐতিহাসিক ও যোদ্ধা। হান রাজা উ তি (Wu Ti) তাকে বিষপানে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে সম্রাট মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে খোজা হয়ে থাকার সুযোগ দিলে সিমা কিয়ান দ্বিতীয়টি বেছে নেন। এই শাস্তির কারণ ছিল, সম্রাট পছন্দ করতেন না এমন একজন জেনারেলের সহযোগী ছিলেন সিমা কিয়ান। তিনি তার পিতার নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন যে, তিনি তার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করবেন। তাই তিনি দ্বিতীয় শাস্তিটি বেছে নেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এটি আমার পিতার নিকট আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, আমি তার অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করব। আমি একজন যোদ্ধা, ধারাল ছুরির ভয়ে আমি মোটেও ভীত নই। আমি আমার পিতার অসমাপ্ত কাজটি শেষ না করে কীভাবে আরেকবার তাদের কবরের সম্মুখে যাব? তাই আমি খোজা হয়ে বেঁচে থাকার শাস্তি মেনে নিলাম।' পরবর্তীকালে এই সিমা কিয়ানকেই চায়নিজ ইতিহাসের জনক নামে অভিহিত করা হয়।

চায়নার ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত নাবিক ও অভিযাত্রী এবং মিং রাজাদের শাসনামলের সবচেয়ে সেরা খোজা হলেন ঝেং হি। তিনি মা হি (Ma He) নামে ইউয়ানের এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার পরিবার মঙ্গোলিয়ান রাজাদের সেবায় নিয়োজিত ছিল। ধীরে ধীরে মিং রাজবংশের উত্থান শুরু হলে মি হি-কে খোজা বানিয়ে রাখেন মিং সম্রাট হঙ উ (Hongwu)। প্রাসাদে মা হি-কে নিয়োগ দেওয়া হয় সম্রাটের চতুর্থ পুত্র ঝু দি (Zhu Di)-কে সেবা করার জন্য। মা হি প্রিন্স ঝু-এর সঙ্গে থাকতে থাকতে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে একজন যোদ্ধা ও স্কাউট হিসেবে প্রকাশ করেন। এ কারণে সম্রাটের নজরেও আসেন দ্রুত এবং তাকে একজন যুদ্ধ কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। সম্রাট হঙ উ সিংহাসনে আরোহণ করার পর রাজ্যে যে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়—সেখানে মা হি প্রিন্সের সঙ্গে বিদ্রোহীদের সঙ্গে

BanglaBook.org

যুদ্ধ করে বিজয়ী হন। এ জন্য পরে তার উপাধি দেওয়া হয় ঝেং এবং তিনি ঝেং হি নামে পরিচিত হতে থাকেন। এরপর ঝেং হি-কে কোর্টের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে একজন সুপারভাইজার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়, যেখানে তিনি আতশবাজি ও অন্যান্য ধাতব কাজের ওপর আরো দক্ষতা লাভ করেন।

এরপর তিনি রাজকীয় নৌবাহিনী পুনর্গঠনের কাজে হাত দেন এবং ১০০,০০০ দক্ষ সৈন্য একত্র করে তিনি নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন এবং চায়নার সমুদ্রতীরে জাপানিজ জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হন। ১৪০৫ সালে তিনি তার সাত সমুদ্রযাত্রার প্রথম যাত্রা করেন। তার এই বহরে ছিল ৬৩টি জাহাজ, যার মধ্যে সবচেয়ে বড়টির আকার ছিল ৪৪৪ ফুট X ১৮০ ফুট। এই সমুদ্রযাত্রার কারণে পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান অঞ্চলে মিং রাজা ও মিং সংস্কৃতি সম্পর্কে উচ্চ ধারণা জন্মে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঝেং হি-র বিরোধীরা অধিক খরচের কারণ দেখিয়ে পরবর্তী সমুদ্রযাত্রা বাতিল করে দেন। শুধু তা-ই নয়, ঝেং হি-র নামডাক যেন আর ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্য তৎকালীন ট্রান্সপোর্টেশন ব্যুরোর পরিচালক ঝেং হি-র প্রথম সমুদ্রযাত্রার সকল তথ্য পুড়িয়ে ফেলেন।

মিং রাজাদের ২০০ বৎসরের শাসনামলে ঝেং হি-এর পর অপর যে খোজা সমুদ্রযাত্রার জন্য বিখ্যাত তিনি হলেন ঝেং হি (Zheng He)। তিনি মিং রাজার একজন চৌকস কূটনীতিবিদও বটে। তিনি ঝেং হি যে সকল অঞ্চলে যাননি, যেমন নেপাল, বেঙ্গল ও তিব্বত অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন মিং রাজার একজন প্রতিনিধি হিসেবে।

মিং রাজার শাসনামলে আরেকজন চৌকস খোজা হলেন আনাম (Annam বর্তমান ভিয়েতনাম) অধিবাসী নুয়েন এন (Nguyen An)। ঐতিহাসিক নিষিদ্ধ নগরীর রাজপ্রাসাদের স্থপতি ছিলেন নুয়েন। তিনি চিত্রকলার পাশাপাশি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায়ও ছিলেন পারদর্শী। তার অন্যান্য মহৎ কর্মগুলোর মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত গ্র্যান্ড ক্যানেল-এর খননকাজে আধুকিতা আনয়ন ও কাজ আরো গতিশীল করা।

মিং রাজবংশের শাসনামলে কনফুসিয়াস দর্শনের একজন আদর্শ অনুসারী হলেন খোজা ফেঙ বাও (Feng Bao)| উচ্চশিক্ষিত, কঠোর পরিশ্রমী ও দয়ালু এই খোজা কেবল নেতৃস্থানীয় একজন খোজাই ছিলেন না, তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অধিদপ্তরের পরিচালকও ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সম্রাটের প্রধান সেক্রেটারি হিসেবেও নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ওয়ানলি (Wanli) শাসনামলে একজন বিখ্যাত খোজা ছিলেন চেন জু (Chen Ju), যিনি ভেতরের কোর্টে কাজ করতেন। তিনি রাজকীয় কোর্টের অন্দরমহলকে অত্যন্ত

BanglaBook.org

সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করেন আর ঠিক একই সময়ে বাইরের কোর্টে কর্মরত খোজারা একজন আরেকজনের প্রতি যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে কাজ করত চরম বিশৃঙ্খলভাবে। তার আনুগত্য ও অত্যন্ত নিয়মের অনুসারী হওয়ার কারণে মৃত্যুর পর সম্রাট তাকে একজন 'খাঁটি ও অনুগত' কর্মচারী হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

তথ্যসূত্র :

1. http://wuxiapedia.com/Research/Societies/Chinese-Eunuchs
2. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/105954/Zhao-Gao
3. http://camphalfblood.wikia.com/wiki/Isles_of_the_Blest
4. http://www.thenagain.info/webchron/china/WuTi.html
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Wang_Shoucheng
6. Mary M Anderson, (1990), Hidden Power: The Palace Eunuchs Of Imperial China. Prometheus Books, Buffalo, New York. (Good for general overview of eunuchs throughout the ages)
7. Shih-shan Henry Tsai (1996), The Eunuchs In The Ming Dynasty. State University of New York Press. (One of the better books that I read, balanced in review and judgment of the eunuchs)
8. Taisuke Mitamura (1970), Chinese Eunuchs: The Structure of Intimate Politics. Charles E. Tuttle, Toïo.
9. Edward H. Parker, Ancient China Simplified at http://www.authorama.com/ancient-ch...mplified-1.html
10. Jennifer W. Jay. (1995), The Eunuchs And Sinicization In The Non-Han Conquest Dynasties In China, Asian Studies on the Pacific Coast Conference, June 16-18, 1995, at Forest Grove, Oregon, U.S.A.
11. Levenson, Joseph R. and Shurmann, Franz, China: An interpretive History, (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1969).

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চায়নার খোজা তথ্য

১. চায়নাতে কবে থেকে খোজার প্রচলন শুরু হয় তা নিয়ে কিঞ্চিত বিতর্ক রয়েছে। তবে সাং রাজবংশের (খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০-১০৪৬ অব্দ) শাসনামলে যুদ্ধবন্দিদের খোজা বানানো হতো তার তথ্য পাওয়া যায়। চায়নাতে খোজাকরণের জন্য শুক্রথলিসহ সম্পূর্ণ পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা হত। একটি ধারাল ছুড়ি দিয়ে এক পোঁচেই এই অপারেশনটি করা হতো।

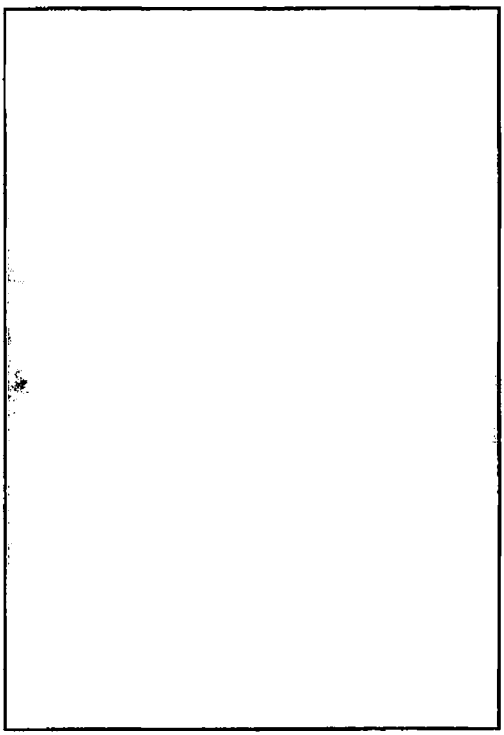

২. চায়নার প্রাসাদে খোজাদের ইতিহাস প্রায় ২,০০০ বৎসরের ইতিহাস। ধারণা করা হয়, হান রাজবংশের শাসনামলে (খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ অব্দ থেকে ২২০ সাল) খোজারা প্রাসাদ ও কোর্টের দৈনন্দিন কাজগুলো

করত। একপর্যায়ে তারা সেনাবাহিনী ও বিজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়।

৩. খোজা শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ থেকে, যার অর্থ বিছানা তদারককারী (Bed Watcher)। চায়না, বাইজেন্টাইন ও অটোমান সম্রাটরা খোজাদের প্রাসাদের দৈনন্দিন নিচু শ্রেণীর কাজগুলো করার জন্য নিয়োগ দিত। তবে তাদের প্রধান কাজ ছিল রাজকীয় হারেমের পাহারা দেওয়া।

৪. চায়নিজ খোজাদের আড়ালে ডাকা হতো লেজ কাটা কুকুর নামে। মিং রাজাদের শাসনামলে প্রাসাদের কাযকর্ম করার জন্য ২০,০০০ খোজা নিয়োজিত ছিল। ১৯২৪ সাল পর্যন্ত খোজারা রাজকীয় কর্মচারী হিসেবেই ছিল। কিন্তু তারপর চায়না গার্ড রেজিমেন্ট ক্ষমতা দখল করলে খোজাদের রাজত্বের অবসান ঘটে। সর্বশেষ ১৫০০ খোজাকে প্রাসাদ থেকে বের করে দেওয়া হয়। এ ঘটনার চাক্ষুষ দর্শনকারী একজনের মতে, 'খোজারা তাদের যার যার সম্পদ ছিল তা নিয়ে প্রাসাদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল আর দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে অতি উচ্চ স্বরে কাঁদছিল।'

৫. অধিকাংশ চায়নিজ খোজাই ছিল লোভী, দুর্নীতিপরায়ণ। চায়নার সিনেমা ও নাটকে তাদের সব সময় ভিলেন হিসেবে দেখানো হয়েছে। যদিও চায়নার সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিকাশের জন্য তাদের অনেকের অপরিসীম অবদান রয়েছে।

৬. চায়নিজ খোজা চাই লুন (Cai Lun) ১০৫ সালে কাগজ আবিষ্কার করেন। মিং শাসনামলের কোর্ট খোজারাই চায়নাতে প্রথম পশ্চিমা ক্লাসিক্যাল সংগীত পরিবেশন করে। মিং রাজাদের শাসনামলের খোজা ঝেং হি ছিলেন চায়নার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমুদ্র অভিযাত্রী। কুইং রাজবংশের শাসনামলে সম্রাট কিয়ান লং (Qian long) খোজাদের দিয়ে একটি অর্কেস্ট্রা দল গঠন করেন, যারা সব সময় ইউরোপিয়ান পোশাক পরিধান করে ইউরোপিয়ান ঢংয়ে সংগীত পরিবেশন করত।

৭. অনেক খোজাই স্বেচ্ছায় খোজা হয়েছেন। চায়নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী ও লেখক জন ব্লোফেল্ড (John Blofeld) তার 'সিটি অব লিঙ্গারিং স্পেলেন্ডর' (City of lingering Splendour) গ্রন্থে এক খোজার কাহিনী বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, 'খোজা শুনতে মনে হয় এটি একটি ছোট বিষয়। শরীরের ছোট একটি অংশ ফেলে দিয়ে নিজের আনন্দ থেকে চিরকালের বঞ্চিত হয়ে অপরকে আনন্দ দিতে হয়। আমার পিতামাতা ছিলেন খুব দরিদ্র। আমার ক্ষুদ্র একটি পরিবর্তন হলেও আমি নিশ্চিত দেখেছিলাম একটি স্বাচ্ছন্দ্যের

BanglaBook.org

জীবন, যার চারপাশটা কেবলই সুন্দর। খুব সুন্দরী মেয়েদের সান্নিধ্যে থাকলেও আমি বুঝতে পারতাম তারা আমাকে ভয় পায় ও আমাকে সব সময় সন্দেহের চোখে দেখে। তার পরও আমি ক্ষমতাবান ও ধনসম্পদের মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম।'

৮. চায়নার খোজা অপারেশন

- চায়নার অনেক পরিবার, বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের পুত্রদের খোজা বানাতে উৎসাহ দিত। আর খোজা হয়ে প্রাসাদে নিয়োগ পেলে অন্তত দারিদ্র্য দূর করা যাবে, তা ছিল এক প্রকার নিশ্চিত। অনেক পরিবার নিজ উদ্যোগে পুত্রসন্তানদের খোজা বানাত এই আশায় যে, তারা সত্বরই প্রাসাদে নিয়োগপ্রাপ্ত হবে। আর রাজকীয় প্রাসাদে পুত্রের চাকরি, এটি আভিজাত্যের পরিচায়কও ছিল।
- খোজাকরণ অপারেশনটি করা হতো নিষিদ্ধ শহরের প্রাসাদের বাইরে একটি কুঁড়েঘরে, যেখানে ছোট একটি ধারাল ছুরির সাহায্যে এক পোঁচেই পুরুষাঙ্গ ও শুক্রথলি কেটে ফেলা হতো। আর এই অপারেশনের জন্য ফি ছিল ছয় রৌপ্য মুদ্রা। এ অপারেশনে ব্যথানাশক কিংবা চেতনানাশক হিসেবে ব্যবহৃত হতো অত্যন্ত ঝাল মরিচের পেস্ট। তারপর প্রস্রাবের স্থানে একটি প্লাগ প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হতো তিন দিনের জন্য। অপারেশন-পরবর্তী তিন দিন এই অন্ধকার ঘরেই তাদের থাকতে হতো। তিন দিন পর প্লাগ খোলা হতো। যদি বালকটি প্রস্রাব করতে পারত তবে ধরে নেওয়া হতো অপারেশন সফল হয়েছে। আর যদি না হতো তবে সে বালক মারাত্মক ব্যথা ও ইনফেকশন হয়ে মারা যাওয়া ছিল অবধারিত।
- মিং রাজবংশের শাসনামলে নিষিদ্ধ নগরীর একটি খোজা ক্লিনিক ছিল, যেখানে খোজা হতে ইচ্ছুক বালকরা তাদের অভিভাবকসহ এসে খোজা হতে পারত। এখানে খোজা বানানোর জন্য একটি বিশেষ চেয়ার ছিল, যার মাঝখানে ছিল একটি গোলাকার ছিদ্র। হাত-পা বেঁধে ওই চেয়ারে বালকদের বসিয়ে নিচ থেকে পুরুষাঙ্গ ও শুক্রথলি এক পোঁচে কেটে ফেলা হতো। যে সকল বালক এই খোজা অপারেশনে মারা যেত তাদের কর্তিত অঙ্গ একটি থলিতে পুরে মৃতদেহের সঙ্গে কবর দেওয়া হতো। তাদের বিশ্বাস ছিল, পরবর্তী জন্মে তাহলে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করতে পারবে। আর তা না হলে কুকুর কিংবা অন্য কোনো পশু হয়ে জন্মাতে হবে।

BanglaBook.org

- খোজাদের অনেকেই ছিল পিতা-মাতাহীন বা এতিম। কেউবা ছিল কোনো বন্দি, বিশেষ করে কোনো বড় অপরাধী অথবা যুদ্ধবন্দি কিংবা খুবই দরিদ্র পিতা-মাতার পুত্র। বিখ্যাত আমেরিকান লেখিকা লুইস লেভাথিস (Louise Levathes) তার Treasure Fleet of the Dragon Throne গ্রন্থে খোজা চেঙ হো (Chêng Ho) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, 'চায়নার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বন্দিদের কিশোর পুত্রদের খোজা করা হতো। হাজার হাজার কিশোর বালক– তাদের অনেকের বয়সই ৯-১০ বৎসরের বেশি হবে না– তাদের উলঙ্গ করে বেঁধে নিষ্ঠুর এক বাঁকানো ছুরি দিয়ে এক পোঁচে খোজা বানানো হতো... তাদের মধ্যে শত শত বালক এই অপারেশনের পর মারা যেত ইনফেকশনের কারণে। আর যারা বেঁচে যেত তাদের রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হতো প্রাসাদের খোজা হিসেবে কাজ করার জন্য।'
- এই অপারেশনের ফলে বালকদের দেহে পুরুষালি হরমোন নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যেত আর তার ফলে তাদের দেহ হতো তুলতুলে আর কণ্ঠ হতো নারীদের মতো তীক্ষ্ণ স্বরের। এই অপারেশনে যারা বেঁচে গিয়ে প্রাসাদে নিয়োগপ্রাপ্ত হতো তারা যে সুস্থ থাকত তা মোটেও নয়, তাদের প্রায় সবারই প্রস্রাব ধরে রাখার ক্ষমতা (Urinary Incontinence) লোপ পেত। তাই তারা রাতে ঘুমানোর সময় প্রস্রাব হয়ে যেত, যা তারা মোটেও আটকাতে পারত না। আবার অনেকের সব সময় ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব ঝরত, যার ফলে তাদের শরীর ও পোশাক থেকে প্রস্রাবের গন্ধ বের হতো, যা 'খোজা গন্ধ' নামে পরিচিত ছিল।
- পুরুষালি হরমোনের অভাবের কারণে তাদের শারীরিক গঠনও হতো মেয়েদের মতো। তাই তারা তেমন কোনো ভারী কাজও করতে পারত না। অপারেশনের পর খোজারা তাদের কর্তিত অঙ্গ একটা জারে রেখে দিত। মৃত্যুর সময় তার মৃতদেহের সঙ্গে এটিও কবর দেওয়া হতো।

৯) খোজারা সাধারণ মানুষের চেয়ে দীর্ঘদিন বেশি বাঁচে

- ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রয়টারের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে কোরিয়ার রাজকীয় কোর্টে খোজাদের নিয়ে এক গবেষণায় দেখা গেছে, শুক্রাশয়বিহীন পুরুষরা বেশি দিন বাঁচে। গবেষকরা দেখিয়েছেন, কোরিয়ার জোসিয়ুন রাজবংশের শাসনামলে (১৩৯২-১৮৯৭) খোজারা গড়পড়তা ৭০ বৎসর বাঁচত। একই আর্থসামাজিক অবস্থার স্বাভাবিক পুরুষরা খোজাদের চেয়ে অন্তত ১৪-১৯ বৎসর কম বাঁচত। এই

BanglaBook.org

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৮১ জন খোজার অন্তত তিনের অধিক খোজা ১০০ বৎসর কিংবা তার চেয়ে বেশি বেঁচেছিলেন। (Source: Reuters. September 24, 2012)

কোরিয়ার ইনহা বিশ্ববিদ্যালয়ের (Inha University) প্রফেসর কুঙ-জিন মিন (Kyung-Jin Min) ও কোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সিওল-কু লি (Cheol-Koo Lee) খোজাদের দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার কারণ হিসেবে তাদের সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রাই প্রধান কারণ বলে মনে করেন। রয়টারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রফেসর মিন বলেন, 'অল্প সংখ্যক খোজা ছাড়া বাদবাকি সকল খোজাই প্রাসাদের বাইরে তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করত। তারা কেবল তাদের কাজের সময় প্রাসাদে অবস্থান করত। পক্ষান্তরে সম্রাটরা তাদের জীবনের প্রায় পুরো অংশই অবস্থান করতেন প্রাসাদের ভেতরে। তাই তাদের গড় আয়ু ছিল মাত্র ৪৭ বৎসর।

- ১৩৯২-১৯১০ সাল পর্যন্ত কোরিয়াতে অনেক বালকই খোজা অপারেশন করে রাজপ্রাসাদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করত। যারা নিয়োগপ্রাপ্ত হতো তাদের পাহারাদার কিংবা হারেমের চাকর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হতো। অনেক সময় তারা মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের রাজকীয় হারেমেও চাকরি পেত।
- জেসিউন শাসনামলে কোরিয়াতে খোজারা বিয়ে করতে পারত ও সন্তান দত্তক নিয়ে নিজের পরিবার গঠন করার অনুমতি ছিল।
- পূর্বের গবেষণাতে দেখা গিয়েছে যে, স্তন্যপায়ী জীবজন্তুদের বেলায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী প্রজাতিই বেশি দিন বাঁচে। এর একটি বড় কারণ হতে পারে পুরুষ হরমোন টেস্টোস্টেরন (Testosterone) শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে ফেলে আর তাই হার্ট ডিজিসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীরা আরো দেখিয়েছেন, খোজা করা হলে পুরুষ স্তন্যপায়ী প্রজাতির আয়ুষ্কাল বেড়ে যায়, যদিও মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়টি বিতর্কিত। আবার দেখা গেছে, মানসিক রোগে আক্রান্ত পুরুষরা বেশি দিন বাঁচে। ক্যাস্ট্রাসো গায়কদের বেলায় দেখা গেছে, তারা তাদের সমসাময়িক স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে বেশি দিন বেঁচেছিল তেমনটিও নয়। (তথ্য : Journal Current Biology)

১০) খোজা ও চায়নিজ সম্রাট

- চায়নার নিষিদ্ধ শহরের প্রাসাদের ভেতরের আঙিনায় সম্রাট ছাড়া আর একমাত্র যে শ্রেণীর মানুষ প্রবেশ করতে পারত, তারা হলো খোজা।

BanglaBook.org

এই ভেতরের আঙিনায় বসবাস করতেন সম্রাট, তার পরিবার ও তার প্রিয় কনকুবাইগণ। প্রাসাদে কর্মরত অন্য পুরুষগণ, যেমন প্রাসাদের কর্মকর্তা, সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ও প্রহরী, এমনকি সম্রাটের পুরুষ আত্মীয়রাও প্রাসাদে রাত্রিযাপন করতে পারতেন না। নির্দিষ্ট সময়ের পর সবাইকে প্রাসাদ ত্যাগ করতে হতো।

- পুরুষালি হরমোনের কারণে খোজাদের দৈহিক গড়ন হতো অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির, না পুরুষ না নারী। প্রাসাদে তাদের বিশেষ শ্রেণীর মানুষ বলে গণ্য করা হতো, যাদের উপস্থিতিতে সম্রাট, তার পরিবার কিংবা কনকুবাইনরা বিব্রতবোধ করতেন না এবং তারা সম্রাটের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার জন্য হুমকিস্বরূপ বলে গণ্য হতো না।

বইজিং-এর পাহাড়ের পাদদেশে খোজাদের সমাধি

- ঐতিহাসিক ডেনিয়েল বুরোস্টিন (Daniel Boorstin) তার The Discoverers গ্রন্থে খোজাদের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, 'হারেমের নারীদের সব সময়ের সেবা করার জন্যই খোজারা নিয়োজিত ছিলেন... কোনোভাবেই যেন রাজকীয় রক্ত-সম্পর্ক অপবিত্র না হয় এবং হারেমের নারীরা যেন সব সময় সতী থাকতে পারে, এ বিষয়টি খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হতো। সম্রাট ছাড়া একমাত্র খোজারাই ছিল বাইরের কোনো মানুষ, যাদের সঙ্গে কনকুবাইনদের ওঠাবসা ছিল। আর এভাবেই তারা সৌভাগ্যবান শ্রেণীর হয়ে ওঠে। সম্রাটের দৈনন্দিন বিষয়াদি, রুচি কিংবা পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলো

BanglaBook.org

সম্পর্কে খোজারা বেশ অবগত ছিল এবং সম্রাটের ইচ্ছা বাস্তবায়নে তারা ছিল খুবই তৎপর। আর এভাবেই তারা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর খুব কাছাকাছি চলে যায়।'

- ১৬ শতকের ঐতিহাসিক মেতিও রিসি (Matteo Ricci) বর্ণনা করেন, 'খোজাদের সব সময় খুব সাবধান হতে হতো।... সম্রাটের উপস্থিতিতে কোনো ভুল, তা যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন তা ক্ষমার অযোগ্য ছিল। কারণ তার ক্ষুদ্র একটি ভুল সম্রাটের জন্য যেকোনো মুহূর্তে বিপদ ডেকে আনতে পারে।... অতি নগণ্য ভুলের জন্যও তাদের মারাত্মক প্রহার করা হতো এবং অনেকেই প্রহারের কারণে মারা যেত।'

১১) চায়নিজ খোজাদের কোর্ট ডিউটি

- প্রাসাদের দৈন্দিন কাজের তদারকির দায়িত্ব ছিল সম্রাটের প্রিয় একজন খোজার ওপর, যিনি অনেক সময় প্রধান খোজা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। চায়নার নিষিদ্ধ প্রাসাদে তার অধীনে অন্তত ৪৮ র‍্যাংকের, হাজার হাজার খোজা বিভিন্ন কাজ, যেমন রান্নাবান্না, প্রাসাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বাগানের পরিচর্যা করা, কাপড় ধোওয়া, ভাঙাগড়ার কাজ করা, রঙের কাজ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ছিল। কাজে অবহেলার জন্য তাদের শাস্তি পেতে হতো। সাধারণত প্রাসাদের বয়স্ক খোজারা এই শাস্তি প্রদান করত। অনেক সময়ই দেখা গিয়েছে যে কনকুবাইনরা বিশেষ বিশেষ খোজার সঙ্গে বন্ধুত্বও করতেন। এই বন্ধুত্বের গুরুত্ব খোজাদের চেয়ে কনকুবাইদেরই বেশি ছিল, কারণ তাদের মাধ্যমে তারা বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতেন।
- তবে রাজ্যের সাধারণ প্রজারা খোজাদের ঘৃণার চোখে দেখত। কারণ তাদের অধিকাংশই ছিল দুর্নীতিপরায়ণ ও অনৈতিক কাজ সিদ্ধহস্ত। প্রাসাদে যেকোনো প্রয়োজনে খোজাদের সন্তুষ্টি না করে কেউ কোনো কিছু আদায় করতে পারত না। এমনকি মেধা দিয়ে যে সকল কর্মকর্তা প্রাসাদের উচ্চ পর্যায়ে আসীন হয়েছিলেন তারাও খোজাদের সমীহ করে চলতেন। কারণ খোজারা অসন্তুষ্ট হলে যেকোনো সময় তারা চক্রান্তের শিকার হতে পারতেন। তাই প্রাসাদে সব সময় সাধারণ কর্মকর্তা ও খোজাদের বিরোধ ছিল এবং চায়নার ইতিহাসে দেখা গেছে, এ কারণে অনেক সম্রাট ক্ষমতাচ্যুত কিংবা নিহত হয়েছেন।

BanglaBook.org

প্রভাবশালী চায়নিজ খোজা তিয়ান ই (Tian Yi)-এর সমাধি

- খোজাদের সাধারণ কবরস্থানে কিংবা পারিবারিক কবরস্থানে কবর দেওয়া হতো না। মৃত্যুর পর খোজাদের যেন অন্তত নূন্যতম সম্মান দিয়ে সমাহিত করা যায় সে জন্য মিং রাজাদের শাসনামলে, খোজা ইয়াং তিং সর্বপ্রথম বেজিং শহরের বাইরে পাহাড়ের পাদদেশে খোজাদের জন্য একটি পৃথক কবরস্থান তৈরি করেন। তার পূর্বে খোজারা মারা গেলে যেনতেনভাবে কোনো এক জায়গায় কবর দেওয়া হতো। বেজিং এর এই কবরস্থানের প্রবেশপথে ইয়াং তিং-এর দুটি মূর্তি রয়েছে। দক্ষিন এশিয়ার অনেক দেশে এখনো হিজড়াদের সাধারণ কবরস্থানে কবর দেওয়া হয় না।

১২) চায়নিজ খোজাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব

- চায়নার রাজপ্রশাসনে খোজাদের প্রভাব ধীরে ধীরে শুরু হলেও হান সম্রাট সুন তু (Shun To)-এর আমলে খোজারা উঁচু পদে আসীন হতে শুরু করেন। সম্রাট সুন তু ১২৫-১৪৪ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তার আমলে খোজারা প্রাসাদে এত উঁচু পদে আসীন ও ক্ষমতাশালী হয়েছিলেন যে, তাদের পাশ কাটিয়ে সম্রাটের সাক্ষাৎ পাওয়া একপ্রকার অসম্ভবই ছিল। সুন তুর আমলে বলা যায় সম্রাটের সাক্ষাতের প্রথম স্তর ছিল খোজারা। তার আমলে অনেক মন্ত্রী এবং প্রাসাদে উচ্চ পদে আসীন কমকর্তারাও সরাসরি সম্রাটের সাক্ষাৎ পেতেন না। খোজারাই নির্ধারণ করে দিতেন সম্রাট কার সঙ্গে দেখা করবেন এবং সাক্ষাতে কী বলবেন। খোজারা তখন কেবল সম্রাট ও তার কোর্টেরই দেখভাল

BanglaBook.org

করত না, বালক খোজারা ছিল প্রিন্সদের ছোটবেলার খেলার সাথী। পরে প্রিন্সরা যখন সম্রাট হতেন তখন স্বাভাকিবভাবেই তার খেলার সাথী খোজারা সম্রাটের প্রিয়ভাজন হতো। খোজারা কেবল সম্রাট ও প্রিন্সদেরই নয়, প্রাসাদের অনেক নারীর সঙ্গেই ছিল তাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। আর বাস্তবে খোজারাই ছিল একমাত্র পুরুষ, যাদের সঙ্গে সম্রাটের কনকুবাইনারা দেখা করতে পারতেন।

- ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জোনাথন স্পেন্স তার গ্রন্থে বলেন, 'খোজারা ছিলেন প্রাসাদের বাইরের বুর্জোয়া শ্রেণী ও রাজকীয় প্রাসাদের ভেতরের আঙিনার মধ্যস্থতাকারী। আর সম্রাটরা নিষিদ্ধ শহরের রাজকীয় প্রাসাদ থেকে খুব কমই বের হতেন। প্রাসাদের ভেতরে রাজকীয় পরিবারকে নিরাপদে রাখার জন্য বাইরের সবারই এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।'
- প্রফেসর জোনাথন স্পেন্স আরো লেখেন, 'কোনো কর্মকর্তা যদি কোনো বিষয়ে সম্রাটের মতামতের জন্য কোনো ফাইল প্রেরণ করতেন তখন সঙ্গে সঙ্গেই দায়িত্বরত খোজা তার ফি দাবি করত। আর তার দাবি না মেটাতে পারলে সেই কাজ অসম্পূর্ণই থেকে যেত, তা রাজ্যের যতই জরুরি বিষয় হোক। এই সুযোগে উচ্চাভিলাষী কর্মকর্তারা খোজাদের ঘুষ দিয়ে অনেক ব্যক্তিগত ফায়দা লুটে নিতেন।'
- The Discoverers গ্রন্থে ডেনিয়েল বুরোস্টিন আরো লিখেছেন, 'চায়নার পরবর্তীকালের ইতিহাসে দেখা গেছে, সম্রাটের পরবর্তী উত্তরাধিকারী স্বাভাবিকভাবেই জন্মগ্রহণ করেছেন প্রাসাদে আর সার্বক্ষণিক খোজাদের সান্নিধ্যে বড় হয়েছেন। অনেক সময় দেখা গিয়েছে, নিতান্ত একজন শিশুই হয়তো বা সম্রাট হয়েছেন আর তাই তার দেখভালের দায়িত্বে নিয়োজিত খোজাই সম্রাটের পক্ষে রাজকীয় বিষয়াদির সিদ্ধান্ত দিতেন। আর এই খোজারা.. মূলত এসেছে সমাজের অতি নিম্নস্তর থেকে, যাদের অনেকেরই তেমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও ছিল না।... প্রাসাদের বাইরে তাদের কোনো ভবিষ্যতই ছিল না, এমনকি তারা পেশাদার সৈনিক হওয়ার মতো যোগ্যও ছিলেন না। তারা ঘুষ গ্রহণ করতেন, সম্মান নষ্ট করতেন আর প্রাসাদের টর্চার চেম্বারে নিয়ে নিরীহ মানুষকে শাস্তি দিতেন।'
- যখন কোনো কারণে সম্রাটের ক্ষমতা কমে যেত, এই শূন্যতা পূরণ করত খোজা ও দুর্নীতিপরায়ণ কর্তারা। আর এটি এক সময় চায়নিজ ইতিহাসের ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই দুষ্টচক্রকে মূল্যায়ন না করায় চায়নার অনেক রাজবংশকে ক্ষমতাচ্যুতও হতে হয়েছে।

BanglaBook.org

১৩) চায়নাতে খোজাদের ক্ষমতা

- চায়নাতে খোজারা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার চরমে ওঠে মিং রাজা ওয়ানহি-র (Wanhi) আমলে। তিনি তারা রাজকীয় কোর্টে ১০,০০০ এরও বেশি খোজা নিয়োগ দিয়েছিলেন, আর রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন পদবিতে কর্মরত ছিল আরো ছিল প্রায় ৭০,০০০-১০০,০০০ খোজা। প্রভাবশালী খোজাদের অনেকেই এ সময় অনেক সম্পদশালী হয়েছিলেন। আর যে সকল সম্রাট তার কনকুবাইনদের নিয়ে হারেমে বেশি সময় কাটাতেন—তাদের আমলেই খোজারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ছিল।
- সম্রাটের দৈনন্দিন কাজ করতে করতে একটা সময় তার দুর্বল বিষয়গুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে যেত আর তখনই শুরু করত প্রতারণা। চায়নিজ লেখক তাইসুকি মিতামুরা তার Chinese Eunuchs The Structure of Intimate Politics গ্রন্থে লিখেছেন, 'সম্রাট নানাভাবে এই জাতহীনদের প্রতারণার স্বীকার হয়ে তাদের ক্রীড়নক হতেন। তারা সব সময় প্রাসাদ কর্মকর্তা—যারা তাদের (খোজাদের) বিরুদ্ধাচরণ করত—তাদের বিষয়ে নিজের মতো করে সম্রাটের কানে দিত আর এভাবেই অসংখ্য নিরীহ কর্মকর্তা সম্রাটের রোষানলে পড়েছেন কিংবা ফাঁসিতে ঝুলে প্রাণ দিয়েছেন।'

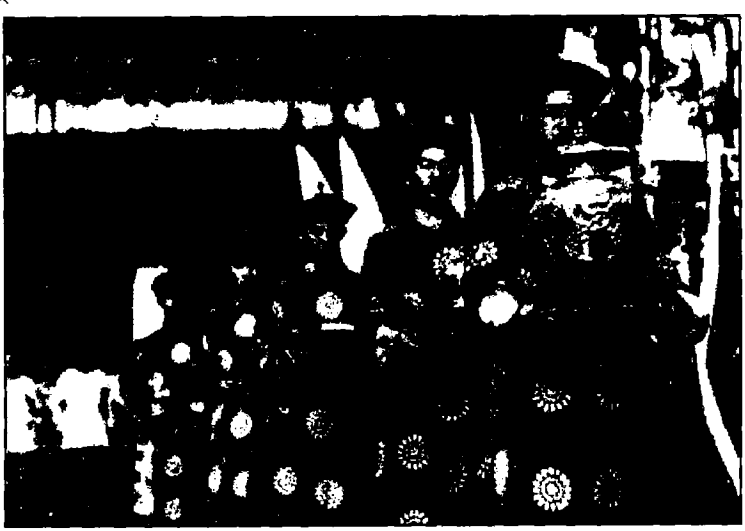

কুইং রাজাদের শাসনামলের খোজা বালকরা

- কুইং রাজবংশের শাসনামলে ওয়ি ঝিংগান জিয়ান (Wei Zhinganxian) নামের এক খোজা চায়না শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। কুইং রাজংবংশের পতন হয় ১৯১১ সালে।

- ১৯১১ সালে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় এলে প্রাসদ থেকে খোজাদের ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। এ সময় অনেক খোজাই আত্মহত্যা করেন। বাকীদের অধিকাংশকেই ভিক্ষাবৃত্তি করে বাঁচতে হত। অনেকে চুরি কিংবা কিংবা অন্যকোন অনৈতিক কাজ যেমন পতিতার জীবনও বেছে নিয়েছিল।
- ১৯৯৯ সালে বেইজিংয়ে খোজা ইয়ান তি-এর সমাধির পাশে খোজা জাদুঘর উদ্বোধন করা হয়।

১৪) চায়নার শেষ খোজা

- চায়নার শেষ খোজা সান ইয়াও তিং (Sun Yaoting) ৯৩ বৎসর বয়সে ১৭ ডিসম্বের ১৯৯৬ সালে মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তার ঠিকানা হয়েছিল বেইজিং-এর একটি মন্দিরে, সেখানেই তার জন্য বরাদ্দকৃত ছোট বাসাটিতে তিনি মারা যান।
- বৃদ্ধ বয়সে সান ইয়াও তিং-এর সবচেয়ে বড় দুঃখ ছিল ১৯৬০ সালে চায়নাতে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় তার পরিবার তার কর্তিত পুরুষাঙ্গটি হারিয়ে ফেলা। মারা যাওয়ার পর সানকে এই অঙ্গ ব্যতিরিকেই কবর দিতে হবে কাজেই পুনর্জন্মে তাকে আর পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে জন্ম হওয়ার পরিবর্তে হয়তো বা কুকুর কিংবা বিড়াল জাতীয় কোনো পশু হয়ে জন্ম নিতে হবে।
- চায়নাতে কুইং রাজবংশের শাসনামলের পতন ঘটে ১৯১১ সালে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, কুইং রাজবংশের পতনের মাত্র কয়েক মাস পূর্বে সানকে খোজা বানানো হয়। তার পিতাই তার পুরুষাঙ্গ কর্তনের কাজটি করেন।
- ১৯৬০ সালে চায়নার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় তার পরিবার সানের কর্তিত পুরুষাঙ্গটি ধ্বংস করে ফেলে। কারণ তাদের ধারণা ছিল, যদি চায়নার রেড আর্মিরা এটি খুঁজে পায় তবে তারা তার পরিবারকে হয়তো বা শাস্তি প্রদান করবে।
- মাত্র ৮ বৎসর বয়সে সানকে খোজা বানানো হয়। চায়নাতে কুইং রাজার পতন হয়েছে শুনে তার পিতা বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'শুধু শুধুই আমাদের সন্তানটির ভোগান্তি হলো। সে কোনো কিছুই পেল না। চায়নাতে এখন আর কোনো খোজারই দরকার নেই।'
- মাও শাসনামলে সান একটি মন্দিরের কেয়ারটেকারের চাকরি জোগাতে সক্ষম হন। তখন তিনি একটি পুত্র সন্তান দত্তক নেন।

BanglaBook.org

১৯৯৬ সালে সান ইয়াও তিং মারা যান আর সেই সঙ্গে পতন ঘটে হাজার বছরের খোজার ইতিহাস। জিয়া ইংহুয়া (Jia Yinghua) রচিত খোজা সান ইয়াও তিং এর সাক্ষাৎকারভিত্তিক জীবনীনির্ভর গ্রন্থটির নাম The Last Eunuch of China: The Life of Sun Yaoting.

তথ্যসূত্র :

1. Hidden Power usrf.org
2. Imperial china factsanddetails.com
3. http://factsanddetails.com/china.php?itemid=43
4. Eunuch tomb, Great Mirror website
5. New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Times of London, National Geographic, The New Yorker, Time, Newsweek, Reuters, AP, Lonely Planet Guides, Compton~s Encyclopedia and various books and other publications

চায়নার শেষ খোজা সান ইয়াও তিং

বিখ্যাত খোজাগণ

অ্যাসপামিস্ট্রেস (Aspamistres)

খোজা অ্যাসপামিস্ট্রেস (Aspamistres) ছিলেন পারস্যের একজন সেনা কমান্ডার, পার্সিয়ান কোর্টের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও পারস্যের সম্রাট প্রথম জেরেক্সেস (Xerxes-I)-এর রাজকীয় নিরাপত্তারক্ষী। খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৫ অব্দে অ্যাসপামিস্ট্রেস, জেরেক্সেসের চাচা আর্টাবানাস (Artabanus)-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্রাট জেরেক্সেসকে হত্যা করেন। আরটাবানাসের উচ্চ পদে আসীন হওয়ার নেপথ্যে ছিল ধর্মীয় কোয়ার্টারে তার জনপ্রিয়তা ও হারেম ষড়যন্ত্র। তিনি তার সাত পুত্রকেই এমন এমন পদে আসীন করেছিলেন, যাতে আকহামেনিডিসের (Achamenids-প্রথম পার্সিয়ান রাজত্ব) সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করা যায়।

খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৫ অব্দে আর্টাবানাস, অ্যাসপামিস্ট্রেসের সহযোগিতায় সম্রাট জেরেক্সেকে খোজা হত্যা করেন। গ্রিক ঐতিহাসিকগণ এ হত্যার বিষয়ে পুরোপুরি একমত নন। ঐতিহাসিক সেসিয়াস (Ctesias)-এর মতে, এ হত্যার পর আর্টাবানাস জেরেক্সেসের বড় পুত্র ক্রাউন প্রিন্স দারিয়াসকে (Darius) দায়ী করেন এবং তার আরেক পুত্র আর্টেক্সজেরক্সেসকে (Artaxerxes) সম্রাট বানান এবং দারিয়াসকে হত্যা করেন। কিন্তু অ্যারিস্টোটলের মতে, আর্টাবানাস প্রথমে দারিয়াসকে হত্যা করেন ও তারপর জেরেক্সেসকে হত্যা করেন। আর্টেক্সজেরক্সেস যখন এই হত্যার বিষয়টি জানতে পারেন তিনি তখন আর্টাবানাস ও তার পুত্রদের হত্যা করেন।

আর্টোক্সারেস (Artoxares)

খোজা আর্টোক্সারেস (Artoxares, খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৫-৪১৯ অব্দ) ছিলেন পার্সিয়ান সম্রাট প্রথম আর্টেক্সজেরক্সেস ও সম্রাট দ্বিতীয় দারিয়াস (Darius-II)-এর অ্যাম্বাসাডর ও প্রতিনিধি। তিনি খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন এবং তাদের শাসনামলে প্রশাসন পরিচালনার মূল ভূমিকায় ছিলেন তিনি। গ্রিক চিকিৎসক ও ঐতিহাসিক সেসিয়াস (Ctesias-খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক)-এর মতে, ২০ বৎসর বয়সেই আর্টোক্সারেস পারস্যে সাম্রাজ্যের ব্যাবিলন প্রদেশের বিদ্রোহী গভর্নর জেনারেল মেগাবাইজাস (Megabyzus) সঙ্গে যোগ দেন, যদিও খ্রিস্টপূর্ব ৪৪৫ অব্দে সম্রাট আর্টোক্সেরেস ও

BanglaBook.org

মেগাবাইজাস মতবিরোধ দূর করে পুনরায় একত্রিত হন। কিন্তু কিছুদিন পর সম্রাট আর্টেক্সজেরক্সেস পুনরায় মেগাবাইজেসের ওপর অসন্তুষ্ট হলে তাকে পারস্যের গালফ শহরে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন। আর খোজা আর্টোক্সারেস যে মেগাবাইজাসকে সহায়তা করেন তাকে পারস্যের কোর্ট থেকে বহিষ্কার করে আর্মেনিয়াতে নির্বাসনে পাঠানো হয়। অনেকের মতে, তাকে আর্মেনিয়ার গভর্নর হিসেবে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু এ তথ্যটি বিতর্কিত এবং ঐতিহাসিক সেসিয়াস বিষয়টিকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দেন।

খ্রিস্টপূর্ব ৪২৪ অব্দে স্রমাট আর্টেক্সজেরক্সেসের মৃত্যুর পর তার বড় পুত্র ক্রাউন প্রিন্স দ্বিতীয় দারিয়াস (Darius-II) ও অপর পুত্র প্রথম জেরেক্সেস (Xerxes-I) সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্বের একপর্যায়ে পারস্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের একপর্যায়ে দারিয়াস জেরেক্সেসসহ অপরাপর ভাইদের হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। খোজা আর্টোক্সারেস এ সময় কোর্টের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিতে পরিণত হন। এক সময় আর্টোক্সারেস সম্রাটকে হত্যা করে ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত করলে তা প্রকাশ হয়ে যায় এবং রানি পেরিসাতিস (Parysatis)-এর নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়।

বাগোয়াস (Bagoas)

বাগোয়াস (Bagoas) খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ বৎসর পূর্বের পার্সিয়ার সম্রাট তৃতীয় আর্টাক্সেরেক্সেস (Artaxerxes-III)-এর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনিই আর্টাক্সেরেক্সেসকে হত্যা করেন। বাগোয়াস পুরনো পার্সি শব্দ, যার অর্থ খোজা। পুরনো পার্সিয়ান গ্রিক লেখনীতে বাগোয়াসকে বাগোই (Bagoi) নামেও লেখা হয়েছে। বাগোয়োস খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৬ অব্দে মারা যান। বাগোয়াস ছিলেন একজন খোজা, যিনি পরবর্তীকালে সম্রাট তৃতীয় আর্টাক্সেরেক্সেসের প্রধান উজির নিয়োজিত হয়ে তার পক্ষে রাষ্ট্র শাসন করতেন।

বাগোয়াস এক সময় রোহদিয়ান (Rhodian বর্তমানে গ্রিসের রোডস দ্বীপ)-এর লোভী জেনারেল মেন্টর (General Mentor)-এর সঙ্গে হাত মিলান এবং তার সহযোগিতায় ৩৪২ অব্দে পুনরায় মিসরকে পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত করতে সক্ষম হন। বাগোয়াস এতই ক্ষমতাধর হয়ে ওঠেন যে, প্রদেশগুলোতে তিনিই গভর্নর নিয়োগ দিতেন। আর্টাক্সেরেক্সেস রাজত্বের শেষ দিকে মূলত তিনিই ছিলেন পারস্যের নেপথ্য শাসক। ঘটনাচক্রে তৃতীয় আর্টাক্সেরেক্সেসের পুরো পরিবারই বাগোয়াসের হাতেই নিহত হয় এবং বাগোয়াস তার পুত্র আর্টাক্সেরেক্সেসকে (Artaxerxes-IV Arses) সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বানিয়ে তিনিই নেপথ্যে রাজ্য চালাতেন। পরবর্তী সময়ে বাগোয়াস আর্টাক্সেরেক্সেসকেও হত্যা করেন।

BanglaBook.org

বাগোয়াস (Bagoas)

খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের খোজা বাগোয়াস (Bagoas) ছিলেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের একজন অতিপ্রিয় পাত্র। প্রাচীনকালের তথ্যে জানা যায়, বাগোয়াস নামে এই বালক ছিল দেখতে খুবই সুন্দর, যার সঙ্গে পার্সিয়ান সম্রাট তৃতীয় দারিয়াস (Darius-III) ছিলেন খুবই ঘনিষ্ঠ। সম্রাট দারিয়াসের সঙ্গে সখ্যের কারণে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটও এক সময় বাগোয়াসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। বাগোয়াসের প্রতি আলেকজান্ডার এতই দুর্বল ছিলেন যে, তিনি অনেক ক্ষেত্রেই বাগোয়াস কর্তৃক প্রভাবিত হতেন। বাগোয়াস আলেকজান্ডারকে প্রভাবিত করে পার্সিয়ানদের প্রতি আলেকজান্ডারের আচরণভঙ্গির পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন। বাগোয়াসের কারণে আলেকজান্ডার তার জয়কৃত সকল রাষ্ট্রকে রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে জনগণকে রোমান সাম্রাজ্যের প্রতি অনুগত হওয়ার নির্দেশ দেন। আলেকজান্ডারের সেলেসিড বিজয়ের মাধ্যমে প্রাচ্যে গ্রিক সংস্কৃতির অনুপ্রবেশও ঘটে এবং এটাও বাগোয়াসের অবদান।

এ সম্পর্ক নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। গ্রিক ঐতিহাসিক প্লুটার্ক (Plutarch, ৪৬-১২০ সাল) একটি ঘটনার বর্ণনা করেছেন যে, এক উৎসবের সময় (ভারত থেকে ফেরার পথে) তার সঙ্গীরা আলেকজান্ডারকে এই যুবককে চুমু দেওয়ার দাবি জানায়। ইংল্যান্ডের ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস লেখিকা মেরি রেনাল্ট (Mary Renault) তার দ্য পার্সিয়ান বয় (The Persian Boy) উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন," একবার তিনি (আলেকজান্ডার) একটি সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতা উপভোগ করছিলেন, তখন তিনিও (আলেকজান্ডার) মদ পান করে খুবই উত্তেজিত ছিলেন। তার প্রিয় বাগোয়াস, গান গাওয়া এবং নৃত্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন। প্রতিযোগিতা শেষে প্রতিযোগীরা মঞ্চ থেকে বের হয়ে আলেকজান্ডারের নিকট যায় এবং সে বসে আলেকজান্ডারের পাশে। তারপর মেসিডোনিয়ান দর্শকরা জোরে হাত তালি দিতে থাকে এবং রাজাকে বিজয়ীকে চুমু খাওয়ার বাজি ধরে। শেষ পর্যন্ত আলেকজান্ডার তার হাত বাড়িয়ে দেন এবং তাকে চেপে ধরে চুমু খান।'

ফিলেতেরাস (Philetaerus)

খোজা ফিলেতেরাস (Philetaerus খ্রিস্টপূর্ব ৩৪৩-২৬৩ অব্দ) ছিলেন আত্তালিদ (Attalid Dynasty) রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ফিলেতেরাস জন্মগ্রহণ করেন আনাতোলিয়ার কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী তিইয়াম (Tieium বর্তমানে তুরস্কে অবস্থিত) শহরে। তার মা ছিল পাফলাগোনিয়ান (Paphlagonia, আনাতোলিয়ার উত্তরাঞ্চল) ও পিতা ছিলেন গ্রিক।

BanglaBook.org

নেপলস্ আর্কিওলজিকাল মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ফিলেতেরাসের মার্বেল পাথরের মূর্তি

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মৃত্যুর পর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নিয়ে তার আঞ্চলিক গভর্নরদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, যা ডাইডোচির যুদ্ধ (Wars of the Diadochi) নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে ফ্রাইজিয়া (Phrygia)-র গভর্নর অ্যান্টিগেনানাস (Antigonus), থ্রাসের (Thrace) এর গভর্নর লাইসিম্যাকাস (Lysimachus), ব্যাবিলনিয়ার (Babylonia) গভর্নর সেলুকাস (Seleucus) সহ আরো অনেকেই এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ফিলেতেরাসও এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং প্রথমে অ্যান্টিগোনাসের পক্ষে যুদ্ধ করলেও পরে লাইসিম্যাকাসের সঙ্গে যুক্ত হন। খ্রিস্টপূর্ব ৩০১ অব্দে ইপসাসের (Battle of Ipsus) যুদ্ধে অ্যান্টিগোনাস নিহত হলে তিনি পারগামান প্রদেশের কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত হন।

খ্রিস্টপূর্ব ২৮২ অব্দ পর্যন্ত ফিলেতেরাস লাইসিম্যাকাসের পক্ষে কাজ করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে লাইসিম্যাকাসের তৃতীয় স্ত্রী আর্সিনোর (Arsinoë) সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি লাইসিম্যাকাসকে ক্ষমতাচ্যুত করে পারগামানের দুর্গ ও ট্রেজারিসহ সেলুকাসের সঙ্গে যোগ দেন। খ্রিস্টপূর্ব ২৮১ অব্দে সেলুকাস টলেমি সেরানাসের হাতে নিহত হলে তিনি আরো বেশি স্বায়ত্ত শাসন পান এবং একই সঙ্গে পার্শ্ববর্তী শহরগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করে নিজের শক্তিকে আরো বৃদ্ধি করেন। তার ৪০ বৎসরের শাসনামলে তিনি পারগামানে অ্যাক্রোপোলিস (Acropolis), ডেমেটার মন্দির (Temple of Demeter) ও অ্যাথেনার মন্দির (Temple of Athena) নির্মাণ করেন।

BanglaBook.org

ফিলেথেরাসের ছবি অঙ্কিত মুদ্রার দুই পিঠ

ফিলেতেরাসের খোজা হওয়ার কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। পারগামানের প্রথম আত্তালিদ রাজা প্রথম আত্তালুসের মতে, ফিলথেরাস যখন বালক ছিলেন তখন এক ভিড় জনতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় কেউ তার শুক্রাশয় এমনভাবে চেপে ধরে যে তা রীতিমতো গলে যায়। অনেক ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন, আত্তালুস যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটি কেবল তার রাজবংশের পরিচিতি ও সুনাম বৃদ্ধির জন্যই তিনি এ বক্তব্য দিয়েছেন। কিন্তু তৎকালীন সময়ে রাজকীয় সার্ভিসে সেবা দেওয়ার জন্যই খোজাদের নিয়োগ দেওয়া হতো এবং যারা সব সময় ছিল অবহেলিত এবং বঞ্চিত।

ঘটনা যেটিই হোক, ফিলেতেরাস খোজা ছিলেন এটিই সত্য। তার মৃত্যুর পর তার ছবি মুদ্রিত করে বৃহদাকারের মুদ্রা বের করা হয়, যাতে লেখা ছিল 'তিইয়ামের ফিলথেরাস, শিশু অবস্থা থেকেই খোজা ছিলেন, একটি মৃতদেহ সৎকারের অনুষ্ঠানে এ ঘটনাটি ঘটে আর তখন আরো অনেক মানুষই উপস্থিত ছিল। এক নার্স ফিলেথেরাসকে বহন করছিল, তখন ভিড়ের মধ্যে কেউ তার শুক্রথলি এমনভাবে শক্তভাবে চেপে ধরে যে শিশুটি মারাত্মকরকম আহত হয়ে প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। কাজেই তিনি ছিলেন একজন খোজা, কিন্তু খুবই প্রশিক্ষিত এবং তিনি তার বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছেন।'

ফিলেতেরাস কোনো দিন বিয়ে করেননি, আর যেহেতু তিনি ছিলেন খোজা তার কোনো সন্তানও ছিল না। তিনি তার ভাই ইউমেনেসের পুত্র প্রথম ইউমেনেসকে (Eumenes-I) দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেন, যিনি খ্রিস্টপূর্ব ২৬৩ অব্দে ফিলেতেরাসের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন।

BanglaBook.org

সিমা কিয়ান (Sima Qian)

চায়নার হান রাজবংশের (Han Dynasty) শাসনামলের বিখ্যাত খোজা সিমা কিয়ান (Sima Qian) রোমানদের নিকট পরিচিত ছিলেন সসু-মা কিয়েন (Ssu-ma Chi'en) নামে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয়/প্রথম শতকের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও

পন্ডিত সিমা কিয়ানই চায়নিজ হিস্টোগ্রাফির জনক (Historiography : ইতিহাস লেখনীর পদ্ধতি, প্রাথমিক ও অন্তর্বর্তীকালের তথ্যসমূহ ক্রমানুসারে বিন্যাস করা)। তিনিই প্রথম ক্রমানুসারে চায়নিজ সাম্রাজ্যের ইতিহাস নথিবদ্ধ করেন। সিমা কিয়েন-এর জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ১৪৫/১৩৫ অব্দে এবং তার পিতার নাম সিমা তান (Sima Tan)।

সিমা কিয়ানের পিতা সিমা তান ছিলেন একজন অ্যাস্ট্রোলোজার, যিনি হান সম্রাট উ (Emperor Wu of Han)-এর শাসনামলে একজন স্ক্রাইব (Scribe) হিসেবে কাজ করতেন। চায়নিজ স্ক্রাইব হল রাজকীয় কোর্টেরই একটি অংশ, যাদের সরকারী কর দিতে হত না। স্ক্রাইব'রা রাজার বিভিন্ন প্রকার অফিশিয়াল কাজ করতেন এবং ইচ্ছা করলে কিংবা রাজার নির্দেশে সেনাবাহিনীতেও যোগ দিতে পারতেন। সিমা তানের প্রধান কাজ ছিল রাজকীয় লাইব্রেরি ম্যানেজ করা ও পঞ্জিকা তৈরি করা। সিমা কিয়ানের পিতা ছোটবেলাতেই তাকে এ সকল বিষয়ে কঠোর প্রশিক্ষণ দেন। প্রচন্ড মেধাবী সিমা কিয়ান ১০ বৎসর বয়সেই পুরনো গ্রন্থ ও নথিপ্রত্র পড়াশোনাতে বেশ অভিজ্ঞ হয়ে যান। এরই মধ্যে সিমা কিয়ান বিখ্যাত কনফুসিয়ান (Confucian) অনুসারী কঙ্গ আঙ্গু (Kong Anguo) এবং ডং ঝংসু (Dong Zhongshu)-র ছাত্র হিসেবে শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর সিমা কিয়ান প্রাচীন স্থাপনাগুলো সম্পর্কে আরো জানার জন্য সেঙডং, ইউনান, হেবাই, ঝেজিয়াং, জিয়াংসু ও হুনানা পরিভ্রমণ করেন।

সিমা কিয়ান

ভ্রমণ শেষে সিমা জন্মস্থান লঙ্গমেন-এ (হুনান প্রদেশ) ফিরে এলে তাকে প্রাসাদ প্রশাসনের একজন কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়, যেখানে তার

কাজ ছিল সম্রাট হান উদির সঙ্গে (Han Wudi) থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করা ও তার বর্ননা লিপিবদ্ধ করা। খ্রিস্টপূর্ব ১১০ অব্দে তাকে বারবারিয়ন গোত্রের (Barbarian Tribe) বিদ্রোহ দমনে এক সেনা ক্যাম্পেইনে পাঠানো হয়। এরই মধ্যে তার পিতা অসুস্থ হয়ে গেলে তাকে ফেরত পাঠানো হয় তার পিতার অসম্পূর্ণ কাজগুলো শেষ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। পিতার নির্দেশে তিনি ১০৯ অব্দে সংগৃহীত সিজিগুলো (Shiji মহান ঐতিহাসিকগণের লেখনী) বিন্যাস ও সংকলন করা শুরু করেন। এভাবে তিনি তিন বৎসর অতিক্রম করেন এবং একপর্যায়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিকে পরিণত হন। এ কাজের পাশাপাশি সিমা সম্রাটকে রাজ্য বিষয়ে উপদেশও দিতেন।

সিমা কিয়ান ও তার পিতা দুজনেই ছিলেন হান রাজাদের রাজকীয় জ্যোতির্বিদ। সে সময় জ্যোতির্বিদদের একটা আলাদা গুরুত্ব ছিল। চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের কারণে সরকারের ওপর কী প্রভাব ফেলবে কিংবা চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ ইত্যাদি কখন সংঘটিত হবে ও তার প্রভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন বন্যা ও ভূমিকম্প ইত্যাদি সম্পর্কে আগাম অবগত করাও ছিল তাদের কাজ।

সিজি সম্পূর্ণরূপে সংকলিত করার পূর্বেই খ্রিস্টপূর্ব ১০৪ অব্দে "সিমা কিয়ান তাইচুলি (Taichuli)" বা ক্যালেন্ডার তৈরি করেন। এটি আসলে একটি কুইন ক্যালেন্ডার (Qin calendar) যা অনুসরণ করে সিমা কিয়ান তৈরি করেন তার তাইচুলি যা ছিল সে সময়ের সবচেয়ে আধুনিক কিয়ান ক্যালেন্ডার। তাইচুলি ছিল সে সময়ে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ক্যালেন্ডার। সিমা কিয়ানের তাইচুলি আসলে ছিল চায়নিজ ক্যালেন্ডার জগতে একটি বড় বিপ্লব, সিমা কিয়ানই প্রথম তার তাইচুলিতে ৩৬৫.২৫ দিনে এক বৎসর ও ২৯.৫৩ দিনে এক মাস গণনা করেন। জোতির্বিদ্যায় তার অসামান্য অবদানের জন্য ক্ষুদ্র গ্রহ ১২৬২-কে তার সম্মানে নামকরণ করা হয়েছে সিমাকিয়ান (Simaqian)।

খ্রিস্টপূর্ব ৯৯ অব্দে দুই সেনাকমান্ডার লি লিং (Li Ling) ও লি গুয়াংলি (Li Guangli) জিয়োঙ্গনুতে এক সেনা ক্যাম্পেইন পরিচালনা করেন এবং সম্রাট হান উদি পরাজয় মেনে নেন। সকল রাজকীয় কর্মকর্তাও লি লিং-এর আনুগত্য মেনে নিলেও শুধু সিমা কিয়ান লি লিং-এর সঙ্গে যোগ দিতে অপরাগতা প্রকাশ করেন। লি লিং সিমাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেন। সে সময় মৃত্যুদন্ড থেকে রেহাই পেয়ে লঘু দন্ড পাওয়ার বিধান ছিল। আপিলের পর কোর্ট লঘু দন্ড প্রদান বিবেচনা করলে তাকে নির্ধারিত আর্থিক জরিমানা প্রদান কিংবা খোজাকরণ, যেকোনো একটি প্রযোজ্য হতো। যেহেতু সিমা কিয়ানের যথেষ্ট অর্থ ছিল না তাই তিনি দ্বিতীয়টিই বেছে নেন এবং তাকে খোজা করে বন্দি হিসেবে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

BanglaBook.org

তিন বৎসর পর খ্রিস্টপূর্ব ৯৬ অব্দে সিমা কিয়ান কারাগার থেকে মুক্ত হন। কারাগার থেকে বের হয়ে অন্যান্য জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তির মতো আত্মহত্যার পথ বেছে না নিয়ে একজন খোজা হিসেবে প্রাসাদের কর্মচারী হিসেবে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, কারণ তার আসল উদ্দেশ্য ছিল অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করা। সিমা কিয়ান খ্রিস্টপূর্ব ৮৬ অব্দে মারা যান।

গেনিমেডেস (Ganymedes)

খোজা গেনিমেডেস ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের প্রাচীন মিসরের শেষ ফারাও সম্রাজ্ঞী সপ্তম ক্লিওপেট্রার (Cleopatra VII) উপদেষ্টা ও তার সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল। পরবর্তী সময়ে ক্লিওপেট্রার সৎবোন প্রিন্সেস চতুর্থ আর্সিনো (Arsinoe IV)-এর পক্ষ নিয়ে ক্লিওপেট্রার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ান। প্রিন্সেস আর্সিনো (খ্রিস্টপূর্ব ৬৮-৪১ অব্দ) ছিলেন দ্বাদশ টলেমি আওলেটিস (Ptolemy XII Auletes)-এর কনিষ্ঠ কন্যা এবং টলেমি রাজবংশের শেষ সদস্যা। সপ্তম ক্লিওপেট্রা ও প্রিন্সেস আর্সিনো উভয়েরই পিতা দ্বাদশ টলেমি আওলেটিস, কিন্তু মাতা ভিন্ন একইভাবে তিনি ত্রয়োদশ টলেমিরও (Ptolemy XIII) সৎভগ্নি।

গেনিমেডেস ছিলেন প্রিন্সেস আর্সিনোর শিক্ষক। ত্রয়োদশ টলেমি ও ক্লিওপেট্রার মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে সাম্রাজ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে প্রিন্সেস আর্সিনো টলেমির পক্ষ নেন। আর্সিনো, গেনিমেডেসের সহযোগিতায় প্রাসাদ থেকে বের হয়ে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তিনি সেনাবাহিনীর জেনারেল একিলাসকে (Achillas) হত্যা করেন। একিলাস, খোজা পথিনাস (Pothinus)-এর ষড়যন্ত্রে নিহত রোমান সৈনিক ও রাজনীতিবিদ ও রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের মেয়ের স্বামী, পম্পের (Pompey) খুনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। একিলাসকে হত্যার পর আর্সিনো গেনিমেডেসকে তার পদে স্থলাভিষিক্ত করেন।

যখন একিলাস আলেকজেন্দ্রিয়া অবরোধ করেন, গেনিমেডেসের সেনাবাহিনী তখন পানির উৎস, নদীর সন্ধানে ছিল এবং আলেকজেন্দ্রিয়াতে যে নদীর খাল দিয়ে পানি প্রবাহিত হয় তার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। গেনিমেডেস তার অংশের পানিতে বাঁধ দিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে সিজারের অংশের পানিতে লবণাক্ত পানি দিয়ে ভরিয়ে দেয়। কয়েক দিন পর যখন খালের পানির উচ্চতা বেড়ে যায় এবং পানি লবণাক্ত হয়ে যায় তখন তার সৈন্যরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, কারণ সুপেয় পানি পাওয়া না গেলে যুদ্ধ করা তো দূরের কথা বেঁচে থাকই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তারা বিষয়টি সিজারকে অবগত করেন এবং এর সমাধান বের করতে অনুরোধ করেন। সিজারও বিষয়টি খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মোকাবিলা করেন, তিনি তার সৈন্যদের প্রচুর পরিমাণে কূপ খননের নির্দেশ

BanglaBook.org

দেন। সিজার অবগত ছিলেন যে আলেকজেন্দ্রিয়া তৈরি হয়েছে চুনা পাথরের ওপর—কাজেই কূপের ভেতরস্থ চুনা লবণ শুষে নেবে এবং তার সৈন্যবাহিনীর পানীয়জলের অভাব হবে না। এভাবে সিজার তার সৈন্যদের শান্ত করেন।
গেনিমেডেসের এই চাল ব্যর্থ হওয়ার দুই দিন পর রোমান সেনাবাহিনীর ৩৭ ডিভিশন তখন পানীয়জল সংগ্রহের জন্য মিসর আগমন করে এবং আলেকজেন্দ্রিয়াতে নোঙর করার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রচন্ড বাতাসের কারণে তা কোনভাবেই নোঙ্গর করতে পারছিল না। এই সংবাদ পেয়ে সিজার তার নৌবহরের একটি অংশ নিয়ে তাদের সহযোগিতার জন্য যান এবং একই সঙ্গে নতুন পানির উৎস সন্ধানে তার কয়েকজন কর্মকর্তাকে তীরে পাঠান। তারা গেনিমেডেসের অশ্বারোহী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে এবং তারা তাদের জেনারেলকে অবগত করে এবং সিজারের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়।
সকল যুদ্ধজাহাজ নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে গেনিমেডেস সিজারের বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধে একিলাসের সৈন্যবাহিনী সিজারের নিকট মারাত্মকভাবে পর্যদুস্ত হয় এবং একপর্যায়ে যুদ্ধে পরজায় মেনে নেওয়ার চিন্তাও করতে থাকে। কিছুদিন পর গেনিমেডিস পুনরায় বহরে আরো জাহাজ যুক্ত করে বিশালাকার বহর নিয়ে পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, যাতে তিনি জয়ী হতে পারেন। এই যুদ্ধে সিজারের এডমিরাল ইফফারনর (Euphranor) খুব কৌশল অবলম্বন করেন এবং এতে গনিমেডিসের সেনাবাহিনী পূর্বের চেয়ে বেশি পর্যদুস্ত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৪৭ অব্দে আরেক যুদ্ধে গেনিমেডিস নিহত হন।

পথিনাস (Pothinus)

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের খোজ পথিনাস (Pothinus, খ্রিস্টপূর্ব ১০০ -৪৮/৪৭ অব্দ) ছিলেন প্রাচীন মিসরের ফারাও সম্রাট টলেমি প্রতিষ্ঠিত টলেমি রাজবংশের (Ptolemy Dynasty) রাজা দ্বাদশ টলেমির (Ptolemy XII) একজন উপদেষ্টা। পথিনাস, ত্রয়োদশ টলেমিকে (Ptolemy XIII) তার সৎবোন সপ্তম ক্লিওপেট্রার (Cleopatra VII) বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফিরিয়ে আনেন এবং এর ফলে প্রাচীন মিসরে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। তিনি রোমান সৈনিক, রাজনীতিবিদ ও জুলিয়াস সিজারের মেয়ের স্বামী পম্পেকে হত্যা করে তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তা জুলিয়াস সিজারকে উপহার দেন।
খ্রিস্টপূর্ব ৫১ অব্দে রাজা দ্বাদশ টলেমি মারা যাওয়ার পূর্বেই তিনি উইল করে যান যে, তার পুত্র ত্রয়োদশ টলেমি ও কন্যা ক্লিওপেট্রা দুজনই সহ রাজা হিসেবে (Co-Rulers) মিসরের শাসনকর্তা হবেন এবং তাদের অভিভাবক হিসেবে থাকবেন রোমান সাম্রাজ্যের শাসক। দ্বাদশ টলেমি মারা যাওয়ার সময় তার পুত্র ত্রয়োদশ টলেমি ছিলেন অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং খোজা পথিনাস ছিলেন

BanglaBook.org

তার উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি। অন্যদিকে রোমান সাম্রাজ্যের জেনারেল একিলাস (Achillas) ও জনপ্রতিনিধি ও তার্কিক থিওডোটাস অব চয়েস (Theodotus of Chios) ছিলেন মিসরের রাজার অভিভাবক।

ক্লিওপেট্রা ও টলেমি যখন শাসক হওয়ার উপযুক্ত হন, পথিনিয়াস ছিলেন টলেমির উপদেষ্টা। অনেক মিসর বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিক মনে করেন, পথিনাস তার প্রভাব কাজে লাগিয়ে ক্লিওপেট্রার বিরুদ্ধে টলেমিকে যুদ্ধে নামান। খ্রিস্টপূর্ব ৪৮ অব্দের এক বসন্তে পথিনাসের নির্দেশনায় টলেমি ক্লিওপেট্রাকে হটিয়ে দিয়ে মিসরের একক শাসক হওয়ার জন্য উদ্যোগ নেন। পথিনাসের উদ্দেশ্য ছিল টলেমিকে পুতুল রাজা বানিয়ে নেপথ্যে থেকে রাজ্য পরিচালনা করা। তারা প্রথমদিকে সফলও হয় এবং প্রাচীন মিসরের রাজধানী আলেকজেন্দ্রিয়ার দখল নেয় এবং ক্লিওপেট্রাকে শহর থেকে বিতাড়িত করে। বিতাড়িত হয়ে ক্লিওপেট্রা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তার অনুগত সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে নেন। ফলে মিসরে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই সুযোগে ক্লিওপেট্রার সৎবোন চতুর্থ আর্সিনো, যার সিংহাসন পাওয়ার কোনো সুযোগই ছিল না তিনিও সিংহাসনের দাবীদার হয়ে ওঠেন।

এরই মধ্যে রোমেও গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং ফারসালাসের যুদ্ধে (Battle of Pharsalus) পরাজিত হয়ে পম্পে মিসরে রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রার্থনা করেন। চতুর পথিনাস আশ্রয় দেওয়ার মিথ্যা অভিনয় করেন এবং খ্রিস্টপূর্ব ৪৮ অব্দে পথিনাসের এক জেনারেল পম্পেকে হত্যা করে তার মস্তিষ্ক কর্তন করেন। পরে জুলিয়াস সিজারকে উপহার হিসেবে এই কর্তিত মস্তিষ্ক দেওয়া হয়। উল্লেখ্য পম্পে তখন সিজারের বিরুদ্ধে ছিলেন। পথিনাস আশা করছিলেন এতে জুলিয়াস সিজার খুশি হবেন এবং তাদের পক্ষ অবলম্বন করবেন।

কিন্তু সিজার এ ঘটনায় খুবই দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেন এবং পম্পের দেহ খুঁজে বের করে রোমান কায়দায় মৃতদেহের শেষকৃত্য করার নির্দেশ দেন। পথিনাস বিষয়টিতে হতবাক হয়ে যান। কারণ তার কানে আসেনি মহান সিজার যুদ্ধ পরাজিতদের ক্ষমা করে দিয়ে মুক্তি দিয়েছেন এবং এরই মধ্যে সিজারের বিরুদ্ধাচরণকারী ক্যাসিয়াস (Cassius), সিসেরা (Cicero) ও ব্রুটাসকে (Brutus) তিনি মুক্তি দিয়েছেন। আসলে খুশি হওয়ার পরিবর্তে সিজার বরং পথিনাসের ওপর বিরক্তই হয়েছিলেন। এ সুযোগটি কাজে লাগান ক্লিওপেট্রা। তিনি পথিনাসের ভুলের সুযোগে সিজারের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং একপর্যায়ে সিজারের প্রণয়ীতে পরিণত হন।

সিজার পথিনাসকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং একই সঙ্গে টলেমির সঙ্গে ক্লিওপেট্রার বিয়ের আয়োজন করেন। কিন্তু জুলিয়াস সিজারের লেখা কমেন্টারি ডি বেলো সিভিলি (Commentarii de Bello Civili বা Commentaries on the

BanglaBook.org

Civil War : পম্পের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ ও রোমান সিনেট সম্পর্কিত গ্রন্থ)-এর শেষ অধ্যায়ে তিনি বর্ণনা করেছেন, পথিনাস পরে জেনারেল একিলাসের সঙ্গে মিত্রতা করে আলেকজেন্দ্রিয়া আক্রমণের আহ্বান জানিয়ে এক পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু এই দূত জুলিয়াসের সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে ও চিঠির বিষয়টি প্রকাশ পেয়ে যায়। তাই পথিনাসকে বন্দি করে জেলে প্রেরণ করা হয় এবং একটি ছুরি দিয়ে জেলের ভেতর তাকে হত্যা করেন।

স্পোরাস (Sporus)

Sporus একটি প্রাচীন গ্রিক শব্দ, যার অর্থ বীজ এবং বীজের স্ত্রী লিঙ্গ হলো স্পোরা (Spora)। কিন্তু স্পোরাস একজন পুরুষ এবং পরবর্তী সময়ে সম্রাট নিরো তাকে বিয়ে করেন এবং তখন নিরোর নামানুসারে তার নাম হওয়া উচিত ছিল নিরো ক্লডিয়াস স্পোরাস (Nero Claudius Sporus), কিন্তু তা হয় নি।

স্পোরাসের ছেলেবেলা সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। যতটুকু জানা যায় তা হলো, বালক স্পোরাসকে নিরো খুব পছন্দ করতেন। প্রাচীন রোমে কেউ ইচ্ছা করলে কোনো ক্রীতদাসের মালিককে ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাকে মুক্ত করতে পারতেন এবং তারা ফ্রিডম্যান (Freedman) নামে অভিহিত হতো। নিরো, স্পোরাসকে তার প্রভুর নিকট হতে মুক্ত করেন এবং সে হিসেবে স্পোরাস একজন ফ্রিডম্যান।

প্রাচীন রোমে পুইয়ার ডেলিকেটাসদের অনেককেই খোজা করা হয়, যাতে তার কিশোরসম লাবণ্য বজায় থাকে। পুইয়ের ডেলিকেটাস হলো একজন ক্রীতদাস বালক, যাকে তার প্রভুর ইচ্ছায় খোজা করা হয় মূলত প্রভুকে যৌনানন্দ দেওয়ার জন্য।

রোমান সম্রাট নিরোর স্ত্রী পোপ্পায়ে সাবিনা (Poppaea Sabina) ৬৫ সালে মারা যান এবং নিরো ৬৬ সালে পুনরায় স্টাটিলিয়া মেসালিনাকে (Statilia Messalina) বিয়ে করেন। পরবর্তীকালে ৬৭ সালে তিনি স্পোরাসকে বিয়ে করেন। নিরো স্পোরাসের শুক্রথলি ফেলে দিয়ে খোজা বানিয়ে তাকে বিয়ে করেন। বিয়ের সময় স্পোরাস, রোমান সম্রাজ্ঞীর বিয়ের পোশাক রেজালিয়া (Regalia) পরিধান করেন। বিয়ের পর নিরো তাকে গ্রিসে নিয়ে যান এবং তারপর রোমে ফিরে আসেন। রোমে ফিরে এসে স্পোরাসের সেবা প্রদানের জন্য নিরো মিস্ট্রেস অব ইমপেরিয়াল ওয়ার্ডোব (Mistress of Wardrobe) হিসেবে কালভিয়া ক্রিসপিনিল্লাকে (Calvia Crispinilla) নিয়োগ দেন।

BanglaBook.org

স্পোরাস-এর মূর্তি

আবার স্পোরাস, পুইয়ার ডেলিকেটাসদেরও (Puer delicatus) একজন। সম্রাট নিরো স্পোরাসকে বিয়ে করার পূর্বে পিথাগোরাস নামে (Pythagoras) আরো একজন ফ্রিডম্যানকে বিয়ে করেছিলেন, যিনি নিরোর স্বামীর ভূমিকায় ছিলেন। পক্ষান্তরে স্পোরাস ছিলেন স্ত্রীর ভূমিকায়। গ্রিকদের নিকট স্পোরাস লেডি, এমপ্রেস ও মিসট্রেস নামেও পরিচিত ছিলেন। সমসাময়িক কালের গ্রিক ঐতিহাসিক সুতোনিয়াস (Suetonius) নিরোর বিয়ে প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, নিরোর পিতা গ্যানিয়াস ডমিটাস আহেনবারাস (Gnaeus Domitius Ahenobarbus) যদি কোনো খোজা বালক বিয়ে করত তবে পৃথিবীটা আরো সুন্দর হতো।

রোমান ঐতিহাসিক সুতোনিয়াস নিরো-স্পোরাস সম্পর্ক নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,তার যৌন কর্মকান্ড স্বাভাবিক ছিল না, তিনি ভেস্টাল ভার্জিন (Vestal Virgin মহিলা খ্রিস্ট ধর্মযাজক) থেকে আরম্ভ করে তার মাতা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনেকের মতে, নিরো তার গর্ভবতী স্ত্রী সাবিনাকে লাথি মেরে হত্যা করার ফলে তার অনুশোচনা প্রশমন করার জন্য তিনি স্পোরাসকে বিয়ে করেন। আরেক ঐতিহাসিক ডিওন ক্যাসিয়াস (Dion Cassius)-বলেন, নিরো

BanglaBook.org

স্পোরাসকে সাবিনা নাম ধরে ডাকত। নিরোর মৃত্যুর কিছুদিন আগে স্পোরাস নিরোকে প্রোসারপিনার ধর্ষণ (Rape of Proserpina-যেখানে আন্ডার গ্রাউন্ডের অপরাধী একটি বালিকাকে বিবাহ করতে বলপ্রয়োগ করেছিল) ছবি অঙ্কিত একটি দামি পাথরের আংটি উপহার দেন। অনেকেই মনে করে, নিরোর পতনের অনেক কারণের একটি তার অনৈতিক যৌন কর্মকান্ডের অভিশাপ।

নিরোর জীবনের শেষ যাত্রার সঙ্গীও ছিলেন স্পোরাস। সঙ্গে আরো ছিলেন ইপাফ্রোডিটস (Epaphroditos), নিউফাইটাস (Neophytus) ও ফাওন (Phaon)। নিরো তার নিজের জীবন শেষ করার পূর্ব ধর্মীয় আচার পালনের সময়ও তার সঙ্গে ছিল স্পোরাস, নিরো তার স্ত্রী মেসিলানকে (Messalina) সঙ্গে নেননি।

নিরোর মৃত্যুর পর স্পোরাসের দায়িত্ব নেন উচ্চপদস্থ পেরিটোরিয়ান গার্ড (Praetorian Guard-রোমান সম্রাটকে নিরাপত্তা প্রদানকারী দল) কর্মকর্তা নিম্ফিডিয়াস সাবিনাস (Nymphidius Sabinus)। যিনি নিরোর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে তাকে চিরতরে শেষ করার জন্য পেরিটোরিয়ান গার্ডের নেতৃত্ব দেন। কিন্তু এরপর নিরো যখন নিজেকে সম্রাট ঘোষণা দেন তখন নিম্ফিডিয়াসের নিজের সৈন্যবাহিনীই তাকে হত্যা করে। নিম্ফিডিয়াস, স্পোরাসকে স্ত্রীর মতোই ব্যবহার করতেন, যদিও তিনি তাকে বিয়ে করেননি। নিম্ফিডিয়াস স্পোরাসকে পোপ্পাইয়া (Poppaea) নামে ডাকতেন।

নিম্ফিডিয়াসের মৃত্যুর পর ৬৯ সালে স্পোরাস সম্রাট অথো (Otho)-যিনি মাত্র তিন মাসের জন্য রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন—তার সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। সম্রাট হওয়ার মাত্র তিন মাসের মধ্যেই তিনি তার সেনাবাহিনী কর্তৃক নিহত হন। পরের বৎসর স্পোরাসও মারা যান। নিম্ফিডিয়াসের মৃত্যুর পর ভিটিলিয়াস (Vitellius) সম্রাট হন এবং তার শাসনামলও ছিল মাত্র আট মাস। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে জনতাকে খুশি করার জন্য রোমান সাম্রাজ্যে সেনাবাহিনীর গ্লাডিয়েটরিয়াল কমব্যাটস (Gladiatorial Combats) দল জনগণকে আনন্দ দিতে বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করত। সম্রাট ভেটিলিয়াস স্পোরাসকে প্রোসারপিনার ধর্ষণ (Rape of Proserpina) নাটকে গ্লাডিয়েটরিয়াল কমব্যাটসদের সঙ্গে নাটিকা মঞ্চস্থ করতে আদেশ দেন, যেখানে স্পোরাসকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করতে হবে। উল্লেখ্য এই চরিত্রে স্পোরাসকে ধর্ষণের স্বীকার হতে হতো। এই আপত্তিকর চরিত্রে অভিনয় করে নিজকে আর অপমানিত করতে চাননি স্পোরাস। তিনি আত্মহত্যা করে নিজেকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স ২০-এর নিচে ছিল।

BanglaBook.org

ইথিওপিয়ান কোর্টের নাম না জানা খোজা (Unidentified Eunuch of the Ethiopian Court)

খ্রিস্ট-পরবর্তী প্রথম শতকে রচিত নিউ টেস্টামেন্টের (New Testament) পঞ্চম গ্রন্থ দি অ্যাক্টস অব দি অ্যাপোস্টলস (The Acts of the Apostles)-এ অষ্টম অধ্যায়ে নাম না জানা এক খোজার কথা বলা হয়েছে। মূল সাত খ্রিস্টীয় ধর্মগুরুর একজন ফিলিপ দি অ্যাভেঞ্জেলিস্টকে (Philip the Evangelist) দেবদূত (Angel) জেরুজালেম থেকে গাজা পর্যন্ত যাওয়ার নির্দেশ দেয়। তিনি পথিমধ্যে এক ইথিওপিয়ান খোজার সাক্ষাৎ পান, যিনি পবিত্র ভূমি জেরুজালেমে প্রার্থনা শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। এই খোজা একটি চ্যরিয়টে (Chariot : ঘোড়ায় টানা চাকাযুক্ত গাড়ি) বসে বুক অব ইসায়াহ (Book of Isaiah) পাঠ করছিল। ফিলিপ তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি যা পড়ছ তার অর্থ কি তুমি জানো?' খোজা উত্তর দেয়, 'আমি কীভাবে এর অর্থ জানব? আমার কি কোনো শিক্ষক আছে, যিনি আমাকে বুঝিয়ে দেবেন?'খোজা, ফিলিপকে তা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ফিলিপ তাকে যিশুর গসপেল (Gospel: ঈশ্বর ও যিশুর সম্পর্কিত বাণী) শোনান এবং তাকে ব্যাপ্টিজমে দীক্ষিত হওয়ার কথা বলেন। অতঃপর তারা জলে নামেন ও তাকে ব্যাপ্টিজমে দীক্ষিত করেন।

১৬২৬ সালে ডাচ শিল্পী রেমব্রান্দর আঁকা ছবিতে খোজার ব্যাপ্টিস্ট দীক্ষা গ্রহণ

এই ইথিওপিয়ান খোজা সম্ভবত রানি ক্যানডেইসের একজন কোর্ট কর্মকর্তা ছিলেন। প্রাচীন আফ্রিকান কুশ সাম্রাজ্যের (Kingdom of Kush) রানি ও রানি মাতার উপাধি ছিল ক্যানডেইস। কুশ, নুবিয়া (Nubia) ও ইথিওপিয়া (Ethiopia) নামেও পরিচিত।

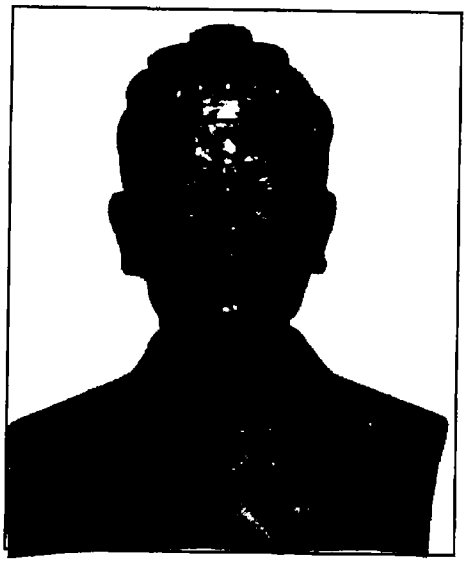

Cai Lun and the Art of Papermaking

কাই লুনের ব্রোঞ্জের মূর্তি

কাই লুন (Cai Lun)

প্রথম/দ্বিতীয় শতকের চায়নিজ খোজা কাই লুন (Cai Lun), প্রাচীন রোমানদের নিকট যিনি পরিচিতি ছিলেন সাই লুন (Ts'ai Lun) নামে। আর চায়নিজ স্টাইলে পরে তার নাম হয় জিংঝং (Jingzhong)। কাই লুন লেখার কাগজ আবিষ্কার করেছিলেন বিষয়টি স্বীকৃত এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণাদিও রয়েছে। তিনি শুধু কাগজ আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত থাকেননি, প্রাচীন চায়না সাম্রাজ্যে কাগজের গুরুত্ব এবং তা কীভাবে তৈরি করতে হবে তাও শিখিয়ে গেছেন। যদিও কাই লুনের পূর্বে চায়নাতে কাগজ ছিল তবে তার তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না। কাই লুন কাগজ তৈরির পদ্ধতিকে আরো উন্নত করেন এবং তার তৈরি কাগজ ছিল অনেক উন্নতমানের।

কাই লুন, হান রাজবংশের (Han Dynasty) শাসনামলে আনুমানিক ৫০ সালে প্রাচীন চায়নার গুইয়াং (Guiyang) শহরে জন্মগ্রহণ করেন, যা বর্তমানে হুনান প্রদেশের লিং ইয়াং শহর। কাই লুন খোজা হিসেবে হান সম্রাট হি (He of

BanglaBook.org

Han)-এর আমলে রাজকীয় কোর্টে ৭৫ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। তারপর তার বেশ পদন্নোতি হয় এবং ৮৯ সালে তাকে রাজ্যের অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানার ইন-চার্জ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি তিনি প্রাসাদের একজন নিয়মিত সহযোগীও হিসাবেও কাজ করতেন। পরবর্তীতে তিনি সম্রাজ্ঞী দো (Empress Dou)-এর পক্ষে ষড়যন্ত্রে যুক্ত হন। ধারণা করা হয় সম্রাজ্ঞী দো এর রোমান্টিক সঙ্গী সং (Consort Song)-এর মৃত্যুর সঙ্গেও কাই লুন জড়িত ছিলেন। সম্রাজ্ঞী দো-এর মৃত্যুর পর কাই লুন সম্রাজ্ঞী দেং সুই (Empress Deng Sui)-এর সঙ্গী হন।

১০৫ সালে কাই লুন কাগজ তৈরির প্রকৃত কাচামাল আবিষ্কার এবং একই সঙ্গে কাগজ তৈরির পদ্ধতিও আবিষ্কার করেন। বর্তমানে অত্যাধুনিক মেশিনে অতি উন্নতমানের কাগজ তৈরি হলেও সবারই কাগজ তৈরির মূলনীতি কিন্তু সেই কাই লুই-এর প্রাচীন পদ্ধতি। যেমন মন্ড তৈরি করে, শিট বানানো এবং পানি শুকিয়ে অতি পাতলা শিট বানানো যা এখনো অনুসরণ করা হয়। তার এই কাগজ তৈরির জন্য মানবসভ্যতা আজীবন তাকে স্মরণ রাখবে। কাই লুনকে তার আবিষ্কারের জন্য তার জীবদ্দশাতেই মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং তিনি পেয়েছেন যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা। পরবর্তীকালে সরকারিভাবে প্রকাশিত তার জীবনীর এক অংশে লেখা হয়েছে :

"প্রাচীন আমলে সাধারণত লেখালেখি ও ক্যাপশনের জন্য ব্যবহৃত হতো বাঁশের তৈরি ট্যাবলেট কিংবা চিহ (Chih) অর্থাৎ সিল্কের টুকরা। কিন্তু সিল্ক অত্যন্ত দামি ও বাঁশের ওজন খুব বেশি হওয়ায় তার ব্যবহার খুব সহজ ছিল না। সাই লুন (Tshai Lun [Cai Lun]) তখন গাছের ছাল, আফিম গাছের (Hemp) ফেলে দেওয়া অংশ, অপ্রোয়জনীয় কাপড় ও নষ্ট হয়ে যাওয়া মাছ ধরার জালের টুকরা থেকে কাগজ তৈরির নতুন ধারণা দিলেন। তিনি সম্রাট ইউয়ান-সিং (Yuan Sing-আনুমানিক ১০৫ সাল)-এর নিকট তার কাগজ তৈরির পদ্ধতি উপস্থাপন করেন এবং তিনি এর জন্য তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। আর এ সময় হতেই সর্বত্র কাগজ ব্যবহার শুরু হয় এবং তাই কাগজকে বলা হয় 'মারকুইস সাই-এর কাগজ' বা The Paper of Marquis Tshai। সম্রাট তার এই অসামান্য আবিষ্কারের জন্য তাকে উচ্চ শ্রেণীর উপাধি প্রদানসহ প্রচুর ধনসম্পদও প্রদান করেন।"

১২১ সালে সম্রাজ্ঞী দেং-এর মৃত্যু হলে তার সঙ্গী সং-এর পৌত্র হান সম্রাট এন (Emperon Ann) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন এবং কাই লুনকে জেলখানায় রিপোর্ট করার নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, সম্রাজ্ঞী দেং-এর একজন সঙ্গী ছিলেন কাই লুন। কাই লুন এই আদেশে খুব অপমানিত বোধ করেন। কাই লুন কারাগারে রিপোর্ট করার পরিবর্তে দীর্ঘ সময় নিয়ে স্নান করেন এবং খুব দামি

BanglaBook.org

সিল্কের পোশাক পরিধান করে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। পরবর্তীকালে তাকে অবশ্য সম্মান প্রদানের জন্য মন্দিরে পূজা উৎসবের আয়োজন করা হয়। চায়নার সঙ্গ রাজবংশের শাসনামলের (Song Dynasty ৯৬০-১২৭৯ সাল) ফেই জুহ (Fei Zhu) লেখনীতে জানা যায়, চেঙ্গডুতে (Chengdu) কাই লুনের সম্মানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেখানে কাগজ তৈরির কারখানায় কর্মরত শত শত পরিবার দূর-দূরান্ত থেকে এই মন্দিরে আসেন তাকে সম্মান দেখানোর জন্য।

ওরিগেন (Origen)

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ওরিগেন (Origen) ১৮৪/১৮৫ সালে মিসরের আলেকজেন্দ্রিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। ওরিগেন গসপেল অব ম্যাথিউ (Gospel of Matthew) পড়ে নিজেই নিজের খোজাকরণ করেন। গসপেল অব ম্যাথিউ-এর ১৯:১২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'সব খোজার জন্যই যেমন, যারা মায়ের পেট থেকেই খোজা হয়ে জন্মেছে, আবার অনেক খোজা আছে যাদের এই মানুষেরাই খোজা বানিয়েছে এবং আরেক শ্রেণীর খোজা আছে, যারা নিজেরাই নিজ কর্তৃক খোজা হয়েছে তারা সবাই বেহশেতের রাজ্যে বসবাস করবে। তাই কেউ যদি খোজা হতে ইচ্ছা পোষণ করে তবে তাকে খোজা হতে দাও।' খ্রিস্টীয় লেখক ও ল্যাটিন খ্রিস্টানরীতির জনক ঐতিহাসিক টারটুলিয়ান (১৬০-২২৫ সাল) লিখেছেন, যিশুখ্রিস্ট খোজা ছিলেন। বিষয়টি অনেক বিতর্কিত এবং এর সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণও নেই।

২০২ সালে সেপ্টিমাস সেভেরাস (Septimius Severus)-এর শাসনামলে গণহারে খ্রিস্টান হত্যা শুরু হলে ওরিগেনের পিতা লিওনাইড অব আলেকজেন্দ্রিয়া (Leonides of Alexandria) ইহুদিদের হাতে নিহত হন। রোমান ঐতিহাসিক ও পরবর্তী সময়ে প্যালেস্টাইনের ক্যাসারিয়ার বিশপ ইউসেবিয়াস (Eusebius ২৬৩-৩৩৯ সাল)-এর মতে, ওরিগেনও তার পিতাকে অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার মা তার সকল কাপড়চোপড় লুকিয়ে রাখায় তিনি তা করতে পারেননি। লিওনাইডের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তখন ৯ সদস্যের এই পরিবারটি মারাত্মক অর্থকষ্টের মধ্যে পড়ে। একজন ধনী মহিলা ওরিগেনকে তার তত্ত্বাবধানে নিয়ে যান। কিন্তু এই মহিলা খ্রিস্টান হলেও অর্থডক্স ধারার সঙ্গে না মেলায় অল্প কিছুদিন পরই ওরিগেন সেখান থেকে চলে যান।

ওরিগেন নিজে সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়ার জন্য তার গ্রন্থাগার বিক্রয় করে দেন এবং এর ফলে এখান থেকে প্রতিদিন মাত্র চার ওবল (Obols) পেতেন। সারা

BanglaBook.org

ওরিগেন

দিন তিনি ছাত্র পড়াতেন ও রাতের অধিকাংশ সময় বাইবেল চর্চা করতেন এবং খুব কঠিনভাবে অ্যাসিটিজমে অভ্যস্ত হতে থাকেন। (Asceticism বা জাগতিক সুখ ও আনন্দ থেকে বিরত থেকে আধ্যাত্মিক সাধনা করা)। ইউসেবিয়াস আরো বর্ণনা করেন, তিনি ম্যাথিউ ১৯:১২ পড়ে আরো অনুপ্রাণিত হন এবং নিজেই নিজের খোজাকরণ করেন। মধ্যযুগে এ ব্যাখ্যা খুব বিশ্বাসযোগ্য হয়েছিল এবং এ প্রসঙ্গ হেলোইসের (Heloise আনুমানিক ১০৯০ সাল, ফরাসি নান, পন্ডিত ও লেখিকা) নিকট লেখা পিটার অ্যাবলার্ড (Peter Abelard ১০৭৯-১১৪২ সাল, ফরাসি দার্শনিক ও ধর্মবিশারদ এবং একজন খোজা)-এর চিঠির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেখানে একই কথা বলা হয়েছে। ব্রিটিশ সংসদ সদস্য ও ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন (Edward Gibbon ১৭৩৭-১৭৯৪ সাল) তার গ্রন্থেও একই গল্প সত্য বলে গ্রহণ করেছেন।

ইউট্রোপিয়াস (Eutropius)

পঞ্চম শতকের রোমান খোজা ইউট্রোপিয়াসই (Eutropius) ছিলেন রোমান সাম্রাজ্যের একমাত্র সম্মানিত খোজা এবং রোমান কনসালের একজন প্রভাবশালী সদস্য। রোমান কনসাল ছিল রোমান সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ। ইউট্রোপিয়াস, রোমান সম্রাট প্রথম থিউডোসিয়াস (Theodosius I)-এর প্রাসাদে একজন খোজা হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন।

BanglaBook.org

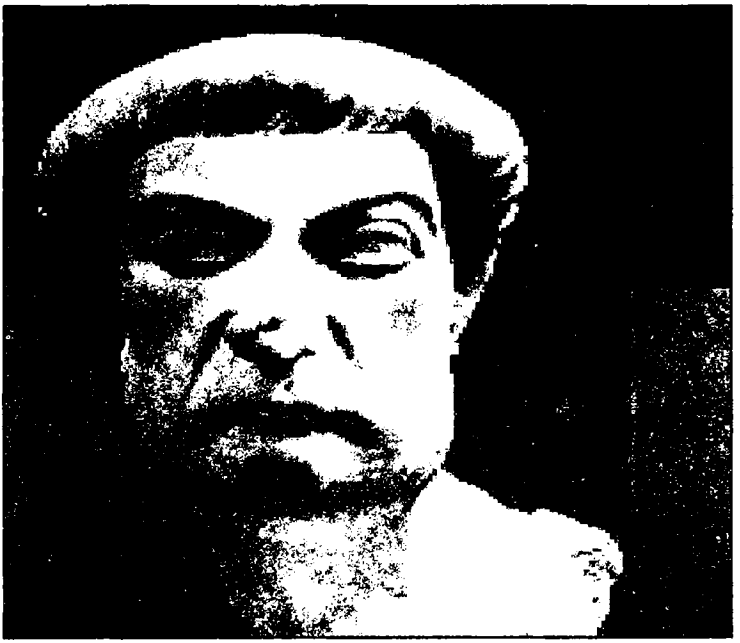

ভিয়েনার কুনসদিসস্টোরিসচেস জাদুঘরে ইউট্রোপিয়াস-এর ভাঙা মূর্তি

৩৯৫ সালে সম্রাট থিউডোসিয়াসের মৃত্যুর পর তিনি নতুন সম্রাট থিউডোসিয়াস পুত্র আর্কাডিয়াসের (Arcadius) সঙ্গে রোমান সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ড ফ্লাভিয়াস বাউতোর (Flavius Bauto) কন্যা এলিয়া ইউডোক্সিয়ার (Aelia Eudoxia) বিবাহের আয়োজন করেন। কিন্তু এই বিয়েতে বাদ সাধেন আর্কাডিয়াসের প্রধানমন্ত্রী রুফিনাস (Rufinus)। রুফিনাস চেয়েছিলেন দুর্বল চিত্তের এই রাজা, যেন তার তরুণী কন্যাকে বিয়ে করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইউট্রোপিয়াস, এলিয়ার সঙ্গেই নতুন রাজার বিয়ের সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হন। একই বৎসর রুফিনাস নিহত হলে আর্কাডিয়াস নেতৃত্বাধীন রোমান রাজত্বের পূর্বাঞ্চলের বাইজেন্টিয়ান কোর্টে ইউট্রোপিয়াস একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হন এবং পাশাপাশি তিনি তার ঘনিষ্টতম উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করতে থাকেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, রুফিনাসকে হত্যার সঙ্গে ইউট্রোপিয়াস জড়িত ছিলেন।

৩৯৮ সালে চায়নার হান অনুপ্রবেশ রোধ করে তাদের পরাজিত করলে ইউট্রোপিয়াসের ওপরে ওঠার পথ আরো সুগম হয় এবং এই বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য পরের বৎসরই তিনি বাইজেন্টাইন কোর্টের (Consul) কনসাল হিসেবে নিযুক্ত হন। রোমান কোর্টে এত উচ্চপদে তিনিই প্রথম এবং তারপরও আর কোনো খোজা এত উচ্চপদে নিয়োগপ্রাপ্ত হননি। ক্রমে ক্রমে তার সঙ্গে রোমান সেনাবাহিনীর গথিক মারসিনারিস কমান্ডার গেইনাস (Gaïnas) ও সম্রাজ্ঞী

BanglaBook.org

ইউডোক্সিয়া'র শত্রুতে পরিণত হন। উল্লেখ্য ইউডোক্সিয়াকে রানি বানিয়েছিলেন ইউট্রোপিয়াস। তখন রোমান সেনাবাহিনীতে কেবল টাকার বিনিময়ে যুদ্ধ করত, এ রকম সৈন্য ছিল এবং তারা মারসিনারিস (Mercenaries) নামে পরিচিত ছিল। এই দুজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব নানা প্রকার ফন্দি করে একই বৎসরে তার পতন ঘটান।

ক্ষমতা থেকে ইউট্রোপিয়াসের পতনের পর কনস্টান্টিপোলের তৎকালীন আর্চ বিশপ অবশ্য তাকে আরো কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখার অনুরোধ করেন। কিন্তু তার পূর্বেই বৎসরের শেষ দিকে তাকে হত্যা করা হয়।

ক্রাইসাফিয়াস (Chrysaphius)

সম্রাট দ্বিতীয় থিওডোসিয়াসের শাসনামলে (৪০৫-৪৫০ সাল) ক্রাইসাফিয়াস (Chrysaphius) প্রাসাদের একজন খোজা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। মূলত চাটুকারিতা ও আনুগত্যের করেন ক্রাইসাফিয়াস একপর্যায়ে পূর্ব রোমান রাজত্বের সম্রাট থিওডোসিয়াসের মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছিলেন। সম্রাট থিওডোসিয়াসের শাসনামলে হান সৈন্যরা তার সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে ক্রাইসাফিয়াস তাদেরকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ফেরত পাঠান, যা কিনা তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করলে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হতো তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। বাইজেন্টাইন ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন ক্রাইসাফিয়াস সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন প্রাচীন আমলের সেরা দুষ্ট প্রকৃতির শাসকদের একজন। বাইজেন্টাইন ঐতিহাসিকদের মতে, তার নাম ছিল তাইয়োমা (Taiouma) বা তুমনা (Tumna)। কনস্টান্টিপোলে বসবাসরত গ্রিক ঐতিহাসিক মালাস (৪৯১-৫৭৮ সাল)-এর মতে, ক্রাইসাফিয়াস দেখতে অত্যন্ত সুদর্শন হওয়ায় সম্রাট দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস তাকে খুব পছন্দ করতেন। প্রথম জীবনে তিনি সম্রাটের শয়নকক্ষের একজন অ্যাটেনডেন্ট ছিলেন এবং দুর্বল প্রকৃতির সম্রাটকে ব্যবহার করে তিনি মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন।

৪৪১ সালে কনস্টান্টিপোলে সাইরাস (Cyrus) নামে মিসরে জন্মগ্রহণকারী এক অখ্রিস্টান কবি বাস করতেন, যিনি সে সময় খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে ক্রাইসাফিয়াস তার পতনের জন্য ফন্দি আটতে থাকেন। ক্রাইসাফিয়াস এর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সাইরাস খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু এতেও ক্ষান্ত হননি ক্রাইসাফিয়াস, তিনি সাইরাসকে আরো ঝামেলায় ফেলার জন্য ফিরজিয়ার (Phyrgia) কটেইয়াম (Cotyaeum) চার্চের আর্চ বিশপ হিসেবে তাকে নিয়োগ দেন। এর নেপথ্যে কারণ ছিল কটেইয়ামের স্থানীয় জনগণ পূর্ববর্তী চারজন আর্চ বিশপকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। সাইরাস সেখান থেকে কোনোক্রমে পালিয়ে যান

BanglaBook.org

এবং পরে ৪৫১ সালে চ্রাইসাফিয়াস মারা গেলে তিনি পুনরায় কনস্টান্টিপোলে ফিরে আসেন।

চ্রাইসাফিয়াস ৪৪৩ সালে প্রাসাদের ম্যানেজার নিযুক্ত হন এবং এরপর থেকে তিনি দুর্বলচিত্তের থিওডোসিসের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তার মুখ্যমন্ত্রী হন এবং একই সঙ্গে তিনি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রও করতে থাকেন। তিনি সম্রাজ্ঞী ইউডোসিয়াকে (Eudocia) ব্যবহার করে থিওডোসিসের ভগ্নি পুলচেরিয়াকে (Pulcheria) কোর্ট থেকে বিতাড়িত করেন। তারপর তিনি সম্রাজ্ঞী ইউডোসিয়াকেও অনৈতিক সম্পর্কের অপবাদ দিয়ে নির্বাসনে প্রেরণ করেন। আর এভাবেই চ্রাইসাফিয়াস হয়ে ওঠেন নেপথ্য সম্রাট। কথিত আছে, চ্রাইসাফিয়াস থিওডোসিসের নিকট কোনো কাগজপত্র স্বাক্ষরের জন্য আনলে তিনি তা না পড়েই স্বাক্ষর দিয়ে দিতেন।

৪৪৭ সালে হান রাজা আতিলা কনস্টান্টিপোল আক্রমণের জন্য রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত আসার পর চতুর চ্রাইসাফিয়াস তাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করেন, যাতে তিনি রাজ্য আক্রমণ না করেন এবং তাতে কাজ হয়। আতিলা তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে যান।

চ্রাইসাফিয়াস ইকলেসিয়াসটিকাল কোর্টেও মামলা মোকদ্দমা ফয়সালা করায় হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। তিনি ঘুষ গ্রহণ করে বিচারকদের তার পক্ষে রায় প্রদান করতে বাধ্য করতেন। কিন্তু কনস্টান্টিপোলের আর্চ বিশপ ফ্লাভিয়ান (Flavian) চ্রাইসাফিয়াসের এ জাতীয় অনৈতিক কাজের বিরোধিতা করেন। চ্রাইসাফিয়াস সম্রাটকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, নতুন আর্চ বিশপকে সম্রাটের জন্য উপহার প্রদান করতে হবে। এই সংবাদ পেয়ে ফ্লাভিয়ান সম্রাটকে তিন টুকরা রুটি উপহার হিসেবে প্রেরণ করেন। চ্রাইসাফিয়াস এ উপহার গ্রহণ করেননি এবং তিনি উপহার হিসেবে ফ্লাভিয়ানের নিকট স্বর্ণ দাবি করেন। উত্তরে ফ্লাভিয়ান বলেন, চার্চের প্রধান হিসেবে তার দায়িত্ব চার্চের সম্পদ রক্ষা করা, তিনি চার্চের স্বর্ণ তাকে উপহার দিতে পারবেন না। ফলে তিনি চ্রাইসাফিয়াসের শত্রুতে পরিণত হন।

থিওডোসিস ভগ্নি পুলচেরিয়া তখনো বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। তিনি ফ্লাভিয়ানের পক্ষ নেন। কিন্তু চ্রাইসাফিয়াসের সঙ্গে পেরে ওঠেননি। কারণ চ্রাইসাফিয়াস ফ্লাভিনের চিরশত্রু ডিসকোরাসকে (Dioscorus) আলেকজেন্দ্রিয়ার প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন এবং তার সহযোগিতা নিয়ে তিনি পুলচেরিয়াকে নির্বাসনে প্রেরণ করেন।

৪৪৯ সালে নতুন করে হান সমস্যা দেখা দেয়। চ্রাইসাফিয়াস হান রাজা আতিলাকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। তিনি থিওডোসিসের অনুমতি নিয়ে আতিলার সেনাবাহিনীর প্রধান এডিকনকে (Edecon) আতিলাকে হত্যার জন্য

BanglaBook.org

বলেন এবং এ ব্যাপারে তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাসও দেন। এডিকন প্রথমে রাজি হলেও পরে এই পরিকল্পনার বিষয়টি আতিলাকে খুলে বলেন। আতিলা সঙ্গে সঙ্গে রায় দেন যে তিনি ট্রাইসাফিয়াসের বিচ্ছিন্ন মস্তিষ্ক চান। অবস্থা বেগতিক বুঝে ট্রাইসাফিয়াস অর্থসহ এক দূতকে আতিলার নিকট প্রেরণ করেন এবং তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। উত্তরে আতিলা জানান, যদি সম্রাট তাকে প্রতি বৎসর ৭০০ পাউন্ড স্বর্ণ প্রদান করতে সম্মত হন তবে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন।

রাজ্যের নাগরিকদের ওপর এমনিতেই ট্রাইসাফিয়াস প্রচুর ট্যাক্স বাড়িয়েছিলেন। এখন এই অর্থ প্রদানের জন্য ট্যাক্স অনেক গুণ বেড়ে যাবে। আলেকজেন্দ্রিয়া যদি হান রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধেও অবতীর্ণ হতো তাহলে যে অর্থ খরচ হতো তা এই পরিমাণের চেয়ে অনেক কম। এসব ঘটনায় রাজ্যে ট্রাইসাফিয়াস খুব দ্রুতই তার জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেন, এমনকি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অনেকেই তার বিরুদ্ধে চলে যান।

৪৫০ সালে থিওডোসিস মারা যান এবং তখন মাসিয়ান (Marcian) হন পরবর্তী সম্রাট, যিনি ট্রাইসাফিয়াসকে মোটেও পছন্দ করতেন না। একই সঙ্গে আরো বিপত্তি ঘটে যখন তিনি ট্রাইসাফিয়াস কর্তৃক বিতাড়িত থিওডোসিসের ভগ্নি পুলচেরিয়াকে বিবাহ করেন। এরা দুজনেই ছিলেন ট্রাইসাফিয়াসের ঘোর শত্রু। তার মৃত্যু নিয়ে কিছু বিতর্ক রয়ে গেছে। ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ মনে করেন, পুলচেরিয়া ট্রাইসাফিয়াসকে তার নৈতিক শত্রু জর্ডানের হাতে তুলে দেন, যিনি তাকে হত্যা করেন। আবার অনেকের মতে, মার্সিয়ান বিচারের জন্য তাকে কোর্টে হাজির হতে বললে কোর্ট থেকে ফেরার পথে উত্তেজিত জনতা তাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করে। পরে তার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

নার্সেস (Narses)

নার্সেস (৪৭৮-৫৭৩ সাল) ছিলেন একজন খোজা ও বাইজেন্টাইন সম্রাট প্রথম জাস্টিনিয়ান (Justinian I)-এর একজন বিশ্বস্ত জেনারেল। নার্সেস ৫৫২ সালে তাজিনির যুদ্ধে (Battle of Taginae) অস্ট্রোগোথাসকে (Ostrogoths) পরাজিত করেন এবং রোমকে রক্ষা করে সাম্রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখেন। নার্সেস ছিলেন একজন আর্মেনিয়ান রোমান। তিনি তার জীবনের প্রায় পুরো সময়টিই কাটিয়েছেন একজন ধর্মভীরু কিন্তু সাহসী ও পরোপকারী হিসেবে। তার কালের সব সম্রাটের সময়ই তিনি কনস্টান্টিনোপলের প্রাসাদের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তার দৃঢ় নীতির কারণে বাইজেন্টাইন সকল সম্রাটই নার্সেসকে কুব সমীহ করে চলতেন।

BanglaBook.org

নার্সেসের জন্ম কবে তা জানা যায়নি। তিনি কীভাবে খোজা হয়েছিলেন তা সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি ৪৭৮-৪৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার মৃত্যু সালও বিতর্কিত। ধারণা করা হয় তিনি ৫৬৬-৫৭৪ সালের মধ্যে মারা যান—সেই হিসাবে তিনি ৮৬-৯৬ বৎসর বেঁচেছিলেন।

খোজা নার্সেস

নার্সেস খুব ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং ভার্জিন মেরি ছিল তার তপস্যা। কথিত আছে, তিনি কেবল তার নির্দেশ পেলেই যুদ্ধ করতেন। নার্সেস রোমান সেনাবাহিনীর প্রধান হওয়ার পূর্বেই কাপ্পাডোসিয়াতে একটি মোনাস্ট্রি তৈরি করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল অবসরের পর যাতে তিনি সেখানে কেবল ধর্মকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকতে পারেন। নার্সেস কীভাবে কনস্টান্টিপোলে এলেন কিংবা কীভাবেই বা প্রাসাদে প্রবেশ করলেন—সে ব্যাপারে তেমন কোনো তথ্য নেই। যতটুকু জানা যায় তা হলো তিনি সম্রাট জাস্টিনিয়ানের ব্যক্তিগত স্টেয়ার্ড ছিলেন এবং তার কোষাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করতেন। সে হিসেবে বলা যায়, তিনি ছিলেন রাজকীয় ট্রেজারির প্রধান। পরবর্তী সময়ে তিনি সম্রাটের খোজা নিরাপত্তারক্ষী দলের প্রধান হন।

চ্যারিয়ট বা ঘোড়ার গাড়ি টানা প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে ৫৩২ সালে কনস্টান্টিপোলে কয়েক সপ্তাহব্যাপী যে বিদ্রোহ ও রায়ট সংঘটিত হয় এবং যার ফলে সম্রাট প্রথম জাস্টিনিয়ান (Justinian I)-এর পতনও প্রায় ঘনিয়ে এসেছিল ইতিহাসে তা নিকা রায়ট (Nika Riots) বা নিকা বিদ্রোহ নামে

BanglaBook.org

পরিচিত। প্রধান দুই চ্যারিয়ট দল নীল ও সবুজ দলের সমর্থকগণ সম্মিলিতভাবে জাস্টিনিয়ানের পতনের জন্য রীতিমতো যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে নার্সেস অন্তিম মুহূর্তে তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে জাস্টিনিয়ানের সিংহাসন রক্ষা করেন।

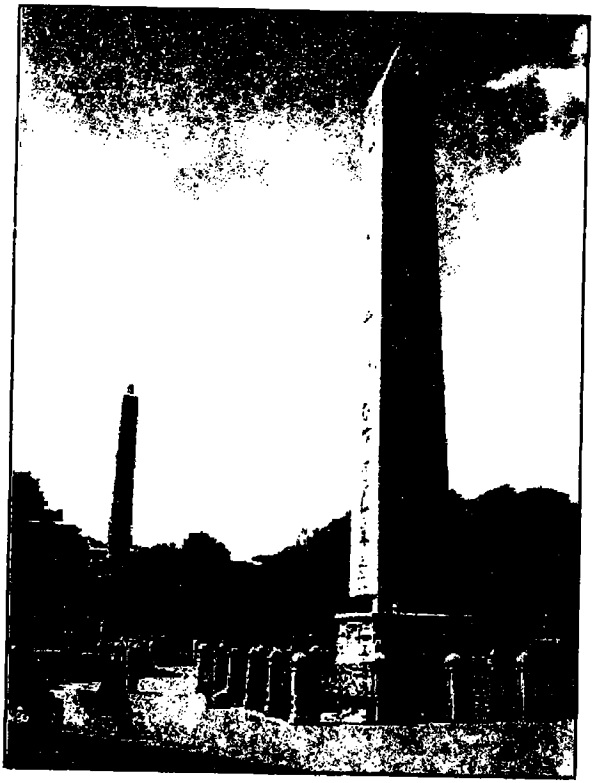

বাইজেন্টাইন আমলে নির্মিত ইস্তাম্বুলের হিপ্পোড্রোম (বর্তমানের সুলতান আহমেদ স্কয়ার)

নিকা রায়ট ও নার্সেস

চ্যারিয়ট বা ঘোড়ার গাড়ি টানা প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে ৫৩২ সালে কনস্টান্টিপোলে কয়েক সপ্তাহ ব্যপী যে বিদ্রোহ ও রায়ট সংঘঠিত হয় এবং যার ফলে সম্রাট প্রথম জাস্টিনিয়ান (Justinian I) এর পতনও প্রায় ঘনিয়ে এসেছিল ইতিহাসে তা নিকা রায়ট (Nika Riots) বা নিকা বিদ্রোহ নামে পরিচিত। নিষ্ঠুর এই রায়টে কনস্টান্টিপোলের প্রায় অর্ধেক বাড়িঘরই আগুনে পুরে গিয়েছিল এবং তাতে প্রায় ১০,০০০-৩০,০০০ মানুষ মারা যায়।

প্রাচীন রোমান ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য কতগুলি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত ছিল যা ডেমি (Deme) নামে পরিচিত। তখন নাগরিকত্বের জন্য ডেমি পরিচয় দরকার হত এবং নাগরিকদের নামের তালিকার পাশে ডেমি উল্লেখ করা থাকত। সে আমলে বিশেষ বিশেষ খেলাধুলা যেমন চ্যারিয়ট দৌড় (Chariot Racing)

BanglaBook.org

প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দলকে ভিন্ন ভিন্ন ডেমি সমর্থন দিত। এই প্রতিযোগিতায় চারটি বড় চ্যারিয়ট দল ছিল যারা পোশাকের রং অনুযায়ী চিহ্নিত হত। সমর্থকরাও নিজ নিজ দলের রংয়ের পোষাক পরিধান করে এই খেলা উপভোগ করতে আসতেন এবং দলকে সমর্থন দিতেন। এই চারটি বড় টিমের পরিচয় ছিল লাল, নীল, সবুজ ও সাদা দল হিসাবে—তবে বাইজেন্টাইন আমলে নীল ও সবুজ দলেরই প্রভাব ছিল বেশি এবং সম্রাট জাস্টিনিয়ান ছিলেন নীলদলের একজন সমর্থক।

তৎকালীন সময়ে কোন সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ ছিল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সামিল। টিমগুলি যেহেতু ছিল অঞ্চল ভিত্তিক তাই সেখানকার জনগণের সামাজিক রাজনৈতিক ইস্যুর একটি প্লাটফর্মও ছিল এই টিম। চ্যারিয়ট প্রতিযোগিতার সময় এই দলগুলির সদস্যরা সার্কাস স্টাইলে ব্যাঙ্গ ও চিৎকার করে বিভিন্ন ইস্যু যেমন ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত (৫ম-৬ষ্ঠ শতকে খ্রিস্টধর্মীয় কিছু বিষয়ে মতবিরোধ তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল), সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কিংবা অন্যকোন সামাজিক ইস্যু যেমন ট্যাক্স ইত্যাদি নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে সম্রাটের সিদ্ধান্তকে নিজেদের পক্ষে আনার চেষ্টা করত। রাজ্যের শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখার জন্য রাজকীয় নিরাপত্তা বাহিনী তখন এই দলগুলোর নেতৃত্বের সহযোগিতা নিতে বাধ্য হত কারণ তখন এত বেশি মানুষ জড় হত যে নিরাপত্তারক্ষীদের একার পক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। বর্তমান বা প্রাক্তন রাজপরিবারের অন্য সদস্যরা যারা নিজেদেরকে সিংহাসনের দাবীদার মনে করতেন—তারা এই কর্মকান্ডে নেপথ্যে সহযোগিতা করতেন। স্বাভাবিকভাবেই তারা ছিলেন কনস্টান্টিপোলের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য এবং খুব প্রভাবশালী।

বর্তমান কালের উত্তেজনাপূর্ণ ফুটবল খেলা শেষে বিশৃঙ্খলার মত এই প্রতিযোগিতায়ও প্রতিবৎসর দুএকজন মারাও যেতেন। ৫৩১ সালেও এই চ্যারিয়ট দৌড় প্রতিযোগিতায় বিশৃঙ্খালার একপর্যায়ে কয়েকজন মারা যায়। এর হত্যা সাথে সংশ্লিষ্ট নীল ও সবুজদলের কয়েকজনকে গেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করা হয়। আর বাইজেন্টাইনে তখন হত্যার শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড তাই তাদের অধিকাংকেই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। কিন্তু ১০ জানুয়ারি ৫৩২ সালে দুজন নীলদলের একজন ও সবুজদলের একজন কোনভাবে পালিয়ে গিয়ে চার্চের স্যাঙ্কচুয়ারী অর্থাৎ সবচেয়ে নিরাপদ স্থানে রিফিউজি হিসাবে আশ্রয় নেন। ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজিত জনতা প্রতিবাদ জানাতে চার্চে সমবেত হতে থাকেন।

জনতার ভিড় ক্রমে ক্রমে বাড়তেই থাকে এবং এক ভয়ানক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সম্রাট জাস্টিনিয়ান ভীতসন্ত্রস্থ হয়ে পড়েন। কারন পূর্ব থেকেই সাম্রাজ্যের

BanglaBook.org

পূর্বাঞ্চলে উচ্চ ট্যাক্স নিয়ে পার্সিয়ানদের সাথে তখন আলোচনা চলছিল—একই সাথে এই নতুন সমস্যা তার সিংহাসনের ভিত্তিকেই নড়িয়ে দিয়েছিল। জনগণের দৃষ্টি ভিন্নদিকে নেওয়ার জন্য তিনি ১৩ জানুয়ারি চ্যারিয়ট প্রতিযোগিতার তারিখ নির্ধারণ করেন। এবং জনতার উদ্দেশ্যে বলেন এই দুজনকে ফাঁসির পরিবর্তে কারাদন্ড দেওয়া হবে। কিন্তু নীল ও সবুজ উভয়দলের সমর্থকরাই তাদের ক্ষমা প্রদর্শন করে মুক্তির দাবিতে অটল থাকে। ১৩ জানুয়ারি ৫৩২ সালে উত্তেজিত জনতা এই প্রতিযোগিতা উপভোগ করার জন্য হিপ্পোড্রোমে (Hippodrome) আসে। হিপ্পোড্রোম ছিল কনস্টান্টিপোল প্রাসাদের নিকটস্থ একটি সার্কাস বা খোলা ময়দান যেখানে খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হত। প্রাসাদের একটি নিরাপদ কামড়ায় বসে সম্রাট জাস্টিনিয়ান খেলা উপভোগ করতেন। এই বৎসরের প্রতিযোগিতা অন্য বৎসরের চেয়ে ভিন্ন ছিল। রেইসের শুরু থেকেই জাস্টিনিয়ানের উদ্দেশে অপমানজনক শ্লোগান দেওয়া হচ্ছিল। পড়ন্ত বিকেলে এস ২২তম রেইস শুরু হওয়ার সময় পার্টিসানরা নীল কিংবা সবুজ দলে বিভক্ত না থেকে সমস্বরে নিকা নিকা বওে মূহর্মূহ শ্লোগান দিয়ে প্রতিবাদ করতে লাগল। প্রাচীন গ্রিক শব্দ "Nika", এর অর্থ বিজয়। দলে দলে জনতা ময়দান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হতে লাগল এবং একই সাথে চলল ধ্বংসাত্মক কার্যাবলি। পরবর্তী ৫দিন জনতা প্রাসাদকে অবরুদ্ধ করে রাখে। শহরের বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এই ধ্বংসলীলা এত মারাত্মক ছিল যে শহরের প্রায় অর্ধেক বাড়িঘর এবং কনস্টান্টিপোলের সবচেয়ে বিখ্যাত চার্চ হাজিয়া (Hagia Sophia) সোফিয়াও এই ধ্বংস থেকে রক্ষা পায় নি।

রোমান সিনেটরদের অনেকেই বিশেষ করে যারা এতবেশী ট্যাক্স এর বিরোধিতা করছিলেন তারা দেখলেন জাস্টিনিয়ানকে ক্ষমতাচ্যুত করার এটি একটি সুযোগ। তাদের অনেকেই জনতার পক্ষ নিলেন এবং তাদেরকে অস্ত্রও সরবরাহ করলেন। প্রতিবাদীরা এখন জাস্টিনিয়ানের ট্যাক্স বিভাগের প্রধান জন দি কাপ্পাডোসিয়ান (John the Cappadocian) ও আইন বিভাগের ইনচার্চ ত্রিবোনিয়ানকে (Tribonian) বহিঃস্কারের দাবীতে অটল থাকেন। পরিস্থিতি দিনে দিনে জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। একসময় তারা প্রাক্তন সম্রাট আনাস্তাসিয়ুস (Anastasius I) এর ভ্রাতুষ্পুত্র হিপাটিয়াসকে (Hypatius) নতুন সম্রাট হিসাবে ঘোষনা দেন।

রাজ্যের এই পরিস্থিতিতে জাস্টিনিয়ান খুব বিষন্ন হয়ে পড়েন এবং একপর্যায়ে পালিয়ে যাওয়ারও চিন্তাভাবনা করছিলেন। কিন্তু তা স্ত্রী থিওডেরা তাকে এই কাজ থেকে বিরত থাকেত বলেন। তিনি বলেন "যারা রাজমুকুট মাথায় পরিধান করেন—তারা এটি কোনদিন ফেলতে পারেন না। আর আমি কোনদিন দেখব না

BanglaBook.org

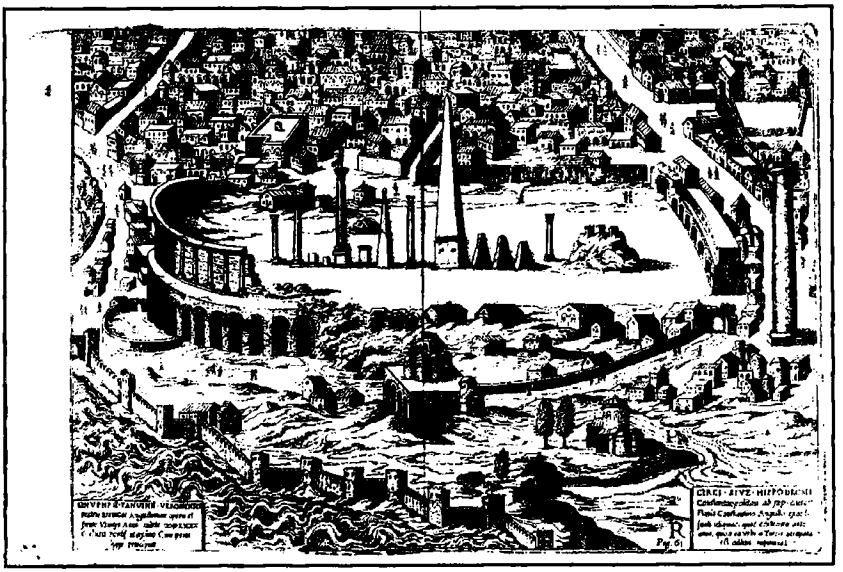

১৪৫৩ সালে আঁকা ফরাসী চিত্রশিল্পী ডি লুইডিস সিরসেনসিবাস এর আকা কনস্টান্টিপোলের হিপ্পোড্রোম

সবাই আমাকে সম্রাজ্ঞী হিসাবে স্যালুট করছে না"। যদিও সমুদ্রপথে পালানোর পথ খোলা ছিল তারপরও থিওডোরা বলেন যে তিনি এই প্রাসাদ ছেড়ে যাবেন না। তাই জাস্টিনিয়ানও কীভাবে এই অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য পুনরায়ভাবতে শুরু করেন।

বিদ্রোহের চূড়ান্ত পর্যায়ে জাস্টিনিয়ান যখন পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা করছিলেন সে মূহর্তে সম্রাট জাস্টিনিয়ান খোজা নার্সেসকে এই অবস্থা মোকাবেলা করার দায়িত্ব দেন। কারন নার্সেস সাধারণ জনগণের নিকট খুবই জনপ্রিয় ও সেনাবাহিনীতেও সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য। নার্সেস এর সাথে তার আরো দুই জেনারেল বেলিসারিয়াস (Belisarius) ও জেনারেল মুন্ডাসকেও (Mundus) বিষয়টির সমাধানের দায়িত্ব দেন। জাস্টিনিয়ান এর নিকট হতে একব্যাগ স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে কোন প্রকার অশ্রধারী প্রহরী ছাড়াই নির্ভিকচিত্তে নার্সেস, নীলদলের নিকট হাজির হলেন—যারা এরই মধ্যে শত শত মানুষকে হত্যা করেছে। তিনি নীলদের নেতৃত্বস্থানীয়দের নিকট বলেন যে সম্রাট জাস্টিনিয়ান তাদেরকে সমর্থন করেন এবং তিনি সবসময়ই চান তারা সবুজদের চেয়ে উপরে থাকুক। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে যারা চিৎকার করছে তাদের জানা উচিৎ যে হিপাটিয়াস একজন ঘোরতর সবুজ সমর্থক। তিনি সম্রাটের পক্ষ থেকে স্বর্ণের ব্যাগটি তাদের নিকট হস্তান্তর করেন। নীলদলের নেতৃত্বস্থানীয়রা কতক্ষণ নিঃশ্চুপ হয়েছিলেন—তারপর তারা নিজেরা খুব শান্তভাবে আলাপ আলোচনা করলেন। অতপর তারা তাদের সমর্থকদের সাথেও আলোচনা

BanglaBook.org

করলেন। কিছুক্ষণ পর হেপিটিয়াসের পক্ষের মিছিল থেকে নীলরা হিপ্পোড্রোম থেকে চলে গেলেন। তারপর রাজকীয় সেনাবাহিনী জেনারেল বেলিসারিয়াস ও মুন্ডাসের নেতৃত্বে একযোগে সবুজ বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে হত্যা করে অবস্থা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনেন। এই অবস্থায় সবুজরা হতভম্ব হয়ে যান এবং বাকীরা পালিয়ে জীবন রক্ষা করেন। এইভাবেই নার্সেস হিপ্পোড্রোমের বিদ্রোহ দমন করেন।

এই রায়টে প্রায় ৩০,০০০ মানুষ মারা যায়। জাস্টিনিয়ান হ্যাপিটিয়াসকে হত্যার নির্দেশ দেন আর যে সকল সিনেটর তার বিরুদ্ধচারণ করেছিলেন তাদেরকে নির্বাসনে পাঠান। পরবর্তীতে তিনি কনস্টান্টিপোল ও হাজিয়া সোফিয়া চার্চ পুনর্গঠন করেন। জাস্টিনিয়ান, হ্যাপিটিয়াসকে হত্যার নির্দেশ দেন আর যে সকল সিনেটর তার বিরুদ্ধচারণ করেছিলেন তাদের নির্বাসনে পাঠান। পরবর্তী সময়ে তিনি কনস্টান্টিপোল ও হাজিয়া সোফিয়া চার্চ পুনর্গঠন করেন।

নার্সেস ৫৬৭ মতান্তরে ৫৭৪ সালে মারা যান।

সলোমন (Solomon)

খোজা সলোমন ছিলেন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বাইজেন্টাইনের সম্রাট প্রথম জাস্টিনিয়ানের জেনারেল ও আফ্রিকার গভর্নর। উত্তর আফ্রিকা (বর্তমানে তিউনিসিয়া) নিয়ে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ও কার্থেইজদের বান্দাল সাম্রাজ্যের মধ্যে অনেক দিন ধরেই দ্বন্দ্ব ছিল। উত্তর আফ্রিকা এক সময় পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু কার্থেইজরা তা দখল করে নেয়। প্রথম জাস্টিনিয়ান তাদের পশ্চিমাঞ্চলের হারানো অঞ্চলকে কার্থেইজদের নিকট হতে উদ্ধারের সিদ্ধান্ত নেন, যদিও তার অধিকাংশ কাউন্সিলরই এর বিরোধী ছিল। ৫৩৩-৫৩৪ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে জাস্টিনিয়ানের জেনারেল বেলিসারিয়াসের নেতৃত্বে এই হারানো অংশ পুনরুদ্ধার করে। এই যুদ্ধে অবশ্য সারদিনার বিদ্রোহীদের সহায়তা নিয়ে বেলিসারিয়াস এই যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই যুদ্ধে সলোমন একজন কমান্ডার ছিলেন এবং অসাধারণ যুদ্ধ নৈপুণ্য দেখান।

সলোমন সম্ভবত ৪৮০/৪৯০ সালে সিরকাতে মেসোপোটিয়ামের সোলাচন জেলার ইডরিফথন (Fortress of Idriphthon) দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মগতভাবে কিংবা ইচ্ছপূর্বক খোজা হননি। তার খোজা হওয়ার ব্যাপারটি ছিল একটি নিছক দুর্ঘটনা। বাচ্চুস নামে সলোমনের এক ভাই ছিলেন, যিনি পেশায় ছিলেন একজন ধর্মযাজক। সলোমনের পিতার তিন সন্তান ছিলেন, যারা বাচ্চুসের তিন পুত্র ছিলেন, যাদের নাম সাইরাস, সেরজিয়াস ও

BanglaBook.org

সলোমন। বাচ্চুসের এই পুত্র পরবর্তী সময়ে তার চাচার অধীনে আফ্রিকাতে সেনা অফিসার হিসেবে কাজ করেন। সলোমনের ছেলেবেলা সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। ৫২৭ সালে তিনি জেনারেল বেলিসারিসের অধীনে একজন মিলিটারি কমান্ডার হিসেবে কাজ করেন। উত্তর আফ্রিকায় সেনা অভিযানের পূর্বে তাকে সেনাবাহিনীর জেনারেল পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

পরবর্তী কয়েক দশক সলোমন উত্তর আফ্রিকার গভর্নর জেনারেল ছিলেন। তিনি একই সঙ্গে সেনাবাহিনীর পদ মেজিস্টার মাইলিটাম (Magister Militum : সৈন্যদের মাস্টার) ও বেসরকারি পদ পেরিটোরিয়ান পারফেক্টও (Praetorian Prefect-রোমান সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তা) ছিলেন। ৫৩৬ সালে সলোমন মরিস (Moorish-মরোক্ক ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের মুসলিম অধিবাসি) বিদ্রোহীদের চ্যালেঞ্জ করেন। কিন্তু তার সেনাদের মধ্যে বিদ্রোহের কারণে তাকে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে হয়। ৫৩৯ সালে তিনি আবার আফ্রিকার গভর্নর হিসেবে আসেন এবং এবার তিনি মুরিস বিদ্রোহীদের দমন করতে সক্ষম হন। এই বিজযের ফলে বাইজেন্টাইন শীর্ষস্থানীয়দের সঙ্গে তার সখ্য আরো বেড়ে যায়।

কিন্তু কয়েক বৎসর পর মরিসরা পুনরায় বিদ্রোহ করে এবং ৫৪৪ সালে সিলিয়ামের (Cillium) যুদ্ধে সলোমন পরাজিত হন ও মরিসদের হাতে নিহত হন।

স্টাউরাকিয়োস (Staurakios)

খোজা স্টাউরাকিয়োস ছিলেন বাইজেন্টাইন মন্ত্রী ও সম্রাজ্ঞী আইরিন অব এথেন্স (Irene of Athens)-এর প্রধান সহযোগী। (বাইজেন্টাইন সম্রাট স্টুরাকিয়োস ছিলেন বাইজেন্টাইন সম্রাট প্রথম নিকেফোরাস (Nikephoros I : ৮০২-৮১১ সাল) এর পুত্র।) তার জন্ম সাল সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য নেই, তবে ৩ জুন ৮০০ সালে তিনি মারা যান। স্টাউরাকিয়োস সম্রাজ্ঞী আইরিনের বালক পুত্র কনস্টান্টিনের পক্ষে ৭৮০-৭৯০ সাল হয়ে মুখ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ৭৯২ সালে কনস্টান্টিনের পক্ষে এক সেনা বিদ্রোহ স্টাউরাকিয়োস আইরিনকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। কিন্তু পরে ৭৯৭ সালে আইরিনের পুত্রের হত্যার সঙ্গেও স্টুরাকিয়োস জড়িত ছিলেন বলে জানা যায়। এতিয়স (Aetios) নামে আরেক খোজার উত্থান হলে তার অবস্থান চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। এতিয়স ও স্টুরাকিয়োস এর শত্রুতা ও তার অতি উচ্চ রাজকীয় আকাঙ্ক্ষার কারণেই তাকে প্রাণ দিতে হয়।

৭৮১ সালে সম্রাজ্ঞী আইরিন তার পুত্র ষষ্ঠ কনস্টান্টিনের পক্ষে প্রথম বাইজেন্টাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে স্টাউরাকিয়োসকে নিয়োগ দেন। আইরিন

BanglaBook.org

মন্ত্রী ও জেনারেল পদে নিয়োগের জন্য বরাবরই খোজাদের পছন্দ করতেন এবং তার স্বামীর আমলের জেনারেলদের ওপর তার আস্থা খুব একটা ছিল না। কারণ তিনি মনে করতেন, তারা কোনো দিন তার সিংহাসনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। আইরিনের স্বামী সম্রাট চতুর্থ লিও (Leo IV) মারা গেলে তিনি প্রাসাদ ষড়যন্ত্র করে তার ভাইকে সিংহাসনে বসানোর চেষ্টাও করেন। কিন্তু তার স্বামীর আমলের জেনারেলদের কারণে তা ভেস্তে যায়।

খোজাদের এত উচ্চপদে নিয়োগদানের ফলে আইরিনের সেনাবাহিনীতে যথেষ্ট অসন্তোষ জন্ম নিয়েছিল। আর এ কারণেই আরবদের নিকট আর্মেনিয়ার গভর্নর টাটজেইটস (Tatzates) আরবদের নিকট হারেন। এটি ছিল বাইজেন্টাইনদের একটি বড় অপমানজনক। তা ছাড়া বাইজেন্টাইন সেনাবাহিনী আরব খলিফা হারুন অর রশিদের সকল সৈন্যকে প্রায় ঘেরাও করে ফেলেছিল। এমতাবস্থায় খলিফা হারুন অর রশিদ বাইজেন্টাইনদের আলোচনায় বসার প্রস্তাব দেন। আলোচনার জন্য স্টাউরাকিয়োস ও অপরাপর বাইজেন্টাইন প্রতিনিধি আরবদের নিকট হাজির হলে তাদের বন্দি করে ফেলা হয়। তাদের বাঁচানোর জন্য সম্রাজ্ঞী আইরিনকে পরবর্তী তিন বৎসরে প্রতি বৎসর ৯০,০০০ স্বর্ণের দিনার ও ১০,০০০ কেজি স্লিক দেওয়ার চুক্তি করতে হয়।

৭৮৮ সালে ১৭ বৎসর বয়স্ক প্রিন্স ষষ্ঠ কনস্টান্টিনের কন্যা দেখার অনুষ্ঠানে সম্রাজ্ঞী আইরিন ও প্রিন্সের সঙ্গে স্টাউরাকিয়োসও সঙ্গী হন। মারিয়া অব আমনিয়াকে (Maria of Amnia) পাত্রী হিসেবে পছন্দ করেন। কিন্তু হলেও কনস্টান্টিন এ বিয়ের সিদ্ধান্তে অখুশি হন। কারণ তিনি ছোটবেলাতেই ছিলেন ইতালির রাজা (৭২৭ সাল)। চার্লসমেগন (Charlemagne) বা চার্লস দ্য গ্রেটের কন্যা রোট্রুড (Rotrude)-এর সঙ্গে তার বিয়ের কথা চূড়ান্ত করে এনগেজমেন্ট হয়।

এ ঘটনায় কনস্টান্টিন তার মায়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হয়ে যেতে চান এবং রাজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য খোজাদের হটিয়ে দিতে জেনারেলদের নিয়ে বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা করেন। বিদ্রোহ হওয়ার পূর্বেই আইরিন তা টের পেয়ে তার পুত্রকে গৃহবন্দি করে ফেলেন। জেনারেল যারা বিদ্রোহে জড়িত ছিলেন তাদের তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য করার শপথ করান। বিষয়টি জেনারেলদের মধ্যে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি করে। তা ছাড়া সঙ্গে আরবদের সঙ্গে চুক্তির কারণে জেনারেলরা এমনিতেই অসন্তুষ্ট ছিলেন। সেনা বিদ্রোহ পুরো বাইজেন্টাইনে ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা কনস্টান্টিনের মুক্তি দাবি করে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে আইরিন তাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন এবং কনস্টান্টিনকে বাইজেন্টাইনের সহশাসক (Co-puller) হিসেবে মেনে নেন। কনস্টান্টিন ৭৯০ সালে বাইজেন্টাইনের সহশাসক নিযুক্ত হন। তিনি সহশাসক

BanglaBook.org

নিযুক্ত হয়েই স্টাউরাকিয়োসকে নির্বাসনে পাঠান এবং ধীরে ধীরে ক্ষমতাধর অপর খোজাদেরও বাইজেন্টাইন কোর্টের উচ্চপদস্থ পদ থেকে সরিয়ে দেন। কিন্তু দুই বৎসর পর কোনো কারণে আবার আইরিনকে প্রাসাদের ডাকা হয় এবং তিনি পুনরায় ক্ষমতা ফিরে পান। স্টাউরাকিয়োসও তার প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পান। কিন্তু এরই মধ্যে প্রাসাদে এতিয়স নামে আরেক খোজার উত্থান হয়, যিনি সম্রাজ্ঞী আইরিনের খুব বিশ্বস্ত ছিলেন। আইরিনের জীবতকালেই এ দুজনের মধ্যে ক্ষমতার চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় এবং আইরিন মারা যাওয়ার পর দুজনই সিংহাসনে আরোহণ করার প্রতিযোগিতায় নামেন। এতিয়স সম্রাজ্ঞী আইরিনের নিকট স্টাউরাকিয়োসের সিংহাসনে আরোহণের ফন্দি প্রকাশ করে দেন। কিন্তু তার মন্ত্রীরা স্টাউরাকিয়োসকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন এবং আর্মি জেনারেলদের নির্দেশ দেওয়া হয়, যাতে তারা স্টাউরাকিয়োসের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না রাখেন।

এর কিছুদিন পরেই স্টাউরাকিয়োস মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি মারাত্মক ধরনের রক্তবমি করতেন। এদিকে এতিয়স, ডাক্তার, মঙ্ক কিংবা অন্য কোনো চিকিৎসক কেউই চাননি স্টাউরাকিয়োস বেঁচে থাকুক এবং বাইজেন্টাইনের সম্রাট হোন। এ অবস্থায় স্টাউরাকিয়োস সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ করেন। এতিয়স এরই মধ্যে সেনাবাহিনীর জেনারেল র‍্যাংকে পদন্নোতি পেয়েছেন। এতিয়স যদিও বিদ্রোহ দমনের পর্যাপ্ত প্রস্ততি নিয়ে রেখেছিলেন; কিন্তু বিদ্রোহ রাজধানীতে আসার পূর্বেই স্টাউরাকিয়োস মারা যান।

ইগনাটিয়াস অব কনস্টান্টিপোল (Ignatius of Constantinople)

ইগনাটিয়াস দুইবার পেট্রিয়াক অব কনস্টান্টিপোল (Patriarch Ignatius of Constantinople-কনস্টান্টিপোলের আর্চ বিশপ) হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। প্রথমবার ৮৪৭-৮৫৮ সাল ও দ্বিতীয়বার ৮৬৭-৮৭৭ সাল। ইগনাটিয়াসই প্রথম খোজা, যিনি সেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং যাকে অর্থডক্স কিংবা রোমান চার্চ কোনো বিতর্ক ছাড়াই মেনে নিয়েছিলেন। ইগনেটিয়াসের পূর্বে হয়তো বা আরো অনেক খোজাই সেন্ট হয়েছিলেন; কিন্তু তাদের অনেকেই হয় প্রভাবশালী কিংবা কমবেশি বিতর্কিত ছিলেন।

ইগনাটিয়াস ৭৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৩ অক্টোবর ৮৭৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ইগনেটিয়াসের প্রকৃত নাম নিকেটাস (Niketas)। তার পিতা ছিলেন সম্রাট মাইকেল প্রথম রাঙ্গাবি (Michael I Rangabe-বাইজেন্টাইন সম্রাট, ৮১১-৮১৩ সাল) ও মায়ের নাম প্রোকোপিয়া (Prokopia)। প্রকোপিয়া ছিলেন প্রথম নিকেফোরোস (Nikephoros-৮০২ সাল থেকে ৮১১ পর্যন্ত বাইজেন্টাইনের সম্রাট ছিলেন)-এর কন্য। পূর্ণ যুবক হওয়ার পূর্বেই নিকেটাস

BanglaBook.org

ইগনাটিয়াস অব কনস্টান্টিপোল (৭৯৯-৮৭৭ সাল)

রাজকীয় নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত হন। ৮১৩ সালে পিতার মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই বাইজেন্টাইন সিংহাসনের দাবিদার ছিলেন তিনি। নিকেফোরাসকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন পঞ্চম লিও (Leo V)। আর যেহেতু এরই মধ্যে নিয়ম করা হয়েছিল যে কোনো খোজা সম্রাট হতে পারবেন না, তাই ভবিষ্যতের পথের কাঁটা দূর করার জন্য লিও নিকেটাসকে জোরপূর্বক খোজা বানিয়ে খ্রিস্টীয় কায়দায় টনসার (Tonsure) বা মস্তক মুন্ডিত করে প্রিন্সেস দ্বীপে (Princes' Islands-মিসরের মারমারা সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ) নির্বাসনে প্রেরণ করেন। তখন রাজকীয় পরিবারের সদস্যদের টনসার করে সাধারণত প্রিন্সেস দ্বীপে নির্বাসনে পাঠানো হতো। ইগনেটিয়াস সেখানে তিনটি মোনাস্ট্রি প্রতিষ্ঠিত করেন।

পরবর্তীকালে বাইজেন্টাইন সম্রাজ্ঞী থিওডোরা (Empress Theodora ৮৪২-৮৫৫ সাল) ইগনাটিয়োসকে ৮৪৭ সালে কনস্টান্টিপোলের প্যাট্রিয়ার্ক হিসেবে নিয়োগ দেন। এর কারণও আছে, সম্রাজ্ঞী ছিলেন ইকোনোক্লাজম (Iconoclasm)-বিরোধী এবং ইগনেটিয়াস তো এর জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। (Iconoclasm-ইকোনোক্লাজম ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মীয় আইকন, প্রতীক,

BanglaBook.org

মনুমেন্ট বা স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস করা। ধর্মীয় ইস্যুতে যখন রাজনৈতিক পরিবর্তন হয় তখন ইকোনোক্লাজম বেড়ে যায়)। ইগনাটিয়োস অল্পদিনের মধ্যেই স্টাওডিটিস (Stoudites-কনস্টান্টিপোলের স্টাউডিস মোনাস্ট্রির অনুসারী) ও মধ্যমপন্থীদের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। ইগনাটিয়াস স্টাউটিসদের পক্ষ নেন এবং মধ্যমপন্থীদের নেতা আর্চ বিশপ অব সাইপ্রেস, গ্রেগরি এসবেস্টাসকে সরিয়ে দেন (Gregory Asbestas)। এসবেস্টাস পোপ চতুর্থ লিওর (Pope Leo IV) নিকট পদ ফিরে পাওয়ার জন্য ধারণা দেন। ফলে পরবর্তী কয়েক বৎসর রোমান চার্চ ও কনস্টান্টিপোল চার্চের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল।

পরবর্তী সময়ে থিওডোরা তার ভাই বারদাস (Bardas) কর্তৃক অপসারিত হন এবং ইগনেটিয়াসকে পদত্যাগে বাধ্য করেন এবং সে আমলের খুবই শিক্ষিত ব্যক্তি এবং কনস্টান্টিপোল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ফইটাস (Photius), যিনি অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য ছিলেন—তাকে প্যাট্রিয়ার্ক অব কনস্টান্টিপোল হিসেবে নিয়োগ দেন। কিন্তু ইসনাটিয়ানের দল ফইটাসকে মেনে নিতে অসম্মত হয় এবং পোপ সেন্ট প্রথম নিকোলাস (Pope St. Nicholas I)-এর সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরে বাসিল (Emperor Basil I ৮৬৭-৮৮৬) বাইজেন্টাইন সম্রাট হলে ৮৬৯ সালে ইগনেটিয়াসকে পুনরায় প্যাট্রিয়ার্ক অব কনস্টান্টিপোল হিসেবে নিয়োগ দেন। ৮৭৭ সালে ইগনাটিয়োস মারা গেলে সম্রাট বাসিল ফটিয়াসকে পুনরায় প্যাট্রিয়ার্ক হিসেবে নিয়োগ দেন।

আয়াজামান আল-খাদিম (Yazaman al-Khadim)

আয়াজামান আল-খাদিম ছিলেন তারাসের (Tarsus- বর্তমান সেন্ট্রাল তুরস্ক) আমির এবং বাইজেন্টানিয়ানদের বিরুদ্ধে একজন কীর্তিমান কমান্ডার। তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন, আল খাদিম নামে যার অর্থ খোজা। আব্বাসীয় খলিফাদের (Abbasid Caliph) শাসনামলে সিলিসিয়াতে (Cilicia-মুসলিম ও বাইজেন্টাইন অঞ্চলের বর্ডার) মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন তিনি। বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে নৌ-আক্রমণের জন্য তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

আব্বাসীয় খলিফা আল-মুয়াফ্ফাক (Al-Muwaffaq), যিনি ৮৭০-৮৯২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বৎসর বাগদাদের খলিফা ছিলেন, তার প্রতিনিধি হয়ে তিনি তারাস অঞ্চল শাসন করতেন। তারাসের আমির নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মিসরের গভর্নর আহমেদ ইবনে তালুন (Ahmad ibn Tulun) ও খলিফা আল-মুয়াফ্ফাকের বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। ৮৮২ সালের শেষের দিকে তালুনের এজেন্টদের হাতে আয়াজমান গ্রেফতার হন, কিন্তু স্থানীয় জনগণ তাকে মুক্ত করে। এ ঘটনায় ক্রোধান্বিত হয়ে আহমেদ ইবনে

BanglaBook.org

তালুন নিজেই সৈন্যদের নেতৃত্ব দিয়ে তারাস অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু তারাসের নিকটে আসার পূর্বেই সেখানকার জনগণ স্লুইস গেইট খুলে দেয়, যার ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়ে যায় এবং তালুন দামাস্কাসে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

৮৮৩ সালে আয়াজমানকে বিশাল বাইজেন্টাইন বাহিনীর আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয় এবং এই বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন বাইজেন্টাইনের চৌকস বাইজেন্টাইন কমান্ডার কেস্টা স্টিপপিয়োটেস (Kesta Styppeiotes)। আয়াজমান রাতের বেলা বাইজেন্টাইন ক্যাম্প আক্রমণ করলে বাইজেন্টাইন সৈন্যরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে এবং স্টিপপিয়োটিসকে হত্যা করে। এরপর আয়াজমান ৩০টি বড় যুদ্ধজাহাজ নিয়ে ইউরোপিয়োসের দুর্গ (Fortress Of Euripos-বর্তমান গ্রিসের ইউবিয়া দ্বীপ) আক্রমণ করেন। কিন্তু স্থানীয় গভর্নর অত্যন্ত শক্তভাবে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করেন ফলে আয়াজমানের যুদ্ধবহরের মারাত্মক ক্ষতি হয়। ৮৮৬ সালে আয়াজমান স্থলপথে ও ৮৮৮ সালে নৌপথে বাইজেন্টাইন আক্রমণ করেন এবং এবার তিনি চারটি বাইজেন্টাইন যুদ্ধজাহাজ দখল করেন।

আয়াজমান ২৩ অক্টোবর ৮৯১ সালে অপর আরেকটি বাইজেন্টাইন অঞ্চল দখল করার সময় আহত হন। আরবরা বাইজেন্টাইন দুর্গ সালান্দু (Salandu) ঘেরাও করে ফেলে। কিন্তু ক্যাটাপুল্টের গোলার আঘাতে (Catapult-কামান জাতীয়) তিনি মারাত্মক আহত হন। ফলে আরবরা দুর্গের ঘেরাও প্রত্যাহার করে নিয়ে ফেরত যায়। ফিরতি পথে আয়াজমান মারা যান। তার সহযোদ্ধারা তার মৃতদেহ তারাসে নিয়ে যায় এবং সেখানেই তাকে কবর দেওয়া হয়।

মুনিস আল-খাদিম (Mu'nis al-Khadim)

মুনিস আল-খাদিম ছিলেন ৯০৮ সাল থেকে তার মৃত্যু ৯৩৩/৯৩৪ সাল পর্যন্ত আব্বাসীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ। মুনিস আল-খাদিমের প্রকৃত নাম ছিল আবুল হাসান মুনিস (Abu'l-Hasan Mu'nis)। মুনিসের জন্ম সাল ৮৪৫/৮৪৬ এবং মৃত্যু সাল ৯৩৩/৯৩৪। তিনি আল মুজাফ্ফার অর্থাৎ বিজয়ী নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। মুনিস ছিলেন একজন খোজা এবং খুব সম্ভবত গ্রিক ক্রীতদাস। ১৩ শতকের বিখ্যাত ইসলামি ঐতিহাসিক আল-দাহহাবির মতে, মুনিস ৯০ বৎসর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন এবং খুব সম্ভবত ৯৩৩ কিংবা ৯৩৪ সালে মারা যান।

৮৮০/৮৮১ সালে জানজি বিদ্রোহের সময় তার আগমন এবং খলিফা আল মুক্তাদিরের আমলে ৯০০ সালে পুলিশ বাহিনীর প্রধান ছিলেন। ৯০৯ সালে তিনি খলিফা আল মুক্তাদিরের আমলে সেনাবাহিনীর একটি ক্যু প্রতিরোধ

BanglaBook.org

করেন। ৯১০ সালে তিনি বাইজেন্টাইনের ফার্স (Fars) প্রদেশে সেনা অভিযান চালান এবং তা দখল করে নিলে তা খলিফার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৯১৫ সালে মুনিস ফাতিমি সেনাবাহিনীর (Fatimid-ইসলামী শিয়া খলিফার শাসনাধীন অঞ্চল) আক্রমণ প্রতিরোধ করে মিসরকে রক্ষা করেন এবং এ জন্য তার উপাধি হয় আল মুজাফ্ফার। ৯১৮ ও ৯১৯ সালে মুনিস আজারবাইজানে ছিলেন। যদিও আজারবাইজান সরাসরি খলিফার শাসনাধীন অঞ্চল ছিল না— তারপরও মুনিস আজারবাইজানের বিদ্রোহী আমির সাজিদ ইউসুফ ইবনে আবিল-সাজকে (Sajid Yusuf Ibn Abi'l-Saj) পরাজিত করে কারাগারে প্রেরণ করেন। ৯২০ সালে ফাতিমি সেনাবাহিনী পুনরায় মিসর দখল করতে গেলে তাদের পরাজিত করেন।

মুনিস ও খলিফা আল মুক্তাদিরের সম্পর্ক সব সময় বন্ধুসুলভ ছিল না, কোনো এক সময় আল মুক্তাদির তার এই জেনারেলকে হত্যা করার পরিকল্পনাও করেছিলেন। ৯৩২ সালে মুনিস আল-মুক্তাদিরের শাসন ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার কারণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তার অধীনস্ত সেনাদের নিয়ে বাগদাদ অভিমুখে রওনা দেন। পথিমধ্যে মুক্তাদিরের সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি হন। তার স্থলে মুক্তাদির আল-কাহিরকে স্থলাভিষিক্ত করেন। আল-কাহির মুনিসকে বন্দি ও পরে হত্যা করেন।

জোসেফ ব্রিঙ্গাস (Joseph Bringas)

জোসেফ ব্রিঙ্গাস বাইজেন্টাইন সম্রাট সপ্তম কনস্টান্টিন (Constantine VII ৯৪৫-৯৫৯ সাল) ও দ্বিতীয় রোমানোসের (Romanos II : ৯৫৯ থেকে ৯৬৩ সাল) আমলে একজন উচ্চপদস্থ ও প্রভাবশালী খোজা কর্মকর্তা। ব্রিঙ্গাস দ্বিতীয় রোমানোসের শাসনামলে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নিকোফোরাস ফোকাসের সিংহাসনে আরোহণের বিরোধিতা করেছিলেন। এর ফলে ৯৬৩ সালে তাকে একটি মোনাস্ট্রিতে নির্বাসনে প্রেরণ করা হয় এবং সেখানেই ৯৬৫ সালে মারা যান।

ঐতিহাসিক লিও দি ডেকান (Leo the Deacon)-এর মতে, ব্রিঙ্গাসের জন্মস্থান পাফালোগোনিয়া (Paphlagonia-আনাতোলিয়ার একটি অঞ্চল)। ধীরে ধীরে ব্রিঙ্গাস রাজকীয় সার্ভিসের প্যাটরাকিয়োস (কাউন্সিলের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা) ও পরে প্রাইপোসিটস (Praiposito-রাজকীয় কোর্টের ম্যানেজার) পদে উত্তীর্ণ হন। সম্রাট সপ্তম কনস্টান্টিন তাকে সাকেল্লারিয়োস (Sakellarios-প্রশাসনিক ও আর্থিক কর্মকান্ডে জড়িত কর্মকর্তা) ও পরে এডমিরাল পদে রাজকীয় নৌবাহিনীতে নিয়োগ দেন। সপ্তম কনস্টান্টিনের মৃত্যুর পর তার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। তরুণ এই সম্রাট রাজ্য ব্যবস্থাপনার চেয়ে

BanglaBook.org

শিকারেই বেশি মনযোগী ছিলেন। এ সময় কোর্টের সবচেয়ে সিনিয়র কর্মকর্তা বাসিল পেটিনোস (Basil Peteinos) ও অপরপার ব্যক্তিবর্গ রোমানোসকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করছিলেন, যা ব্রিঙ্গাস প্রতিহত করেন। ষড়যন্ত্রে জড়িত সকলকে গ্রেফতার করে নির্বাসনে প্রেরণ করা হয়, ব্যক্তিক্রম ছিলেন কেবল বাসিল পেটিনোস। তাকে পুনরায় তার পদে বহাল রাখা হয়।

৯৬৩ সালে সম্রাট সপ্তম রোমানোস তার দুই শিশুপুত্রকে উত্তরসূরি রেখে মারা যান, যাদের বয়স ছিল ৫ ও ৩ বৎসর। তখন ব্রিঙ্গাসকে নাবালক সম্রাটদের পক্ষে রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়, যদিও তার স্ত্রী থিওফানো (Theophano) তাদের প্রতিনিধি হওয়ার কথা ছিল। থিওফানো ব্রিঙ্গাসকে বিশ্বাস করতেন না। ওদিকে ব্রিঙ্গাসের আরো শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, যেমন বাইজেন্টাইন প্রশাসনের অতি উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাসিল লেকাপিনোস (Basil Lekapenos)) ও জেনারেল নিকেফোরোস ফোকাস (Nikephoros Phokas)। সৈন্যদের মাঝে অত্যন্ত জনপ্রিয় জেনারেল ফোকাস এমিরেটস অব ক্রিটি বিজয় করে এসে বিজয় উৎসবের জন্য রাজধানীতে ব্রিঙ্গাসকে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনেন এবং ব্রিঙ্গাসকে হাজিয়া সোফিয়াতে (Hagia Sophia) রিফিউজি হিসেবে প্রেরণের প্রস্তাব দেন। পলিইউকটাস (Polyeuctus), তৎকালীন প্যাট্রিয়ার্ক অব কনস্টান্টিপোলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং তার সুপারিশে তাকে পুনরায় কমান্ডার ইন চিফ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

ব্রিঙ্গাস এবার বাইজেন্টাইন পশ্চিমাঞ্চলের জেনারেল মেরিনোস আর্জিরোসকে (Marinos Argyros) বাইজেন্টাইনের সিংহাসন দখল করার প্রস্তাব দেন। একই সঙ্গে তিনি ফোকাস-এর ভ্রাতুষ্পুত্র জন তিজিমিসকেস (John Tzimiskes), যিনি বাইজেন্টাইনের একজন বিখ্যাত জেনারেল তাকে ফোকাসের পরিবর্তে তাকে স্থলাভিষিক্ত করার অভিপ্রায় জানিয়ে চিঠি লিখেন। ওদিকে ফোকাসও বসে থাকেননি, তার সৈন্যরা তাকে বাইজেন্টাইন সিংহাসনের জন্য নির্বাচিত করে কনস্টান্টিপোল অভিমুখে রওনা দেয়। ব্রিঙ্গাস তার বাহিনী নিয়ে বসফোরাস নদীর সমস্ত নৌবহর সরিয়ে ফেলেন, যাতে ফোকাস বসফোরাস অতিক্রম করে কনস্টান্টিপোলে আসতে না পারেন এবং একই সঙ্গে ফোকাসের বৃদ্ধ পিতা বারাদাস ফোকাসকে জিম্মি করে নিয়ে যান। কিন্তু ফোকাসের সৈন্যরা সামনে অগ্রসর হতেই থাকে এবং কনস্টান্টিপোলের প্যাট্রিয়ার্ক ও বাসিল লেকাপিনোস কেবল তাদের সমর্থনই দেননি, তাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য ৩,০০০ সৈন্যও প্রেরণ করেন।

অনিবার্য পরাজয়ের মুখে ব্রিঙ্গাস পালিয়ে হাজিয়া সোফিয়া চার্চে আশ্রয় নেন। ফোকাস রাজধানীতে প্রবেশ করলে বাসিল লিকাপেনোস তাদের স্বাগতম

BanglaBook.org

জানান। ব্রিঙ্গাসকে প্রথমে পাফলাগোনিয়াতে ও পরে পাইথিয়ার (Pythia) অ্যাসেক্রেটিস মোনাস্ট্রিতে (Monastery Of Asekretis) নির্বাসনে প্রেরণ করা হয় এবং সেখানই তিনি ৯৬৫ সালে মারা যান।

জিয়া জিয়ান (Jia Xian)

প্রাচীন চায়নার সং রাজবংশের ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রাসাদ খোজা জিয়ান তার কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়ে তৎকালীন সময়ের বিশিষ্ট গণিত বিশেষজ্ঞ চু ইয়ান (Chu Yan)-এর নিকট গণিত শিক্ষায় পারদর্শী হন এবং এ বিষয়ে বই লিখতে শুরু করেন। বিখ্যাত গণিত বিশেষজ্ঞ পাসকালের (Pascal) জন্মের ৬০০ বৎসর পূর্বে তিনি জিয়া জিয়ান ট্রায়াঙ্গেল (The Jia Xian Triangle) আবিষ্কার করেন।

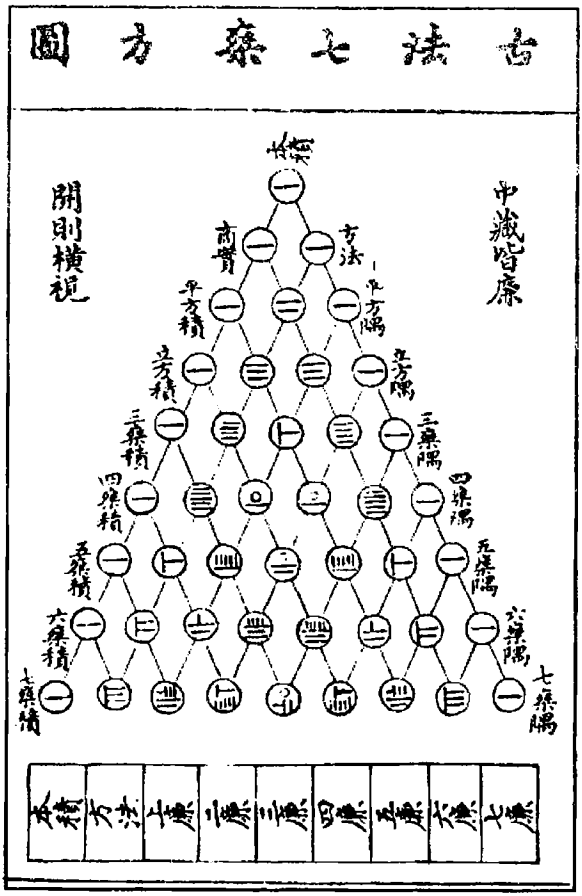

জিয়া জিয়ান ট্রায়াঙ্গেল

খোজা জিয়া জিয়ান (১০১০-১৭০ সাল) ছিলেন একজন গণিত বিশেষজ্ঞ। স্কয়ার রুট ও কিউব রুটের হিসাবের জন্য তিনি একটি ত্রিভুজের মাধ্যমে সহজ একটি পদ্ধতি বের করেন, যা জিয়া জিয়ান ট্রায়াঙ্গেল নামে পরিচিত

এই টুল দিয়ে স্কয়ার এবং কিউব রুটের হিসাব খুব সহজেই করা যেত। জিয়া জিয়ানের গণিতের মূল বই সি সু সুয়ান সু (Shi Suo Suan Shu) হারিয়ে গেলেও তার পদ্ধতি আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন আরেক গণিত বিশেষজ্ঞ ইয়াঙ্গ হুই (Yang Hui)। ইয়াঙ্গ হুই তার বইয়ের ভূমিকায় অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা সহকারে লিখেছেন, তার বর্ণিত স্কয়ার ও কিউব রুটের হিসাব তিনি জিয়ান জিয়ানের গ্রন্থ সি সু সুয়ান সু থেকে নিয়েছেন।

হ্যানয়ে লি থঙ্গ কিয়েতের সম্মানে তৈরি মূর্তী

লি থঙ্গ কিয়েত (Ly Thuong Kiet)

ভিয়েতনামের লি রাজবংশের (Lý Dynasty) শাসনামলে লি থঙ্গ কিয়েত (Ly Thuong Kiet ১০১৯-১১০৫ সাল) ছিলেন একজন জেনারেল। লি থঙ্গ কিয়েতই ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণার নায়ক। তাই ভিয়েতনামের জনগণ তাকে জাতীয় বীরের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

লি থঙ্গ কিয়েত দাই ভিয়েতের (Dia Viet) থাং লংঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রকৃত নাম ছিল নো তুয়ান (Ngo Tuan)। তার পিতা ছিলেন একজন নিম্ন র‍্যাংকের জেনারেল। ১০৩৬ সালে তিনি সম্রাটের নিরাপত্তায় নিয়োজিত

BanglaBook.org

অশ্বারোহী সৈনিকের একজন ক্যাপ্টেন হিসেবে কাজ করেন। তার অসীম সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও আনুগত্যের জন্য তাকে রাজকীয় নাম 'লি থঙ্গ কিয়েত' প্রদান করা হয় এবং একই সঙ্গে তিনি রাজকীয় কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ আসনেও অধিষ্ঠিত হন।

১০৭৫ সালে চায়নার প্রধানমন্ত্রী ওয়াঙ্গ আন্সহি (Wang Anshi) সঙ্গ সম্রাটকে অবগত করেন যে, দাই ভিয়েতকে পার্শ্ববর্তী চাম্পা রাজ্যের সৈন্যরা ধ্বংস করে গেছে আর সেখানে বর্তমানে ১০,০০০ সৈন্য জীবিত আছে, তাই দাই ভিয়েতকে দখল করার এখনই উপযুক্ত সময়। সঙ্গ রাজা দাই ভিয়েত দখল করার জন্য তা সেনাবাহিনী মার্চ করালেন এবং একই সঙ্গে সকল প্রদেশকে দাই ভিয়েতের সঙ্গে সকল প্রকার বাণিজ্য থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। এই সংবাদ শোনার পর লি রাজা লি থঙ্গ কিয়েত ও নুঙ্গ তন ডানকে (Nung Ton Dan) ১০,০০০ এরও বেশি সৈন্য দিয়ে ফু সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পাঠান। বর্তমান নান্নিং-এ (Nanning) ৪০ দিনব্যাপী যুদ্ধ হয় এবং সঙ্গ সেনাবাহিনী পরাজিত হয় এবং তিনি সঙ্গ বাহিনীর জেনারেলদের বন্দি করে নিয়ে যান।

১০৭৬ সালে সঙ্গ রাজারা চাম্পা ও খেমের সাম্রাজ্যের (Khmer Empire) সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হয়ে পুনরায় দাই ভিয়েত দখল করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। চতুর্থ লি সম্রাট লি নাহ তঙ্গ (Lý Nhân Tông sent) পুনরায় লি থঙ্গ কিয়েতকে যুদ্ধ মোকাবিলা করার নির্দেশ দেন। এবার লি থঙ্গ কিয়েত ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি নদীতে সুচালো স্পাইক বিছিয়ে রাখলেন আর এভাবেই এই নদী অতিক্রম করতে গিয়ে অন্তত ১,০০০ চায়নিজ সৈন্য মারা যায় এবং সঙ্গ সৈন্যরা এক সময় ফিরে যেতে বাধ্য হয়। পরপর দুইবার এভাবে মার খাওয়ার পর সঙ্গ রাজারা আর দক্ষিণে রাজ্য বিস্তৃতি করার চেষ্টা করেননি। এই বিজয়ের পর ভিয়েতনামী সৈন্যরা চাম্পা রাজ্যেও দুইবার সফল সেনা অভিযান পরিচালনা করে।

১১০৫ সালে ৮৬ বৎসর বয়সে এই ভিয়েতনামী বীর মারা যান।

পিয়েরে এবেলার্ড (Pierre Abélard)

পিয়েরে এবেলার্ড একজন ফরাসি পন্ডিত, দার্শনিক, ধর্মবিশারদ ও যুক্তিবাদী হওয়ার পাশাপাশি সংগীতেও ছিলেন সমান পারদর্শী। তার বান্ধবীর চাচা জোরপূর্বক তাকে বিছানায় খোজাকরণ করে। তার বান্ধবী হেলোইসের (Heloise) সঙ্গে তার প্রণয়কাহিনী লোককথার কাহিনীতেই পরিণত হয়েছে। চেম্বারস বায়োগ্রাফিকাল ডিকশনারি (The Chambers Biographical Dictionary) তাকে ১২ শতকের সবচেয়ে দৃঢ় ও স্পষ্টপাদী ধর্মবিশারদ হিসেবে বর্ণনা করেছে।

BanglaBook.org

প্যারিসের লুভার প্রাসাদে এবেলার্ড-এর মূর্তি (স্থপতি জুলিস ক্যাভিলিয়ার)

এবলার্ডের প্রকৃত নাম ছিল পিয়েরে লি প্যালেট। তিনি উত্তর ফ্রান্সের ব্রিটানির বিখ্যাত ব্রেটন (Breton) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা তাকে লিবারেল আর্ট পড়াশোনায় উৎসাহ দেন। তিনি দর্শনের ওপর পড়াশোনা করেন ও অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী হন। পড়াশোনার জন্য তিনি পুরো ফ্রান্স ভ্রমণ করেন। ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে তিনি প্যারিসে এসে স্থিত হন আর বয়সে তখনো টিনএজার। প্যারিসের বিখ্যাত ক্যাথেড্রাল স্কুল নটর ডেম ডি প্যারিসে তিনি উইলিয়াম অব স্যামপিয়াক্সের নিকট বস্তুবাদের ওপর শিক্ষাগ্রহণ করেন। এ সময়েই তিন তার নাম পরিবর্তন করে এবেলার্ড (Abelard) নাম গ্রহণ করেন। ২২ বৎসর বয়সে তিনি তার নিজের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

পিয়েরে এবেলার্ড ও হেলোইস

নটর ডেমে কিশোরী হেলোইস (Heloise) তার চাচা ফুলবার্টের (Fulbert) তত্ত্বাবধানে থেকে ক্যানন (Canon ধর্মযাজক হওয়ার পড়াশোনা) চর্চা করছিলেন। একপর্যায়ে এবেলার্ডও ফুলবার্টের গৃহে আশ্রয়লাভ করেন। এবেলার্ড ও হেলোইস দুজনই দুজনার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন। এই রোমান্স একপর্যায়ে শারীরিক সম্পর্কে গড়ায়।

BanglaBook.org

১৯১৮ সালে ফরাসি চিত্রশিল্পী জিন ভিগনাড-এর তুলিতে এবেলার্ড ও হেলোইসকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখতে পান তার শিক্ষক ফুলবার্ট

এই সম্পর্কের কারণে এবেলার্ডের ক্যারিয়ার ব্যাহত হচ্ছিল। তাই ফুলবার্ট এবেলার্ডকে আলাদা করে দেন। কিন্তু তারা দুজন গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ করতে থাকেন। একপর্যায়ে হেলোইস গর্ভবতী হলে এবেলার্ড হেলোইসকে ব্রিটানিতে রেখে আসেন। সেখানে তিনি একটি পুত্রসন্তান জন্ম দেন। ফুলবার্টকে শান্ত করতে এবেলার্ড গোপনে হেলোইসকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। কারণ এর সঙ্গে তার ক্যারিয়ারের প্রশ্ন জড়িত ছিল। হেলোইস প্রথমে আপত্তি করলেও পরে বিয়ে করেন। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর ফুলবার্ট এ বিয়ের বিষয়টি প্রকাশ করলে হেলোইস তা অস্বীকার করেন এবং হেলোইস আর্জেন্টিফল কনভেন্টে (Convent Of Argenteuil) চলে যান, যা আসলে এবেলার্ডও চাচ্ছিলেন। ফুলবার্টের মনে ধারণা জন্মাল, এবেলার্ড হেলোইসকে ত্যাগ করতে চাচ্ছেন—তাই তিনি এক রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে খোজা করে দেন—আর এখানেই শেষ হয় তার রোমান্টিক ক্যারিয়ার। তারপর ফুলবার্ট, হেলোইসকে নান হতে বাধ্য করেন। পরে এবেলার্ডের নিকট এক চিঠিতে

BanglaBook.org

হেলোইস লিখেছেন, 'তিনি কেন ধর্মীয় জীবন যাপন করতে বাধ্য হবেন, যার প্রতি তার কোনো আগ্রহই নেই?'

ততদিনে এবেলার্ড পন্ডিত, দার্শনিক ও যুক্তিবাদী ধর্মীয় বিশারদে পরিণত হয়েছেন। দেশ-বিদেশ ঘুরে ১১৪২ সালে মারাত্মক অসুস্থ এবেলার্ড রোমে আসেন এবং এবে অব ক্লানিতে (Abbey Of Cluny) থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এখানে মাত্র প্রথম মাস অবস্থান করেন। তারপর জ্বর, চর্মরোগ এবং খুব সম্ভবত স্কার্ভিতে আক্রান্ত হয়ে ২১ এপ্রিল ১১৪২ সালে মারা যান। তাকে প্রথম সেন্ট মার্সেলে কবর দেওয়া হয়। পরে খুব গোপনে তার দেহাবশেষ সেখান থেকে তুলে হেলোইসের নিকট দেওয়া হয়। ১১৬৩ সালে হেলোইসও মারা যান। এবেলার্ডের পাশেই তাকে কবর দেওয়া হয়। প্যারিসের পেরিলাসাইসি সিমেট্রিতে তাদের সমাধি রয়েছে।

মালিক কাফুর (Malik Kafur)

ক্রীতদাস খোজা, মালিক কাফুর ছিলেন দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর (Alauddin Khilji) শাসনামলে (১২৯৬-১৩১৬) সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল। মালিক কাফুরের ছেলেবেলা সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে যতটুকু জানা যায় তা হলো আলাউদ্দিন খিলজীর সেনাবাহিনী খামবাত (প্রাচীন নাম ক্যামবে, বর্তমান গুজরাটের আনন্দ জেলায় অবস্থিত) বিজয়ের সময় সেখান থেকে মালিক কাফুরকে বন্দি করে আনে। আলাউদ্দিন খিলজী সুদর্শন যুবক মালিক কাফুরের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে খোজা বানিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। কাফুর 'হাজার দিনারী কাফুর' নামেও পরিচিত। এর কারণ সম্ভবত ক্রীতদাস থেকে তাকে মুক্ত করার জন্য কাফুরের মালিককে হাজার দিনার মূল্য পরিশোধ করতে হয়। অনেকের মতে, সুলতানের সঙ্গে তার সমকামী সম্পর্ক ছিল। নিজের যোগ্যতার পাশাপাশি আলাউদ্দিন খিলজীর বদান্যতায় খুব অল্প সময়েই তিনি সেনাবাহিনীর কমান্ডারে উত্তীর্ণ হন।

১৩০৫ সালে মালিক কাফুর আমরোহার যুদ্ধে (Battle of Amroha) মঙ্গোলিয়ানদের পরাজিত করেন। ১৩০৯-১৩১১ সালের মধ্যে কাফুর দক্ষিণ ভারতে আরো দুটি সেনা অভিযান পরিচালনা করেন। এর একটি ছিল মাবারে ওয়ারাঙ্গালে ও অপরটি দুয়ার সমুদ্র (হালেবিদু), মাবার ও মাদুরাইয়ে। এই বিজয়ের পর তাকে মালিক নাবিব (Malik Naib) বা সিনিয়র কমান্ডার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১২৯৪ সালে তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে যাদব রাজ্যের (Yadava kingdom) রাজধানী দেবগিরিতে অভিযান চালান। পরে তার সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি কাকাটিয়া রাজবংশকে (Kakatiya dynasty) আক্রমণ করেন এবং বিজয়ী হন। সেখান থেকে আসার সময় তিনি লুট করে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে আসেন এবং ফেরার পথে অনেক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন, ওয়ারাঙ্গলেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। সেখানে তিনি হালেবিদুর বিখ্যাত

BanglaBook.org

হয়াসালেশ্বরা মন্দিরও ধ্বংস করেন। ওয়ারাঙ্গলে লুটতরাজের মালামালের মধ্যে অন্যতম ছিল কোহিনূর হীরক।

মুসলিম ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানির মতে, কাফুর দিল্লি ফেরার সময় তার সঙ্গে ছিল ২৪১ টন স্বর্ণ, ২০,০০০ ঘোড়া ৬১২টি হাতিতে করে লুটতরাজের মালামাল নিয়ে আসেন।

যেই রাজবংশ তাকে এত ওপরে আরোহণ করার সুযোগ করে দিয়েছিল তা ভুলে গিয়ে তার মধ্যে অতিউচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় এবং তিনি নিজেই সুলতান হওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। নিজের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করার জন্য যখন তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের চিরতরে শেষ করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছিলেন তখন প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতেই কাফুর নিহত হন।

কুয়ানজহু মেরিটাইম জাদুঘরে ঝেঙ হি মূর্তি

ঝেঙ হি (Zheng He)

ঝেঙ হি (১৩৭১-১৪৩৩) একজন হুই চায়নিজ (Hui-Chinese-আদিবাসী চায়নিজ, যারা মূলত মুসলিম) কোর্টের খোজা, পরিব্রাজক, আবিষ্কারক, কূটনীতিবিদ ও নৌবাহিনীর এডমিরাল। ঝেঙ হি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, সোমালিয়া ও সোহালি কোস্টে নৌবহর নিয়ে গেছেন। ইয়ঙ্গল সম্রাটের প্রিয়ভাজন ও রাজকীয় প্রশাসনের খুব প্রভাবশালী এই খোজা এডমিরাল ছিলেন নানজিং-এর কমান্ডার। বিখ্যাত এডমিরাল ঝেং হি সমুদ্রযাত্রার জন্য বিখ্যাত। তিনি ভারত মহাসাগরসহ বিভিন্ন সমুদ্রপথে নিজে নেতৃত্ব দিয়ে সাতবার নৌবহর পরিচালনা করেন।

BanglaBook.org

ইউনানেরর কুনইয়াঙ (Kunyang) পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান মা হি (Ma He) পরবর্তীকালে হন ঝেঙ হি। মা হি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস উঠে যায়। সাঈদ আজাল সামস আল-দিন ওমর (Sayyid Ajjal Shams al-Din Omar) রনামে এক পার্সিয়ান, মঙ্গোল রাজত্বের সময় ইউনানের গর্ভনর ছিলেন। মা হি এই বংশের চতুর্থ পুরুষ। তার দাদা ও পূর্বপুরুষদের টাইটেল ছিল হাজি, যা সহজেই অনুমেয় যে তারা পবিত্র মক্কায় হজব্রত পালন করেছিলেন।

১৩৮১ সালে মিং (Ming) সেনাবাহিনী ইউনান বিজয় করে, তখন ইউনানের শাসক ছিলেন মঙ্গোলিয়ান প্রিন্স বাসালাওয়ারমি (Basalawarmi) ১৩৮১ সালে ঝেঙ হির পিতা মা হাজি (Ma Hajji) মিং সেনাবাহিনী ও মঙ্গোলিয়ানদের যুদ্ধে আহত হয়ে মারা যান, তখন তার বয়স ছিল ৩৯ বৎসর। তাকে ওয়েনমিঙে (Wenming)-কবর দেওয়া হয়। ঝেঙ হি তার কবরে একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে যখন মিং সহযোগী লান ইউ (Lan Yu) ও ফু ইউদ (Fu Youde)-এর হাতে মা হি বন্দি হন তখন তার বয়স মাত্র সাত বৎসর। তারা মা হিসহ অপরাপর ৩৮০ জন যুদ্ধবন্দিকে খোজা করে। ১৩৮১ সালে মা হি রাস্তা দিয়ে যাবার সময় জেনারেল ফু ইয়োদ মঙ্গোল বিদ্রোহী নেতার খবর জিজ্ঞাসা করেন। মা হি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে উত্তর দেন যে, তিনি পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছেন। মিং সেনাবাহিনী মা হিকে বন্দি করে নিয়ে যায় ও ১৩৮৫ সালে তাকে খোজা করে দেয়। মিং কর্তৃপক্ষ যে মা হিকে খোজা বানিয়েছে এ বিষয়টি নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

১০ বৎসর বয়স্ক মা হিকে প্রিন্স ঝু দির (Prince Zhu Di, পরবর্তী ইয়ঙ্গল সম্রাট) বাসার কাজকর্ম করার জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রিন্স ঝু দি ছিলেন মা হির চেয়ে ১১ বৎসরের বড়। ১৩৮০ সালে প্রিন্স বেইপিং (Beiping-বেইপিং) গভর্নর হিসেবে যোগদান করেন। আর এই বেইজিং ছিল মঙ্গোল উপজাতির বাসভূমি। পরবর্তী দুই দশক মা হি একজন সৈনিক হিসেবে উত্তর ফ্রন্টিয়ারের একজন সৈনিক হিসেবে কাজ করেন এবং ঝু দির মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানেও অংশগ্রহণ করেন। ১৩৯০ সালে ঝু দির সেনা অভিযানে মঙ্গোল নেতা নাঘাচু (Naghachu) আত্মসমর্পণ করেন এবং এই যুদ্ধে মা হি অসাধারণ বীরত্ব দেখান।

এর ফলে তার ওপর প্রিন্সের আস্থাও অনেক গুণ বেড়ে যায় ও তিনি তার বিশ্বস্ত উপদেষ্টাতেও উপনীত হন। ১৩৯৮ সালে ঝু দি ইয়ঙ্গলের সম্রাট হওয়ার কথা থাকলেও তার ভ্রাতুষ্পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। একই বৎসর তিনি নতুন ডিক্রিতে প্রিন্সদের মিলিটারি ক্ষমতা খর্ব করেন। ১৩৯৯ সালে ঝু দি তার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বেইপিং

BanglaBook.org

শহরকে রাজকীয় সেনাবাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য মা হি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করেন এবং সফল হন। ১৪০২ সালে ঝু দি রাজধানী নানজিং দখল করার জন্য অগ্রসর হন এবং এবারও তার অন্যতম সহযোগী কমান্ডার মা হি। একই বৎসর ঝু দির বাহিনী নানজিং-এর রাজকীয় বাহিনীকে পরাজিত করে এবং ১৩ জুলাই ১৪০২ সালে রাজধানী দখল করে। এর চারদিন পর ঝু দি নতুন সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

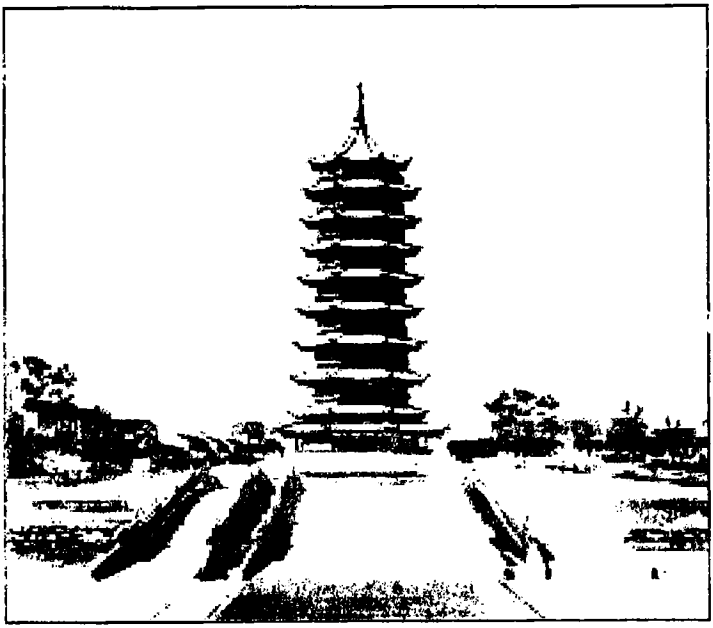

সিংহাসনে আরোহণের পর ঝু দি, ঝেঙ হিকে ডাইরেক্টোরেট অব প্যালেস সার্ভেন্টসের মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেন। ১১ ফেব্রুয়ারি ১৪০২ সালে নতুন ইয়ঙ্গোল সম্রাট ঝু দি রাজকীয় নাম ঝেং উপাধি দেন। তাকে সানবাও (Sanbao) নামেও ডাকা হতো। সানবাও অর্থ 'তিনবার রক্ষাকারী'।

সম্রাট ঝু দির মৃত্যুর পর তার পুত্র সম্রাট হঙ্গক্সি (Hongxi) সিংহাসনে আরোহণ করার পর ঝেং হির নেতৃত্বে সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করে তাকে নানজিং-এর ডিফেন্ডার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কারণ তখন নানজিং-এ বিখ্যাত পোরসেইলিন টাওয়ার (Porcelain Tower of Nanjing) প্যাগোডার নির্মাণকাজ চলছিল। এই প্যাগোডা বিংশ শতাব্দীতে এসেও এক অবাক করা স্থাপনা হিসেবে রয়েছে। ১৪৩০ সালে হঙ্গসি সম্রাটের মৃত্যুর পর নতুন সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন জুয়ানডে (Xuande)। জুয়ানডে ক্ষমতায় আসার পর সমুদ্রযাত্রা পুনরায় শুরু হয় এবং ঝেঙ হি সপ্তমবারের মতো তার নৌবহর নিয়ে পশ্চিম মহাসাগরে যাত্রা করেন। সেখান থেকে ফেরার পথে ১৪৩৩ সালে

BanglaBook.org

হরমুজে (Hormuz) ঝেঙ হি মারা যান। নানজিং-এ তার স্মৃতিসৌধ রয়েছে এবং এর পাশেই তার স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি জাদুঘরও বানানো হয়েছে। যদিও পশ্চিম ভারতের কালিকটের সন্নিকটে মালবার সমুদ্রতীরে তাকে কবর দেওয়া হয়।

জুদার পাশা (Judar Pasha)

জুদার পাশা (Judar Pasha) ছিলেন মরোক্কর সেনা কমান্ডার ও সঙ্গহাই (Songhai Empire ১৫/১৬ শতকের সময় পশ্চিম আফ্রিকার একটি অঞ্চল, বর্তমানে মালি) বিজয়ের নায়ক। জুদার পাশা স্পেনের আলমেরা প্রদেশের কিউভাস দেল আলমানজোরাতে (Cuevas del Almanzora) জন্মগ্রহণ করেন। বালক অবস্থাতেই জুদারকে মুসলিম দাস ব্যবসায়ীরা বন্দি করে নিয়ে যায় এবং দাস হিসেবে বিক্রয় করে দেয়। তার মালিক তাকে খোজা বানায়। তরুণ জুদার পাশা পরবর্তীকালে মরোক্কর শাসক প্রথম সুলতান আহমাদ মানসুর সাদির (Sultan Ahmad I al-Mansur Saadi) সেনাবাহিনীতে যোগ দেন।

মরোক্কর সুলতান সঙ্গহাই আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন এবং হেড অব কমান্ড হিসেবে জুদার পাশাকে নির্বাচিত করেন। জুদার পাশা ১,৫০০ অশ্বারোহী, ২,৫০০ বন্দুক যোদ্ধা ও পদব্রজী সৈনিক, ইংরেজদের তৈরি আটটি কামান নিয়ে মরোক্কর মার্‌রাকেশ (Arquebusiers) শহর থেকে যুদ্ধযাত্রা শুরু করেন। ৮০ জন খ্রিস্টান সেনার চৌকস একটি দলকে সঙ্গে নেন তার নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য।

সাহারা মরুভূমির কঠিন যাত্রাপথে তিনি সঙ্গাই রাজত্বের তাঘাজা (Taghaza) লবণ খনি ধ্বংস করে রাজধানী গাওতে (Gao) পৌঁছান। সঙ্গহাইয়ের শাসক দ্বিতীয় আসকিয়া ইসহাক (Askia Ishaq II) ৪০,০০০ সৈন্য নিয়ে মরোক্কার সৈন্যদের মোকাবিলা করতে অগ্রসর হন এবং মার্চ ১৫৯১ সালে তন্দবি (Tondibi) নামক স্থানে দুই পক্ষের কঠিন যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু মরোক্কর সেনাবাহিনীর কামানের গোলার আঘাতে তারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তারা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। তারপর তিনি সঙ্গহাইয়ের বাণিজ্য এলাকা দেজনি (Djenné) ও তিমবুকতা (Timbuktu) দখল করেন।

জুদার পাশা গাও দখল করলেও পরবর্তী কয়েক বৎসর আসকিয়া ইসহাকের অনুগত বাহিনী বেশ কয়েকবার তাকে পুনর্বহালের জন্য খন্ড খন্ড যুদ্ধ চালায়। ১৬০৬ সালে মরোক্কর সুলতান মাল্লে আল শেখের পুত্র মাল্লে আবদুল্লাহ সিংহাসনে আরোহণের সময় জুদার নিজেই সুলতান হওয়ার চেষ্টা চালান, কিন্তু সফল হননি। পরে মাল্লে আবদুল্লাহ তাকে মৃত্যুদন্ড দেন।

BanglaBook.org

কিম চিয়ো সিয়োন (Kim Cheo Seon)

কোরিয়ার জোসিয়োন রাজবংশের (Joseon Dynasty ১৩৯২-১৮৯৭) শাসনামলে কিম চিয়ো সিয়োন একজন খোজা হিসেবে প্রাসাদে নিয়োজিত ছিলেন, যিনি দক্ষিণ কোরিয়ার ঐতিহাসিক নাটকের এক লিজেন্ড। তার সম্পর্কে সঠিক তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। তবে তাকে কেন্দ্র করে কোরিয়াতে অনেক ঐতিহাসিক গল্প-উপন্যাস রচিত হয়েছে। তেমনি একটি চিত্রকাহিনীতে তার বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে, কোরিয়ার বিভিন্ন জসিওন রাজার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন খোজা কিম চিয়ো সিয়োন। বাল্য বান্ধবী সু হা-কে (So Hwa)-রক্ষা করতে কিম চিয়ো সিয়োন জসিয়োন রাজা সিয়োঙ্গ জঙ (Seong Jong)-এর চাকর হিসেবে নিয়োজিত হন। সু হা ছিলেন তার দ্বিতীয় কনকুবাইন (concubine-স্ত্রীর মতো)। যদি ও সু হার সঙ্গে ছিল তার ভালোবাসার সম্পর্ক কিন্তু তিনি রাজার কনকুবাইন হয়ে যাওয়ায় তার আর কিছুই করার ছিল না।

পরবর্তী সময়ে সু হা রানিও হন কিন্তু প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে তিনি প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত হন। কিম চিয়ো সিয়োন তার বাল্য বান্ধবীকে সহায়তা করতে এগিয়ে এলেও শেষ পর্যন্ত রাজার আদেশে কিম চিয়ো সিয়োন, সু হাকে বিষ খাওয়াতে বাধ্য হন। সু হার মৃত্যুর পর তিনি তার পুত্র ইয়নসানগুনকে (Yeonsangun) লালন-পালন করেন। ইয়নসানগুন পরে জোসিয়োন রাজবংশের দশম রাজা নির্বাচিত হন।

আগা মোহাম্মদ খান কাজার (Agha Mohammad Khan Qajar)

কাজার উপজাতির (Qajar Tribe) প্রধান, কাজার রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতা খোজা আগা মোহাম্মদ খান কাজার (Mohammad Khan Qajar) ১৭৯৪ সালে শাহ (সম্রাট) হিসেবে পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার পিতা মোহাম্মদ হাসান খান ছিলেন কাস্পিয়ান সাগর তীরবর্তী অঞ্চল আস্তারাবাদের (Astarabad বর্তমান গুলিস্তান প্রদেশ) কাজার উপজাতির প্রধান। পারস্যের শাহ, আদিল শাহর (Adil Shah) নির্দেশে তার পিতাকে হত্যা করা হয়।

আগা মোহাম্মদ খান ১৭৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মোহাম্মদ হাসান খান ছিলেন তৎকালীন শাহ আদিল শাহর রাজনৈতিক শত্রু। ১৭৪৬ সালে আদিল শাহ যখন তার পিতাকে হত্যা করেন তখন বালক আগা মোহাম্মদের বয়স মাত্র ছয় বৎসর। ভবিষ্যতের রাজনৈতিক শত্রু দূর করতে আদিল শাহ, আগা মোহাম্মদকে খোজা করার নির্দেশ দেন। আগা মোহাম্মদকে খোজা করা হলেও তার রাজনৈতিক অগ্রযাত্রা আদিল শাহ থামাতে পারেননি। খোজা হওয়া সত্ত্বেও আগা মোহাম্মদ ১৭৫৮ সালে কাজার উপজাতির প্রধান নির্বাচিত হন।

BanglaBook.org

মোহাম্মদ খান কাজার

১৭৬২ সালে প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক উপজাতি দল তাকে বন্দি করে সিরাজ (Shiraz) শহরে শাহেন শাহ করিম খানের (Shahanshah Karim Khan Zand) কোর্টে পাঠায়। আগা মোহাম্মদ ১৬ বৎসর বন্দি ছিলেন এবং ১৭৭৯ সালে জেলখানা থেকে পালাতে সক্ষম হন। একই বৎসর করিম খান জান্দ মারা গেলে জান্দ রাজবংশের অনেক সদস্যই পারস্যের ময়ূর সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ফলে পারস্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ১০ বৎসরের এই গৃহযুদ্ধে একের পর এক ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করেছেন এবং সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন। আগা মোহাম্মদ এই বিশৃঙ্খলাকে সুযোগ হিসেবে নিয়ে তিনি বিদ্রোহ করেন এবং ১৭৯৪ সালে শেষ জান্দ শাসক লতফ আলী খানকে (Lotf Ali Khan) হটিয়ে পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর দুই বৎসর পর তিনি নিজকে শাহেনশাহ (Shahanshah) অর্থাৎ রাজাদের রাজা ঘোষণা দেন।

আগা মোহাম্মদ ১৬ বৎসর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পারস্য শাসন করেন। ১৭৯৬ সালে তিনি সুশাহতে (Shusha বর্তমান আজারবাইজানের এলাকা) নিহত হন। কথিত আছে, আগা মোহাম্মদ যখন সুশাতে অবস্থান করছিলেন তখন এক রাতে তার জর্জিয়ান চাকর সাদেক ও খোদ্দাদ-ই-ইফাহানীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হলে তারা অতি উচ্চ স্বরে চেঁচামেচি শুরু করেন এবং এতে আগা মোহাম্মদ খুবই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হন। তিনি দুজনকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। আগা মোহাম্মদের এক প্রভাবশালী আমির সাদেক খান-ই-শাহঘাঘি তাদের প্রাণ

BanglaBook.org

রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করলেও তা ব্যর্থ হয়। তবে আগা মোহাম্মদ পরবর্তী দিন অর্থাৎ শনিবার পর্যন্ত হত্যা স্থগিত করেন; যেহেতু পরদিন ছিল শুক্রবার মুসলমানদের নামাজের দিন। তিনি তাদের যারা যার কাজে যাওয়ার নির্দেশ দেন। শাহের আদেশের যেহেতু কোনো পরিবর্তন হয় না এবং মৃত্যু অবধারিত তাই চাকরদ্বয় ঘুরে দাঁড়ান। তারা আরেক চাকর আব্বাস-ই-মাজান্দারানির সহযোগিতায় শাহের প্যাভিলিয়নে লুকিয়ে থাকেন। রাতে ঘুমন্ত ছুরি ও ড্যাগার দিয়ে তারা আগা মোহাম্মদকে হত্যা করেন। আগা মোহাম্মদের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতুষ্পুত্র ফাতাহ আলী শাহ কাজার (Fat'h Ali Shah Qajar) সিংহাসনে আরোহণ করেন।

শিল্পীর তুলিতে ঝাও গাও

ঝাও গাও (Zhao Gao)

খোজা ঝাও গাও (Zhao Gao) ছিলেন চায়নার কুইন রাজবংশের রাজাদের (Qin Dynasty) একজন ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা। চায়নার রাজবংশের ইতিহাসে খোজা ঝাও গাও ছিলেন সবেচেয়ে বেশি দুর্নীতিপরায়ণ, ধূর্ত ও হিংস্র প্রকৃতির। তিনি খুবই ক্ষমতাশালী ছিলেন এবং কুইন রাজবংশের পতনে তার ভূমিকা অনেক। ঝাও গাও ছিলেন প্রাচীন চায়নার ঝাও (State Of Zhao) প্রদেশের শাসকদের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। প্রাচীন চায়নার নথিবদ্ধ ইতিহাস সিজির (Shiji) তথ্য অনুযায়ী ঝাও-এর পিতা-মাতা অপরাধ করলে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়। ঝাও-এর সঙ্গে তার ভাইদেরও খোজা করা হয়। (তবে ঝাও আসলেই খোজা ছিলেন কি না বিষয়টি বিতর্কিত)।

BanglaBook.org

কুইন সি হুয়াঙের শাসনামলের শেষ দিকে তার বড় পুত্র ফুসো (Fusu), মার্শাল মেং তিয়ান (Meng Tian) ও তার ভাই মেঙ ই ২০,০০০ সৈন্য নিয়ে রাজ্যের উত্তর সীমানায় হান রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকা অবস্থায় কুইন সি হুয়াঙ মারা যান। এমতাবস্থায় ঝাও গাও ও রাজার সেক্রেটারি লি সি দুজনে মিলে মিথ্যা উইলের মাধ্যমে তার দ্বিতীয় পুত্র হুয়াইকে (Huhai) সম্রাট হতে সহায়তা করেন। ফুসো মেঙ তিয়ানের হাতে সেনা কমান্ড ন্যস্ত করে আত্মহত্যা করেন ভবিষ্যতে মার্শাল মেঙ তিয়ান তার জন্য বিপজ্জনক হতে পারেন ভেবে তিনি সম্রাট হুয়াইকে প্রভাবিত করে ডিক্রি জারি করেন এবং মেঙ তিয়ানকে বিষপানে হত্যায় বাধ্য করেন এবং তার ভাই মেং ইকে হত্যা করেন

পরবর্তী সম্রাট হন কুই আর সি (Qin Er Shi), যিনি ঝাও গাওকে তার শিক্ষাগুরু হিসেবে মানতেন। ঝাও গাও পরবর্তী সময়ে পূর্ববর্তী রাজার সেক্রেটারি লি সিকে হত্যা করেন চায়নার 'পাঁচ ব্যথা' পদ্ধতি প্রয়োগ করে। এ পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে নাক, তারপর এক হাত ও এক পা, খোজা করা এবং তারপর কোমর বরাবর দুই টুকরা করে হত্যা করা হয়। লি সিকে হত্যার পর তার পরিবারের পরবর্তী তিন পুরুষ পর্যন্ত হত্যা করে।

২০৭ সালে চায়নাতে বিভিন্ন গোত্রের বিদ্রোহ শুরু হয় এবং সম্রাট যেন তাকে এই বিদ্রোহের জন্য দায়ী করতে না পারেন তাই তিনি রাজাকে বিষপানে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেন এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাজা হিসেবে মনোনীত করেন। এই নতুন সম্রাট হলেন ফুসো পুত্র জিইং (Ziying)। এর পেছনেও তার হাত রয়েছে কারণ তরুণ এই রাজা ঝাওকে চিরতরে শেষ করতে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে জিইং ঝাও গাওকে হত্যা করেন এবং প্রথম হান রাজা লিও বাঙ (Liu Bang)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। আর এভাবেই কুইন সি হুয়াঙ-এর মৃত্যুর তিন বৎসরের মধ্যেই ২০ বৎসরের মিং রাজত্বের অবসান ঘটে।

ঝাঙ রাঙ (Zhang Rang)

১৮৯ সালে সম্রাট লিঙ-এর মৃত্যুর পর তার পুত্র লিও বিয়ান (Liu Bian) সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই তিনজন দুষ্ট ১০ খোজা চক্রের পতনের জন্য রাজধানীতে সেনা অভিযান চালান। কিন্তু প্রাসাদে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই দুষ্ট খোজা চক্র তাকে হত্যা করে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। অবস্থা বেগতিক দেখে এই চক্র সম্রাটের ভাই এবং ভবিষ্যৎ রাজা সম্রাট জিয়ানকে (Emperor Xian) অপহরণ করেন। পরে এই পুরো দলই সেনাবাহিনীর ঘেরাও এর মধ্যে পড়ে যায়। পালিয়ে যাওয়ার জন্য ঝাঙ নিকটস্থ নদীতে ঝাঁপ দেন এবং সেখানেই ডুবে তার মৃত্যু হয়।

শিল্পীর তুলিতে খোজা ঝাঙ রাঙ

হুয়াঙ হাও (Huang Hao)

প্রাচীন চায়নার তিন রাজত্ব শাসনামলে (Three Kingdoms উয়ি (Wei), সু (Shu) এবং উ (Wu), 220-280 সাল) খোজা হুয়াং হাও (Huang Hao) ছিলেন সু রাজ্যের খোজা, যিনি সু রাজ্যের শেষ সম্রাট লিও সানকে (Liu Shan) সেবা করতেন। সম্রাট লিও সান হুয়াং হাওকে খুব বেশি পছন্দ করতেন, যদিও তার ভুল নির্দেশনার জন্যই পরবর্তীকালে সম্রাটকে উই সম্রাটের নিকট আত্মসমর্পণ করতে হয়। তিন রাজত্ব শাসনামলে হুয়াং ছিলেন সবচেয়ে অপদার্থ এবং দুর্নীতিপরায়ণ কোর্ট কর্মকর্তা।

২২০ সালের দিকে হুয়াং হাও লিও সানের কোর্টে খোজা হিসেবে প্রবেশ করেন। তিন রাজত্বের নথিবদ্ধ ইতিহাস থেকে জানা যায়, লিও সানের প্রিয়ভাজন এই খোজা ছিলেন খুব ধূর্ত প্রকৃতির এবং চাটুকারিতায় অত্যন্ত পারদর্শী। সম্রাটের প্রধান সহযোগী ডং ইয়ুন (Dong Yun) জীবিত থাকা অবস্থাতেই হুয়াং চাটুকারিতার বিপদ সম্পর্কে বলতেন এবং অন্যদিকে তরুণ এই সম্রাটকে বলতেন তাকে বরখাস্ত করতে। ২৪৬ সালে ডং ইয়ুনের মৃত্যুর পর চেন কুই (Chen Qi) তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং তার যোগসাজশে হুয়াং রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতে নাক গলাতে শুরু করেন। তিনি এতই প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন যে, মন্ত্রী ঝুগি ঝান (Zhuge Zhan) ও ডং জি তাকে কোনোমতেই সরাতে পারছিলেন না। সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল জিয়াং ওয়ি (Jiang Wei) একবার লিও সানকে উপদেশ দেন হুয়াংকে হত্যার নির্দেশ দিতে। কারণ তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছেন এই নালিশ দেন। কিন্তু লিও সান তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপই নেননি।

BanglaBook.org

২৬৩ সালে জিয়ান ওয়ি সম্রাট লিও সানকে চিঠিতে লেখেন, উয়ি সেনাবাহিনী ঝঙ হুই (Zhong Hui)-এর নেতৃত্বে আক্রমণের জন্য সীমান্তের দিকে আসছে। হুয়াং হাও সম্রাটকে বিষয়টি পাত্তা না দিতে বলেন, তারা যদি রওনা দিয়েও থাকে তবে পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে তারা কোনো দিনই রাজধানী চেঙডুতে আসতে পারবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উয়িদের নিকট লিও সানকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। উই জেনারেল দেঙ আই হুয়াং হাওকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত লিও সান ঘুষ দিয়ে তাকে মুক্ত করতে সক্ষম হন। তার শেষ পরিণতি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে কারো কারো মতে আরেক উই জেনারেল সিমা ঝাও প্রকাশ্যে এই বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করেন।

চেন হান (Cen Hun)

চেন হান (Cen Hun) ছিলেন প্রাচীন চায়নার তিন রাজত্বের শাসনামলে উ (Wu) রাজ্যের একজন খোজা এবং মন্ত্রী। তিনি উ রাজ্যের শেষ রাজা সান হাও (Sun Hao)-এরও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি ছিলেন খুব দুর্নীতিপরায়ণ এবং সম্রাট সু হানের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার জন্য দায়ীদের অন্যতম একজন। আর ঠিক একই রকমভাবে তিন রাজত্বের আরেক রাজ্য সু (Shu) রাজ্যের খোজা হুয়াং হাও-এর কারণেই সু রাজ্যের পতন ঘটে। তার মৃত্যুর বিষয়েও সঠিক তথ্য নেই। তবে ধারণা করা হয়, জিন রাজার নিকট উ রাজ্যের পতন ঘটলে তাকে স্লো স্লাইসিং (slow slicing-অত্যাচার করে ধীরে ধীরে হত্যা করা) করে হত্যা করা হয় খুব সম্ভবত ২৮০ সালে।

গাও লিসি (Gao Lishi)

গাও লিসি (Gao Lishi ৬৮৪-৭৬২ সাল) ছিলেন তাঙ সম্রাট জুয়াঙজং (Xuanzong)-এর বিশ্বস্ত সহযোগী ও একজন অনুগত বন্ধু। তিনি তাঙ রাজবংশ (Tang Dynasty) এবং ঝু (Zhou Dynasty) রাজবংশের সম্রাজ্ঞী উ জোতিয়ানের (Wu Zetian) আমলে একজন খোজা কর্মকর্তা। ১৪ বৎসর বয়সী গাও লিসিকে (তখনো তার নাম গাও লিসি হয়নি) লি কিনালি নামে একজন সরকারি কর্মকর্তা লিসি ও জিন গ্যাঙ নামে দুজন খোজা বালককে সম্রাজ্ঞী উ জিতিয়ানকে শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে প্রদান করেন। লিসির বুদ্ধিমত্তার কারণে সম্রাজ্ঞী তাকে কোর্টের একজন সেবাদানকারী হিসেবে রেখে দেন। একবার ছোট এক অপরাধের কারণে তাকে প্রাসাদ থেকে বহিষ্কার করা হয়, তখন গাও ইয়ানফু (Gao Yanfu) নামে প্রাসাদের এক বৃদ্ধ খোজা তাকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তখনই তার নাম হয় গাও লিসি। গাও ইয়ানফু সম্রাজ্ঞী উ জেতিয়ানের ভ্রাতুষ্পুত্র ও সানসাই (Wu Sansi)-এর কর্মচারী ছিলেন বিধায়

BanglaBook.org

শিল্পীর তুলিতে খোজা গাও লিসি

উ সানসাসিকে অনুরোধ করে তার সেবার জন্য নিয়োগ দিতে সক্ষম হন। এক বৎসর পর প্রাসাদে কাজ করার জন্য তাকে পুনরায় ডাকা হয়। এরই মধ্যে যথেষ্ট সাবধানতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করা রপ্ত করেন। তিনি খুব লম্বা ও সুদর্শনও ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রাসাদের উচ্চপদস্থ খোজা কর্মকর্তায় পরিণত হন এবং তিনি রাজকীয় ডিক্রি জারির কাজগুলো সম্পন্ন করতেন।

উ জিতিয়ানের অধীনে কাজ করার সময় তার পুত্র জুয়াঙ জঙের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। পরে জুয়াঙজং সম্রাট হলে তিন হয়ে ওঠেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি এতই প্রভাবশালী ছিলেন যে, সম্রাট জুয়াংজং-এর শাসনামলের শেষের দিকে যে সকল বিষয়ে সম্রাটের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা সে সকল বিষয়ে তিনিই সিদ্ধান্ত নিতেন। সে আমলে তিনি অনেক বিখ্যাত ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গের চেয়েও অনেক ধনী ছিলেন। তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে রাজার প্রতি অনুগত থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে যে কয়জন খোজা স্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম।

এ সকল কারণে তিনি পরবর্তীতে অনেক বিপদের সম্মুখীনও হয়েছেন, বিশেষ করে পরবর্তী সম্রাট জুয়াঙজং পুত্র সম্রাট সুজঙ (Emperor Suzong)-এর আমলে। এর বড় একটি কারণ ছিল সম্রাট জুয়াঙজং অবসরে গেলে অপর খোজা লি ফুগোর উত্থান ও ঈর্ষা (Li Fuguo) পরে সম্রাট সুজং (Suzong)-এর শাসনামলের শেষের দিকে লি ফুগোর দাবির মুখে সম্রাট বাধ্য হন তাকে

BanglaBook.org

নির্বাসনে প্রেরণ করতে। ৭৬২ সালে সম্রাট মারাত্মক অসুস্থ হয়ে গেলে তাকে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। তিনি ক্ষমা লাভ করেন এবং নির্বাসন শেষে দেশে ফিরে এসে শুনতে পান তার প্রিয় সম্রাট জুয়াঙজং এবং তার পুত্র সম্রাট সুজং মারা গেছেন। তাদের মৃত্যু তাকে মারাত্মকভাবে ব্যথিত করে তোলে এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুস্থতা থেকে তিনি আর অরোগ্য লাভ করেননি এবং এক সময় মারাত্মক রক্তবমির কারণে তিনি মারা যান।

লি ফুগো (li Fuguo)

লি ফুগোর (Li Fuguo) আসল নাম লি জিংঝং (Li Jingzhong) কিন্তু ৭৫৭-৭৫৮ সালে তিনি পরিচিত ছিলেন লি হুগো নামে এবং এই সময় তিনি সম্রাট সুজং (Emperor Suzong)-এর কোর্টে একজন খোজা কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সম্রাজ্ঞী উ জেতিয়ানের শাসনামলে ৭০৪ সালে লি জিংঝং জন্মগ্রহণ করেন। বালক অবস্থাতেই তাকে খোজা বানানো হয় এবং তারপর রাজকীয় প্রাসাদে তার চাকরি হয়। দেখতে সুদর্শন না হলেও এই খোজা বালক লিখতে ও পড়তে পারতেন। তার বয়স যখন ৪০ তখন তিনি কোর্টের অর্থনৈতিক বিষয়াদি দেখার দায়িত্বে ছিলেন।

শিল্পীর তুলিতে লি ফুগো

সম্রাট জুয়ানজং লি জিংঝং-এর গোছানো কাজকর্মে খুশি হয়ে তাকে তার পুত্র ক্রাউন প্রিন্স লি হেং (Li Heng)-এর কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দেন। কাজের মাধ্যমেই তিনি লি হেং-এর মন জয় করতে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে তার পিতা সম্রাট জুয়ানজং (Xuanzong) যখন আনশি বিদ্রোহের সময় সিংহাসন নিয়ে খুব দ্বন্দ্বে ছিলেন তখন তিনি লি হেঙকে সিংহাসনে আরোহণে সহায়তা

BanglaBook.org

করেন। সম্রাট লি হেং সিংহাসনে আরোহণ করার পর তিনি তার স্ত্রী সম্রাজ্ঞী ঝাং (Empress Zhang)-এর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। এই দুয়ের ফলে তিনি খুব প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। ৭৬২ সালে সম্রাট সুজং মারা গেলে তিনি সম্রাজ্ঞী ঝাংকে হত্যা করে রাজকীয় কোর্টে একক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন।

সুজং-এর মৃত্যুর পর তার পুত্র দাইজং (Daizong) সিংহাসনে আরোহণ করেন। দাইজং জিংঝং-এর সেচ্ছাচারী আচরণের জন্য ভেতরে ভেতরে খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন, যদিও তিনি তা প্রকাশ করেননি। বরং তিনি তাকে সাংফু অর্থাৎ 'পিতার মতো' উপাধি দেন এবং কোর্টের সবাইকে নির্দেশ দেন তারা যেন তার নাম না ধরে ডাকে। তিনি তাকে রাজ্যের আইনবিষয়ক ব্যুরোর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন। তাকে রিপোর্ট করতে হতো চেঙ ইউয়ানঝেন (Cheng Yuanzhen)-এর নিকট, যিনি নিজেও একজন খোজা এবং রাজকীয় তীরন্দাজ বাহিনীর প্রধান। সম্রাট দাইজং ও খোজা চেঙ ইউয়ানঝেনের হাতে এত ক্ষমতা থাকা লি কোনোভাবেই যেন মেনে নিতে পারছিলেন না। যদিও সম্রাট তাকে মন্ত্রীর সম্মানে সেনাবাহিনীর প্রধানের ডেপুটি বানিয়েছিলেন। সেনাবাহিনীর ডেপুটি হওয়ার পর তাকে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে হয়।

দিনে দিনে তার ঔদ্ধত আচরণ ও তার মায়ের হত্যাকারী হওয়ার কারণে সম্রাট দাইজিয়াং তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। তবে তিনি প্রকাশ্যে তা করতে চাননি। আঁততায়ী প্রেরণ করে দাইজং তাকে হত্যা করান। আঁততায়ী তার মাথা ও একটি হাত কেটে নিয়ে যায়। দাইজং হত্যাকারীকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন এবং রাজকীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তার জন্য কাঠ দিয়ে একটি মাথা ও হাত বানিয়ে অবশিষ্ট দেহের সঙ্গে কবর দেওয়া হয়।

লি ভান ডুয়েট (Le Van Duyet)

লি ভান ডুয়েট (Le Van Duyet) ছিলেন বিখ্যাত ভিয়েতনামী খোজা সেনাবাহিনীর নীতিনির্ধারক ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। যদিও বলা হয় তিনি জন্মগতভাবেই খোজা ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন হার্মাফ্রোডাইট।

(Hermaphrodite-যাদের প্রজনন অঙ্গ পুরুষ ও নারীর প্রজনন অঙ্গের মিশ্রণে তৈরি। তাদের অসম্পূর্ণ পুরুষাঙ্গ কিংবা জননাঙ্গ থাকতে পারে। শুক্রাশয়ের টিস্যুতে ওভারি ও টেসটিস উভয় ধরনের টিস্যুই থাকতে পারে, তাই কারো কারো মাসিকও হতে পারে, আবার পূর্ণ পুরুষের ন্যায় অপর নারীতে গর্ভসঞ্চারণও করতে পারে)।

BanglaBook.org

লি ভান ডুয়েট আনুমানিক ১৭৬৩ (মতান্তরে ১৭৬৪) সালে জন্মগ্রহণ করেন। এই ভিয়েতনামী জেনারেল তে সন বিদ্রোহকে (Tây Sơn rebellion) দমন করে জিয়া লংকে (Gia Long) ভিয়েতনামের প্রথম রাজা বানাতে সহায়তা করেন। উল্লেখ্য, জিয়া লং (Gia Long) নুয়েন আন (Nguyễn Ánh) নামে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে জিয়াং লং ও লি ভান ডুয়েট ভিয়েতনামকে একত্র করেন এবং নুয়েন রাজবংশের (Nguyễn Dynasty) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

লি ভান ডুয়েটের সমাধিতে তার ব্রোঞ্জের মূর্তি

নুয়েন ক্ষমতায় আসার পর ডুয়েট একজন উচ্চপদস্থ ম্যান্ডারিন (Mandarin-রাজার শাসনামলে ভিয়েতনামের ব্যুরোক্রেট) হন এবং দুই নুয়েন রাজা জিয়া লং ও মিন মেং (Minh Mạng)-এর অধীনে কাজ করেন। ডুয়েট দক্ষিণ ভিয়েতনামের দিন তোং (বর্তমান তিয়েন গিয়াং) শহরের এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খোজা হিসেবে প্রিন্স নুয়েন আনের দলে যোগ দেন এবং তে সন বিদ্রোহ দমন করেন। তার যুদ্ধ করার পারদর্শিতায় তার দ্রুত উত্থান ঘটে এবং তে সন-নুয়েন যুদ্ধ শেষ হলে তিনি মার্শাল পদে উত্তীর্ণ হন এবং পরে দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভাইসরয় হিসেবে কাজ করেন। তার শাসনামলে দক্ষিণ ভিয়েতনাম একটি সম্পদশালী ও সুখী অঞ্চলে পরিণত হয়।

BanglaBook.org

ডুয়েট সম্রাট নুয়েনের দ্বিতীয় পুত্র সম্রাট মিন মাং (Minh Mạng)-এর খ্রিস্টানবিরোধী কার্যক্রম ও ইউরোপিয়ানবিরোধী মনোভাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। যার ফলে তার সঙ্গে ডুয়েটের তিক্ততার সৃষ্টি হয়। ফলে মিং মেং তার সমাধির স্মৃতিফলক ভেঙে ফেলেন। এর কারণে ডুয়েটের পালকপুত্র লি ভান খৈ (Le Van Khoi)-মিন মেং-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। পরবর্তী সম্রট থিউ ত্রি এই স্মৃতিফলক পুনঃনির্মাণ করেন।

লি ভান ডুয়েটের স্ত্রীর নাম দো থি ফান (Do Thi Phan)। লি ভান খৈ ছাড়াও তার আরেকজন পালক পুত্র ছিলেন, তার নাম লি ভান ইয়েন (Le Van yen), যিনি পরে সম্রাট জিয়া লং-এর কন্যা প্রিন্সেস নোক নিহেনকে (Ngoc Nghien) বিয়ে করেন।

৩ জুলাই ১৮৩২ সালে সিটাডল অব সায়গনে (Citadel of Saigon) ৬৮ বৎসর বয়সে লি ভান ডুয়েট মারা যান। তকে জিয়া দিনের (Gia Định-বর্তমান হো চি মিন সিটি) বিহ হোয়াতে (Bình Hòa) কবর দেওয়া হয়। তার কবরের স্মৃতিফলকে লেখা আছে, 'এখানে ঘুমাচ্ছেন খোজা লি ভান ডুয়েট যিনি আইনকে প্রতিহত করেছিলেন'।

সেনেসিনো (Senesino)

ইটালিয়ান বিখ্যাত ক্যাস্ট্রাসো গায়ক সেনেসিনো (Senesino) ১৬৮৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার নাম ছিল ফ্রান্সেসকো বার্নারডি (Francesco Bernardi)। জার্মান বংশদ্ভূত ব্রিটিশ সংগীত কম্পোজার জর্জ ফ্রিডরিক হ্যান্ডেল (George Frideric Handel)-এর সথে একত্রে সংগীত পরিবেশনার জন্য তিনি বিশ্ববিখ্যাত।

সেনেসিনোর জন্মস্থান ইটালির সিয়ানা। তার পিতা ছিলেন একজন নাপিত। ১৬৯৫ সালে ৯ বৎসর বয়সে তিনি ক্যাথেড্রাস কৌইয়র (Cathedral Choir গির্জার কোরাস সংগীতদল) দলে যোগ দেন। তাকে ১৩ বৎসর বয়সে খোজা করা হয়। ১৭০৭ সালে তিনি ভেনিসে তার প্রথম অনুষ্ঠান করেন। তারপর থেকে পরবর্তী এক দশক তিনি ইউরোপে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন এবং বেতনভুক্ত হয়ে বিভিন্ন বিখ্যাত সংগীতদলে গান গাইতে থাকেন।

অনেক ক্যাস্ট্রাসি গায়ক সেনসিনো সম্পর্কে বলেছেন, তার পারফর্ম্যান্স সব সময় চিত্তকর্ষক ছিল না। ১৭১৫ সালের একজন অপেরা কম্পানির ম্যানেজার ফ্রান্সিকো জাম্বিকারি ১৭১৫ সালে নেপলসে অনুষ্ঠিত সেনসিনোর অনুষ্ঠান সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'সেনসিনো স্টেজে অনেক সময়ই খুব সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারতেন না, তিনি একটি মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন, আর যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি তাকাতেন তার অর্থ দাঁড়াত বিপরীত।'

BanglaBook.org

সেনসিনো

আবার ১৭১৯ সালে তিনি যখন লতিস তিউফেন (Lotti's Teofane)-এর হয়ে জার্মানির ড্রেসডেনে গাইছিলেন তখন বিখ্যাত সংগীত কম্পোজার কোয়ান্টজ (Quantz) তার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার সংগীত সম্পর্কে বলেন, 'তার খুব শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট কন্ট্রালটো (Contralto সুমিষ্ট নারী কণ্ঠ) স্বর ছিল এবং তা প্রয়োজনমতো ওঠানামা করাতে পারতেন। তার সংগীত ছিল আসলেই একজন ওস্তাদের গাওয়া সংগীতের সমতুল্য আর তার উচ্চারণ ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী... মুহূর্তেই তিনি তার কণ্ঠে অগ্নি ছড়াতে পারতেন... আর তার সংগীতের প্রতিটি কাজই ছিল অত্যন্ত সাবলীল ও মহৎ...'

প্রতিষ্ঠিত গায়ক হওয়ার পর তার একটি বড় সময় কেটেছে ইংল্যান্ডে। ১৭৩৬ সালে তিনি ইংল্যান্ড ছেড়ে পুনরায় ইটালি আসেন এবং আরো অনেক সংগীত কম্পানির সঙ্গে কাজ করেন। ১৭৩৭-১৭৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি ফ্লোরেন্সে এবং তারপর ১৭৪০ সাল পর্যন্ত নেপলসে অবস্থান করেন এবং এখানেই তিনি তার জীবনের শেষ অনুষ্ঠান করেছিলেন। এরই মধ্যে সংগীতের ধারাও অনেক পরিবর্তন হয়েছিল এবং তার সংগীতের স্টাইলকে অনেকেই সেকেলে মনে করতে থাকেন। তিনি অবসর নিয়ে তার জন্মস্থান সিয়ানাতে চলে যান এবং অবসর জীবন কাটান। অবসর জীবনে তার সঙ্গী ছিল একজন কালো চামড়ার চাকর, একটি পোষা বানর ও একটি তোতা পাখি। জীবনের শেষ দিনগুলোতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে, বিশেষ করে তার ভ্রাতুষ্পুত্র জিউস্পি (Giuseppe)-র সঙ্গে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত মোকদ্দমায় জড়িয়ে যান।

২৭ নভেম্বর ১৭৫৮ সালে এই মহান শিল্পী নিজ বাড়িতে মারা যান।

BanglaBook.org

ফারিনেলি (Farinelli)

ইটালিয়ান ক্যাস্ট্রাসো গায়ক ফারিনেলি (Farinelli) ১৭০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্টেজে পরিচিত ছিলেন কার্লো ব্রসকি (Carlo Broschi) নামে। অনেকের মতে, ১৮ শতকের এই [illegible] গায়ক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্যাস্ট্রাসো শিল্পীদের একজন।

ইটালির এন্দ্রিয়ার (বর্তমানে এপুলিয়া) এক সংগীত পরিবারে ফার্নেলি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা সালভাতোর (Salvatore) ছিলেন একজন সংগীত কম্পোজার। ১৭০৭ সালে সালভাতোর সপরিবারে এন্দ্রিয়া ত্যাগ করে রাজধানী নেপলসে চলে আসেন। ১৭৭২ সালে কার্লোর বড় ভাই রিকার্ডো গির্জায় সংগীত কম্পোজিং শেখার জন্য ভর্তি হন। কিন্তু শিশু অবস্থাতেই কার্লো সংগীতে সবাইকে চমকে দেন। এখন তার সুযোগ হলো নেপলস এর বিখ্যাত সংগীত শিক্ষকদের সান্নিধ্যে আসার। এদের মধ্যে অন্যতম নিকোলা পোরপোরা (Nicola Porpora), যিনি এরই মধ্যে একজন সফল অপেরা কম্পোজর হিসেবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পোরপোরা কার্লোকে তার ছাত্রদের সঙ্গে সংগীত শেখার ব্যবস্থা করে দেন আর এখান থেকেই কার্লোর জীবনের মোড় ঘুরে যায়।

পারিবারিক অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে ১৭১৭ সালে ৩৬ বৎসর বয়সে হঠাৎ করেই কার্লোর পিতা মারা যান। পারিবারিক অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে খুব সম্ভবত রিকার্ডোর প্ররোচনায় তার পরিবার তাকে খোজা বানানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

১৭৫৫ সালে ইটালিয়ান চিত্রশিল্পী করাডো জিয়কুইন্টোর তুলিতে ফারনেলি

আর খোজা বানানোর জন্য একটি কারণ থাকতে হয়, তাই ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মারাত্মক আহত হয়েছে—এই অজুহাত দিয়ে কার্লোকে অপারেশন করে খোজা বানানো হয়। সংগীতের প্রতি মারাত্মক ঝোঁকের কারণে খোজা হওয়ার পরও কার্লো পোরপোরার নিকট সংগীত শিক্ষা বন্ধ করেননি এবং মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে পোরপোরার এঞ্জেলিকা ই মেডোরো (Angelica e Medoro) গীতিনাট্য দিয়ে তার পেশাদার গায়কী জীবন শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ইটালিতে ইল রাগাজ্জো (il ragazzo) অর্থাৎ 'সেই বালকটি' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৭২২ সালে রোমে তিনি তার প্রথম সংগীত অনুষ্ঠান করেন। ধীরে ধীরে ইউরোপও তার সুনাম ছড়াতে থাকে।

১৭২৪ সালে ভিয়েনা, ১৭২৬ সালে পারমা ও মিলান, ১৭২৭ সালে বোলোগান ও ১৭২৮ সাল জার্মানিতে তিনি সংগীত পরিবেশন করেন। ১৭২৯ সালে তিনি ভিয়েনার রাজার সৌজন্যে তার সম্মুখে কনসার্ট করেন। ১৭৩১ সালে তিনি ভিয়েনাতে তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠান করেন এবং এবার রোমান সম্রাট চতুর্থ চার্লস (Holy Roman Emperor, Charles VI) তাকে অভ্যর্থনা জানান। ১৭৩৪ সালে তিনি লন্ডনে কনসার্ট করেন। লন্ডনে যখন তিনি নবিলিটি অপেরাতে কাজ করতেন তখন তার এক মৌসুমের জন্য তার বেতন ছিল ১৫০০ পাউন্ড কিন্তু দর্শকদের নিকট থেকে তিনি প্রচুর উপহার পেতেন, যা ৫,০০০ পাউন্ড ছাড়িয়ে যেত। ১৭৩৭ সালে স্পেনের রাজার কোর্টে সংগীত পরিবেশন করার জন্য লন্ডনে স্পেনের দূতাবাসের সেক্রেটারি তাকে রানির পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ জানান।

স্পেনের মাদ্রিদের উদ্দেশে যাত্রাপথে তিনি প্যারিসের ভার্সালিসে রাজা পঞ্চদশ লুই (Louis XV)-এর সম্মানে সংগীত পরিবেশন করেন। সম্রাট তাকে ডায়মন্ডের তৈরি তার পোর্ট্রেট ও ৫০০ লুই দিয়র (স্বর্ণমুদ্রা) উপহার দেন। প্যারিসের অনুষ্ঠান শেষে তিনি মাদ্রিদে এসে পৌঁছান। তৎকালীন স্পেনের রানি এলিসাবেত্তা ফার্নেসে (Elisabetta Farnese) বিশ্বাস করতেন, ফার্নেলির সংগীতে তার স্বামী রাজা পঞ্চম ফিলিপের (Philip V) বিষণ্নতা রোগ ভালো হয়ে যাবে। তা ছাড়া রানির চিকিৎসক গুসেপি সারেভি (Giuseppe Cervi) সংগীত চিকিৎসায় বিশ্বাস করতেন। তিনি রাজার উদ্দেশে সংগীত পরিবেশন করেন এবং তারপর তাকে রাজার চেম্বার মিউজিশিয়ান (Chamber Musician) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এরপর থেকে তিনি আর জনসম্মুখে সংগীত পরিবেশন করেননি। তবে রাজার জন্য একান্তে ও রাজপরিবারের সদস্যদের সম্মানে সংগীত পরিবেশন করতেন।

১৭৮২ সালে নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই তিনি মারা যান। মারা যাওয়ার পূর্বে তাকে বলোগোনার কাপুচিন মোনাস্ট্রি অব সান্তা ক্রস সিমেট্রিতে কবর দেওয়ার জন্য

BanglaBook.org

শেষ ইচ্ছা ব্যক্ত করে যান। কিন্তু ১৮১০ সালে নেপোলিয়নের যুদ্ধের কারণে তার কবরটি ধ্বংস হয়ে যায়। পরে তার প্রৌ-ভ্রাতুষ্পুত্রী মারিয়া কারলোটা পিসানি সেখান থেকে দেহাবশেষ উঠিয়ে নিয়ে বলগোনার লা কেরোটোসা সিমেট্রিতে পুনরায় কবরস্থ করেন।

গুস্তো ফার্নান্ডো তেন্দুসি (Giusto Fernando Tenducci)

গুস্তো ফার্নান্ডো তেন্দুসি (Giusto Fernando Tenducci) ছিলেন একজন ক্যাস্ট্রাসো শিল্পী, যিনি ছোট সেনসিনো নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৭৩৬ সালে ইটালির সিয়েনাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার জীবনের প্রথমদিকে ইটালিতে থাকলেও পরে ইংল্যান্ড চলে যান।

গুস্তো ফার্নান্ডো তেন্দুসি

বালক তেন্দুসি নেপলস কনজারভেটরিতে সংগীতের প্রশিক্ষণ নেন। তখন চার্চ ও সিভিল আইনে খোজা করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু রোমান চার্চের অনুসারী চার্চগুলো তখনো খোজা করা প্রথা চালু রাখে, এমনকি ভ্যাটিকানেও ১৯০২ সাল পর্যন্ত এটা চালু ছিল। ১৭ এবং ১৮ শতকে ক্যাস্ট্রাসো শিল্পীদের গান শোনার জন্য জনগণ প্রচুর অর্থ ব্যয় করত আর তাই সে সময় প্রচুর অপেরা পার্টিরও জন্ম হয়েছিল, যেখানে এ সকল ক্যাস্ট্রাসো শিল্পী অর্থের বিনিময়ে গান গাইতেন। তেন্দুসির খোজা হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা না গেলেও এটা সত্য যে, তেন্দুসি খোজা ছিলেন।

BanglaBook.org

১৭ বৎসর বয়সে ভেনিসে তিনি প্রথম সংগীতানুষ্ঠান করেন। ১৭৫৭-৫৮ সালে ইটালির তেতারা ডি সান কার্লো অপেরা হাউসের নিয়মিত মুখ ছিলেন। ১৭৫৮-১৭৬৫ পর্যন্ত তিনি ইংল্যান্ডে ছিলেন এবং লন্ডনের বিখ্যাত কিংস থিয়েটার ও রয়াল অপেরা হাউসে তিনি নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। পরবর্তী সময় আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডেও সংগীতানুষ্ঠান করেন। ১৭৬৬ সালে তিনি ডাবলিনে ডোরেথা মাউনসেলকে (Dorothea Maunsell) বিয়ে করেন। ১৭৬৮ সালে তিনি এডিনবার্গে চলে আসেন এবং বাদবাকি জীবনটা প্রায় সেখানেই কাটিয়ে দেন। ১৬৮৯-এর শেষ দিকে তিনি ইটালিতে চলে আসেন এবং এর কয়েক মাস পরে তিনি জিওনাতে (Genoa) মারা যান।

১৭৬৬ সালে ক্যাস্ট্রাসো গায়ক তেন্দুসি যখন বিয়ে করেন তখন তার স্ত্রী ডোরেথার বয়স ১৫ বৎসর। ১৭৭২ সালে যৌন অক্ষমতার কারণ দেখিয়ে ডোরেথা তাকে ডির্ভোস দেন। ইটালিয়ান লেখিকা জিয়াকোমা কাসানোভা (Giacomo Casanova) তেন্দুসির জীবনীতে বর্ণনা করেছেন, ডোরেথার সঙ্গে তেন্দুসির দুটি সন্তান ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে হেলেন বেরি (Helen Berry) তেন্দুসির জীবনীতে লেখেন, তিনি যৌন মিলনে অক্ষম ছিলেন, তবে তার সন্তানদ্বয়ের পিতা ডোরেথার দ্বিতীয় স্বামী রবার্ট লং কিংসম্যান (Robert Long Kingsman)।

ইউ চাও এন (Yu Chao'en)

৭৭২ সালে চায়নার তাঙ রাজবংশের (Tang Dynasty) শাসনামলে খোজা ইউ চান এন (Yu Chao'en) জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট দাইজং (Emperor Daizong)-এর শাসনামলে তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর একজন পরিদর্শক। কিন্তু সেনাবাহিনীর একজন পরিদর্শক হলেও তিনি ছিলেন খুবই ক্ষমতাধর। তাকে চ্যান্সেলরসহ আরা অনেকেই খুব সমীহ করে চলতেন। চ্যান্সেলর ইউয়ান জাই (Yuan Zai)-এর তীব্র প্রতিবাদের মুখে সম্রাট দাইজং এক সভায় তাকে হত্যার নির্দেশ দেন, যদিও পরে দাইজং প্রচার করেছিলেন যে, চাও এন আত্মহত্যা করেছিলেন।

সম্রাট সুজং (Suzong)-এর শাসনামলে (৭৫৭ সালে) তিনি যখন ইয়ান প্রদেশে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন তখন সেনাবাহিনীর তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাকে। তিনি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এ দায়িত্ব পালন করেন, তাই তাকে রাজকীয় খোজা বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে তার সেনাবাহিনীর দুই জেনারেল গাও জিই (Guo Ziyi) এবং লি গুয়াংবি (Li Guangb) এ দুজনই সেনাবাহিনীর প্রধান হওয়ার দাবিদার হওয়ায় সম্রাট কাউকেই প্রধান না করে ইউ চাও এনকে ওই এলাকার সেনাবাহিনীর মনিটর হিসেবে নিয়োগ দেন।

BanglaBook.org

৭৬২ সালে চায়নিজ তিব্বতী বিদ্রোহীদের আক্রমণে সম্রাট দাইজং সানে (Shan) পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। তার সঙ্গে রাজকীয় নিরাপত্তা বাহিনীর একটি দল থাকলেও ইউ চাও এন তাদের সঙ্গে যোগ না দেওয়া পর্যন্ত তারা সম্রাটের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছিল না। এর পুরস্কারস্বরূপ তিনি তাকে পুরো সেনাবাহিনীর মনিটর হিসেবে নিয়োগ দেন। ৭৬৫ সালে তাকে রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং তাকে ডিউক অব ঝেং (Duke of Zheng) উপাধি দেওয়া হয়। ৭৬৭ সালে ইউ চাও এন তার প্রাসাদের বাইরের অংশে একটি বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠা করে সম্রাটের মৃত মায়ের নামে তা উৎসর্গ করেন, যা ঝাঙলিং মন্দির নামে পরিচিত।

এ সমস্ত কর্মকান্ডে সম্রাট দাইজং খুশি হলেও তার উদ্ধত আচরণের জন্য ভেতরে ভেতরে বেশ অসন্তুষ্ট ছিলেন। যেমন একবার তিনি সম্রাটকে জিজ্ঞেস করেন, 'এই রাজ্যের এমন কোনো বিষয় আছে কি, যেখানে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি না?' তার পালক পুত্র এই প্রাসাদে খোজা হিসেবে কাজ করতেন– তার প্রমোশনের জন্য সম্রাটের সামনে দাঁড়িয়ে তার পুত্রকে প্রমোশন দেয়, যা সাধারণত সম্রাট দিতেন। এ সকল কারণে চ্যান্সেলর ইউয়ান জাই-এর সঙ্গে আলোচনা করে তাকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ইউয়ান সেনাবাহিনীর কিছু সদস্যকে ঘুষ দিয়ে হাত করেন। তারপর দিয়াজং সেনাবাহিনীতে পরিকল্পিত কিছু রদবদল করেন, যার ফলে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং ইউয়ানের সপক্ষের সেনাবাহিনীর হাতে ইউ চাও এন নিহত হন। পরে সম্রাট ও চ্যান্সেলর প্রচার করেন যে ইউয়ান জাই আত্মহত্যা করেছেন।

ওয়াং ঝেন (Wang Zhen)

ওয়াং ঝেন (Wang Zhen) ছিলেন প্রথম মিং খোজা এবং প্রাসাদে ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালীদের একজন এবং খোজাদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর খোজা। ১৪৪৩ সালে বেজিং-এর ঝিহুয়া সি মন্দিরটি তার নির্দেশেই তৈরি হয়। ১৪৪৯ সালে মিং সেনাবাহিনী ও ওরিয়াত মঙ্গলদের (Oirat Mongols সবচেয়ে পশ্চিমাঞ্চলের মঙ্গোলিয়ান) সম্মুখযুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে মিংদের ৫০০,০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনী পরাজিত হয় এবং সম্রাট ঝেংটং (Emperor Zhengtong) বন্দি হন। বিশাল সেনাবাহিনীকে সঠিকভাবে বিন্যাস করতে না পারার কারণেই এই বিশাল বাহিনী নিয়েও মিং সৈন্যরা পরাজিত হয়। এ যুদ্ধটি তুমু দুর্গের যুদ্ধ (Tumu Crisis) নামে পরিচিত।

ওরিয়াত মঙ্গোলিয়ান খাগান (Khagan : সম্রাট) এসেন তাইসি (Esen Taishi) তিন দিক থেকে তার সেনাবাহিনী নিয়ে মিং রাজত্বের ডাটং (বর্তমান উত্তর

BanglaBook.org

সাংক্সি)-এর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। মিং কোর্টের অত্যন্ত ক্ষমতাধর খোজা ওয়াং ঝেন ২২ বৎসর বয়স্ক তরুণ রাজা ঝেংটংকে সৈন্য নিয়ে এসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরামর্শ দেন। এসেনের সেনাবাহিনীতে আনুমানিক ২০,০০০ সৈন্য ছিল। ২০ জন জেনারেলসহ এই বিশাল বাহিনীর ফিল্ড মার্শাল ছিলেন ওয়াং ঝেন। কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল ও বাজে কমান্ডের কারণে তারা পরাস্ত হয়। মিং সৈন্যরা সম্রাটকে বন্দি করে নিয়ে যায়। দুর্বল কমান্ডের কারণে উচ্চপদস্থ সকল মিং সেনাই নিহত হন। ওয়াং ঝেনও এ যুদ্ধে নিহত হন। তবে অনেকের মতে, ভুল ও দুর্বল কমান্ডের কারণে ক্ষিপ্ত মিং সেনারই তাকে হত্যা করে।

গ্যাং বিং (Gang Bing)

গ্যাং বিং ছিলেন চায়নার মিং রাজবংশের তৃতীয় সম্রাট ইয়ঙ্গলের (Emperor Yongle)-এর রাজকীয় কোর্টের একজন খোজা। রাজার প্রতি তার আনুগত্য দেখাতে নিজেই নিজকে খোজা বানিয়েছিলেন। ১৪১১ সালে ইয়ংগল সম্রাট তাকে প্যাট্রন সেইন্ট (Patron Saint) ঘোষণা দেন।

সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের নমুনা হিসেবে নিজেই নিজের পুরুষাঙ্গ ও সম্পূর্ণ শুক্রথলি কেটে খোজা হওয়ার জন্য তিনি বিখ্যাত। মিং রাজবংশের তৃতীয় সম্রাট ইয়ঙ্গল ১৪০২-১৪২২ সাল পর্যন্ত চীন শাসন করেছেন। দুঃসাহসী এই খোজা ছিলেন সম্রাটের খুব অনুগত এক জেনারেল। তার এই সাহসিকতা ও আনুগত্যের জন্য তিনি যখন শিকারে যান তখন তাকে প্রাসাদের ইন-চার্জের দায়িত্ব দিয়ে যান।

এরই মধ্যে নিষিদ্ধ শহরের (Forbidden City-মিং রাজবংশ থেকে আরম্ভ করে কুইং রাজবংশ পর্যন্ত চায়নার রাজকীয় প্রাসাদ, আর এটিই ছিল ৫০০ বৎসর ধরে চায়নার সম্রাটদের বাসস্থান) ষড়যন্ত্রের কারণে গ্যাং বিং এক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সম্রাটের হারেমে ছিল বিরাট সংখ্যক কনকুবাইন, কনকুবাইনদের সঙ্গে একমাত্র সম্রাটব্যতীত অন্য কারো সঙ্গে সম্পর্ক ছিল মারাত্মক অপরাধ। দূরদর্শী এই খোজা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে ফেঁসে যেতে পারেন, সম্রাটের ৭৩ জন কনকুবাইনের যেকোনো একজনের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের মিথ্যা অভিযোগ তুলে তাকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হতে পারে তা অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি নিজেই নিজেকে খোজা বানানোর এক দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নিলেন। সম্রাটের শিকারে যাত্রার পূর্ব রাত্রে তিনি নিজেই একটি ধারাল ছুরি দিয়ে তার শুক্রথলিসহ সম্পূর্ণ পুরুষাঙ্গ কর্তন করে একটি থলেতে পুরে তা ঘোড়ার জিনের নিচে বেঁধে দেন।

BanglaBook.org

গ্যাং বিং-এর সমাধিস্থল খোজা মন্দির, যা বর্তমানের 'বাবওসান ন্যাশনাল সিমেট্রি ফর রেভ্যুলিশনারিজ'

তিনি যা ভেবেছিলেন তাই হলো, শিকার শেষে সম্রাট ফিরে এলে তার এক মন্ত্রী তাকে প্রাসাদের খোঁজখবর জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে হারেমের কনকুবাইনদের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগ করেন। গ্যাং বিং-কে এই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হলে তিনি রাজাকে তার ঘোড়ার জিনের নিচে রাখা ব্যাগটি খোলার অনুরোধ করেন। সম্রাট ব্যাগ খুলেই কুঁচকানো পুরুষাঙ্গ দেখে হতভম্ব হয়ে যান। তার বুঝতে অসুবিধা হলো না, এই পুরুষাঙ্গ গ্যাং বিং-এর। সম্রাট তার আনুগত্যে মুগ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে প্রাসাদের প্রধান খোজা হিসেবে নিয়োগ দেন, যা কিনা রাজনৈতিকভাবেও অনেক ক্ষমতাশালী একটি পদবি। সঙ্গে তিনি তাকে দিলেন প্রচুর উপহার এবং তাকে একজন পবিত্র পুরুষ হিসেবে ঘোষণা দেন।

১৪১১ সালে গ্যাং বিং-এর মৃত্যুর পর সম্রাট ইয়ঙ্গল তার প্রিয় এই জেনারেলকে প্যাট্রন সেইন্ট হিসেবে ঘোষণা দেন। সম্রাট বেজিং সীমান্তের কাছাকাছি একটি স্থানও বরাদ্দ করলেন তার সমাধির—খোজাদের কবরস্থানের জন্য। তিনি সেখানে প্রার্থনার জন্য গ্যাং বিং-এর সম্মানে একটি বিশাল হলও তৈরি করেন। ১৫৩০ সালে এই সমাধিক্ষেত্রকে আরো বড় করা হয় এবং 'সাহসী ও অনুগত খোজাদের পবিত্র কবরস্থান নামকরণ করা হয়'—যা, এক সময় খোজা মন্দির (Eunuch~s Temple) নামে পরিচিতি পায়। ২০ শতকের প্রথমদিকেও খোজারা এই হলটি ব্যবহার করতেন, কিন্তু ১৯৫০ সালে কমিউনিস্টরা এই হলের দখল নেয় এবং তাকে বেজিং মিউনিসিপাল সিমেট্রি নামকরণ করে। ১৯৭০ সালে এর নতুন নামকরণ করা হয় 'বাবওসান ন্যাশনাল সিমেট্রি ফর রেভ্যুলিশনারিজ' (Babaoshan National Cemetery for Revolutionaries)।

BanglaBook.org

আই সিহ্-হা (I-shih-ha)

মিং রাজা ইংগল (Yongle) ও জুয়ানদের (Xuande) শাসনামলে আই-সিহ্-হা ছিলেন নৌবাহিনীর একজন এডমিরাল। তিনি ছিলেন একজন খোজা, যিনি নৌ অভিযানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং সাঙ্গুরাই থেকে রাশিয়ার প্রান্ত সীমানা আমুর নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তার অভিযান। একমাত্র তার সময়েই মিং রাজারা রাশিয়াতে দুটি বৌদ্ধমন্দির নির্মাণ করতে পারেন। ধারণা করা হয়, জন্মসূত্রে আই-সিহ্-হা ছিলেন একজন হায়াক্সি জারচেন (উত্তর-পূর্ব চায়নার জারচেনভাষী চায়নিজ)। খুব সম্ভবত চায়নিজ সৈন্যরা তাকে বন্দি হিসেবে নিয়ে আসে। তিনি চায়নার দুই বিখ্যাত খোজা ওয়াং ঝেন (Wang Zhen) ও কাও জিয়াংক্সির (Cao Jixiang) অধীনে কাজ করেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে তিনি প্রাসাদ রাজনীতিতে জড়িত হয়ে এবং সম্রাটের জারচেনভাষী কনকুবাইনদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

চায়নার হায়াক্সি ও দক্ষিণ মানচুরিয়ার জারচেনদের সঙ্গে মিং রাজাদের একটি সম্পর্ক স্থাপিত হলেও তাদের নিয়ে মিং রাজার একধরনের শঙ্কা থেকেই গিয়েছিল, কারণ তারা মঙ্গোলিয়ানদের সমর্থন করত। তাই মিং সরকার আই-সিহ্-হাকে আমুর নদী দিয়ে নুরগানে বসবাসরত জারচেনদের মিং রাজার ক্ষমতার দাপট দেখাতে যাতে তারা মিং রাজত্বে কোনো বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা না করে।

দুই বৎসরের প্রস্তুতি নিয়ে ১৪১১ সালে আই-সিহ্-হা ২৫টি জাহাজ ও ১,০০০ সৈন্য নিয়ে জিলিন শহরের সাঙ্গুরাই নদী দিয়ে যাত্রা শুরু করে আমুর নদী দিয়ে নুরগান অভিমুখে রওনা দেন। সেখানে নুরগান জারচেনরা তাকে তেমন কোনো বাধাই দেয়নি। আই-সিহ্-হা জারচেন উপজাতি নেতাদের প্রচুর উপহার দিয়ে নুরগান আঞ্চলিক মিলিটারি কমিশন (Nurgan Regional Military Commission) স্থাপন করেন। যদিও পরবর্তী সময়ে যুদ্ধের সময় নুরগান জারচেনরা মঙ্গোলিয়ানদের সঙ্গেই যুক্ত হয়।

আই-সিহ্ -হা আমুর নদী দিয়ে তার দ্বিতীয় যাত্রা করেন এবং সেবার তীর-এ (Tyr) প্রায় ১ বৎসর (১৪১৩-১৪১৪) অবস্থান করেন। তিনি সেখানে একটি বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর নাম দেন ইয়োঙ্গনি সি তীর। সেখানে তিনি চায়নিজ, মঙ্গোল ও জারচেন ভাষায় মিং রাজার একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করেন। সম্রাট ইয়ঙ্গলের শাসনামলে আই-সিহ্-হা আরো তিনবার নৌযাত্রা করেন এবং প্রতিবারই নুরাগন আদিবাসীরা সম্রাটকে প্রচুর উপহার পাঠিয়েছিল।

BanglaBook.org

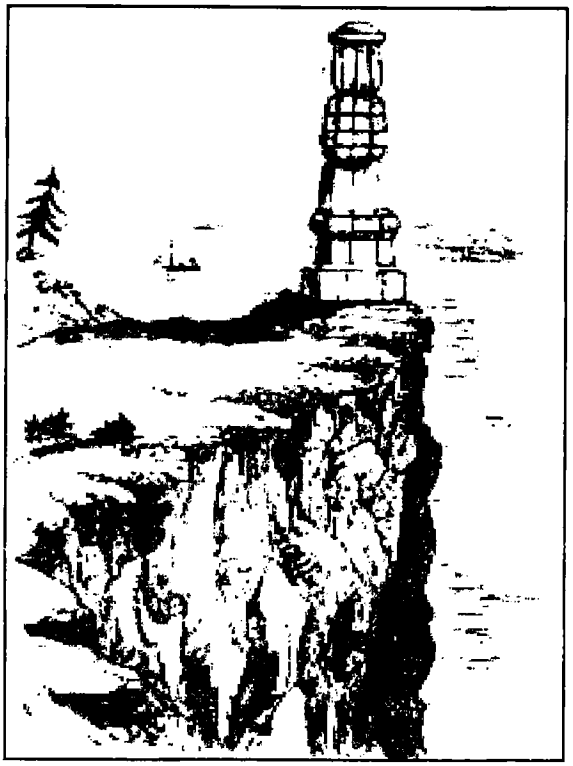

১৮৬০ সালে আঁকা স্কেচে তীর নদীর তীরে আই-সিহ্-হা নির্মিত বৌদ্ধমন্দিরের অবশিষ্টাংশ

১৪৩০ সালে জুয়ানদে সরকার সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করে দেয় এবং তার পরই আই-সিহ্-হার বর্ণাঢ্য জীবন প্রায় শেষ হয়ে আসে। ১৪৩৫ সালে তাকে লিয়াডং-এর নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি এই পদে ১৫ বৎসর কাজ করেন। পরবর্তীকালে ওইরাদ মঙ্গোলদের বিদ্রোহের সময় তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি এবং ১৪৪৯-১৪৫১ সালের মধ্যে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এরপর তিনি কোথায় এবং কীভাবে মারা গেছেন তার কোনো তথ্য নেই।

লিও জিন (Liu Jin)

লিও জিন (Liu Jin) ছিলেন চায়নার মিং সম্রাট ঝেংডি (Empero Zhengde : ১৫০৫-১৫২১ সাল)-র আমলের একজন ক্ষমতাধর খোজা। চায়নার ইতিহাসে তিনি ছিলেন অন্যতম এক দুর্নীতিপরায়ণ কোর্ট কর্মকর্তা এবং পর্দার আড়ালে স্বল্প সময়ের জন্য তিনিই ছিলেন সম্রাট। ঝেংডির আমলে আটজন খোজা পুরো

BanglaBook.org

প্রাসাদ নিয়ন্ত্রণ করতেন, যারা 'আট বাঘ' নামে পরিচিত ছিলেন। লিও জিন ছিলেন এ দলের দলপতি।

মিং সম্রাট ঝেংডির বিলাসী, নীতিবিবর্জিত ও নারীপ্রীতির কারণে সাধারণ জনগণের দুঃখ-দুর্দশা অনেক গুণে বেড়ে গিয়েছিল। তার পিতা সম্রাট হংঝি (Emperor Hongzhi) ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ সম্রাট এবং তিনি অত্যন্ত শক্তভাবে তার প্রশাসনকে পরিচালনা করতেন বলে তার সরকারকে বলা হয় চায়নার 'সেরা সরকার'। সম্রাট হংঝির মৃত্যুর পর মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে সম্রাট ঝেংডি সিংহাসনে আরোহণ করেন। লিও জেন হংঝির আমলে প্রাসাদে প্রবেশ করেন এবং সম্রাট ঝেংডি যখন প্রিন্স ছিলেন তখন তিনি তার দেখাশোনা করতেন। ঝেংডি সম্রাট হওয়ার পর তিনি হয়ে ওঠেন ঝেংডির খুব কাছের মানুষ।

শিল্পীর তুলিতে লিও জিন

কিন্তু পিতার মতো ঝেংডির রাজ্য শাসনে কোনো মনোযোগ ছিল না। তিনি ছিলেন দায়িত্বহীন, বোকা ও অলসপ্রকৃতির। রাজ্য শাসনের চেয়ে তিনি নারী নিয়ে মেতে থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। তিনি পতিতালয় খুব পছন্দ করতেন এবং নিজেই প্রাসাদে একটি পতিতালয় তৈরি করেন। প্রাসাদে তিনি বাঘ ও চিতাবাঘ পুষতেন। একপর্যায়ে তার ব্যক্তিগত সেবা করার জন্য তিনি প্রাসাদে সুন্দরী মেয়েদের নিয়োগ দিতে থাকেন। তার প্রাসাদে এত সংখ্যক নারী ছিল যে, একবার তিনি বাইরে থাকায় হারেমে পর্যাপ্ত সাপ্লাই দিতে না পারার কারণে তার হারেমের অনেক নারী না খেয়ে মারা যায়।

BanglaBook.org

তারপরও তার মন্ত্রীরা রাজ্য প্রশাসনের জন্য কোনো অনুরোধ ও উপদেশ দিলে তা উপেক্ষা করতেন বরং প্রাসাদের খোজাদের বেশি প্রাধান্য দিতেন। ফলে তার শাসনামলে প্রাসাদ প্রশাসন এবং এক অর্থে রাজ্য প্রশাসনও চলে যায় খোজাদের হাতে। লিও আটজন খোজা নিয়ে একটি দল গঠন করেন প্রকৃত অর্থে তারাই প্রশাসন চালাত। লিও সনাতন রীতির কিছু পরিবর্তনও এনেছিলেন যেমন কনফুসিয়ান রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি বিধবাদের বিয়ে করার নিয়ম চালু করেন।

লিওর স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে অপরাপর খোজারাও খুব বিরক্ত ছিলেন এবং তারা লিওর হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করার পথ খুঁজছিলেন। লিও জিন-এর ওপর ক্রাউন প্রিন্স ঝু ঝিফানও (Zhu Zhifan) ছিলেন খুব বিরক্ত। তার ওপর বিরক্ত খোজারা প্রিন্স ঝু ঝিফান-এর শরণাপন্ন হলে তিনি তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়। লিওর কার্যক্রম নজরদারিতে রাখার জন্য প্রাসাদ কর্মকর্তা ইয়াং ইকিং (Yang Yiqing) ঝাং ইয়ং (Zhang Yong) অপর আরেক খোজাকে নিয়োগ করেন। এক সময় ঝাং ইয়ং রিপোর্ট করেন, খোজা লিও জিন রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা করেছেন। সম্রাট ঝেংডি এ বিষয়টি খুব গুরুত্বসহকারে নেননি এবং লিওকে আনহুই প্রদেশে নির্বাসনে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে লিও-এর বাসা থেকে ঝাং ইয়াং অনেকগুলো অস্ত্র উদ্ধার করলে লিও-এর পরিণাম নির্ধারিত হয়ে যায়।

সম্রাট ঝেংডি লিওকে ছুরি দিয়ে হাজারবার কাটা দিয়ে (Death By A Thousand Cuts) হত্যার নির্দেশ দেন। সম্রাটের নির্দেশের পর তাকে পরবর্তী তিন দিন ধরে কাটা হয় এবং তাকে মোট ৩,৩৫৭ বার কাটা হয়। এক তথ্য মতে জানা যায়, লিওর প্রতি টুকরা মাংস এক কিয়ান করে বিক্রয় করা হয়। মানুষ তার ওপর এত অসন্তুষ্ট ছিল যে, তারা তার মাংস ভাত থেকে তৈরি মদের সঙ্গে খায়। সম্রাট প্রদত্ত শাস্তি শুরু হওয়ার দ্বিতীয় দিনে লিও মারা যায়। এক তথ্য মতে জানা যায়, লিওকে হত্যা করার পর তার বাসা থেকে ১২,০৫৭,৮০০ তেলি (প্রায় ৪০ গ্রাম) বা প্রায় ৪৪৯,৭৫০ কেজি স্বর্ণ, ২৫৯,৫৮৩,৬০০ তেলি রৌপ্য, যা প্রায় ৯,৬৮২,৪৭০ কেজি রৌপ্য উদ্ধার করা হয়। ২০০১ সালে এশিয়ান ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল রিপোর্ট করে, বর্ণিত তথ্য সঠিক হলে গত ১০০০ বৎসরের শ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে লিওর অবস্থান হবে ৫০তম। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, তার বাসা থেকে প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য উদ্ধার করা হয়েছিল ঠিক; কিন্তু তার পরিমাণ আরো অনেক কম।

উই ঝংজিয়ান (Wei Zhongxian)

অনেক ঐতিহাসিকের মতে, উই ঝংজিয়ান (১৫৬৮-১৬২৭) ছিলেন চায়নার ইতিহাসে সবচেয়ে ক্ষমতাধর এবং দুষ্ট খোজা। তার আসল নাম ছিল উই সি (Wei Si)। রোমানদের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন উই চুঙ্গ-সিয়েন (Wei

BanglaBook.org

Chung-hsien) নামে। তিনি লি ঝংজিয়ান (Li Jinzhong) নামেও পরিচিত ছিলেন। চায়নার হিবেই প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী উই সি প্রথম জীবনে ছিলেন একজন বড় ধরনের জুয়াড়ি এবং গডফাদারের মতো জীবনযাপন করতেন।

দেনাদারদের হাত থেকে মুক্তি পেতে খোজা হয়ে প্রাসাদে প্রবেশের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। খোজা হয়ে উই ঝংজিয়ান লি জিংঝং নাম ধারণ করেন। প্রাসাদে আসার পর ভবিষ্যৎ সম্রাটের দুধমাতা উইকে ম্যাডাম কি (Madam Ke)-এর সেবার জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়। ম্যাডাম কি তাকে উই ঝংজিয়ান নাম প্রদান করেন। সম্রাট তিয়ান তিয়ান কি সিংহাসনে আরোহণ করার সময় বয়স ছিল মাত্র ১৫ বৎসর এবং তিনি ছিলেন অশিক্ষিত, তাই এ দুজন সম্রাটকে পরিচালনা করতে থাকেন। এরই মধ্যে উই সম্রাটের প্রিয়ভাজনদের স্থানে উঠে আসেন এবং সম্রাট তাকে কোর্টের সর্বময় ক্ষমতাও প্রদান করেন।

কেউ উইর বিরুদ্ধচারণ করলে তৎক্ষণাৎ তাকে বহিষ্কার করতেন আর তার কারণেই অনেক প্রাসাদ কর্মকর্তার কারাদন্ড এবং অনেককেই মৃত্যুদন্ড ভোগ করতে হয়েছে। এক সময় তিনি নিজকে চায়না সাম্রাজ্যে দ্বিতীয় প্রধান হিসেবে ঘোষণা দেন। উই অনেক মন্দির নির্মাণ করেছেন এবং ঈশ্বরের ন্যায় তার নিজের মূর্তিও বানিয়ে মন্দিরে স্থাপন করেছেন। ১৬২৭ সালে সম্রাট তিয়াকির মৃত্যু হলে তার কোর্ট জীবনের সমাপ্তি ঘটে। সম্রাটের মৃত্যুর পর তাই ভাই সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং উইকে কোর্ট হতে বিতাড়িত করতে তাকে বিষপানে বাধ্য করেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে তার পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলা হয়।

BanglaBook.org

লি লিয়ানইং (Li Lianying)

লি লিয়ানইং (১৮৪৮-১৯১১) চায়নার কুইং রাজবংশের (Qing Dynasty) সম্রাজ্ঞী দোয়াগের সিক্সি (Empress Dowager Cixi)-এর আমলের একজন ক্ষমতাধর খোজা। সম্রাজ্ঞী দোয়াগের সিক্সি ছিলেন কুইং রাজবংশের একজন অসাধারণ গুণবতী ও প্রভাবশালী মহিলা, যিনি কাগজে-কলমে সম্রাজ্ঞী না হয়েও ১৮৬১-১৯০৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৭ বৎসর চায়নাকে শাসন করেছেন। খোজা লি লিয়ানইং সম্রাজ্ঞীর ডি ফাক্টো (De Facto স্বামীর মতো) হিসেবে ১৮৬৯-১৯০৮ সাল পর্যন্ত, ৩৯ বৎসর চায়নাকে শাসন করেছেন।

চায়নার নিষিদ্ধ নগরীর ভেতরের কোর্টের প্রধান হলের দুই পার্শ্বে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ছয়টি করে ১২টি প্রাসাদ ছিল। এই প্রাসাদগুলোতে বসবাস করতেন সম্রাটের স্ত্রী ও প্রিয় কনকুবাইনরা। প্রতিটি প্রাসাদ একটি অপরটি থেকে একটি আঙিনা দিয়ে পৃথক করা ছিল। পূর্ব দিকের একটি প্রাসাদের নাম ছিল জিনগ্রেন গং (Jingren Gong) বা 'দয়ার প্রাসাদ'। এ প্রাসাদেই জন্মগ্রহণ করেন কুইং রাজবংশের দ্বিতীয় সম্রাট কাঙ্গছি (Emperor Kangxi)।

কিশোর বয়সেই লি লিয়ানইং ও তার বন্ধু আন দেহাইকে (An Dehai) নিষিদ্ধ নগরীর প্রাসাদের খোজা হওয়ার জন্য বিক্রয় করে দেওয়া হয়। তারা দুজনেই প্রাসাদের বয়স্ক খোজা চুং কিং ফাই (Chung King Fai)-এর তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে লি ক্ষমতাধর সম্রাজ্ঞী দোয়াগের সিক্সির বিশ্বস্ততা অর্জন করতে সক্ষম হন। ফলে প্রথমে তার সহকারী এবং তারপর তার উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এক সময় দুজনের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারা স্বামী-স্ত্রীর মতো জীবন যাপন করতে থাকেন। ফলে লি হয়ে ওঠেন অত্যন্ত ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী।

খোজা লি ও আনের প্রভাবশালী হয়ে ওঠা তৎকালীন প্রধান খোজা চেন ফু (Chen Fu)-এর হিংসার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। চেন ফু তাদের হত্যার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু চতুর লি-এর চর ছিল প্রাসাদজুড়ে এবং লিন ইয়ুং (Lin Yung) নামে প্রাসাদের এক নারী কর্মচারী এবং ইউ সেং হেই (Yiu Sheung Hei) নামের অপর এক খোজার সহযোগিতায় লি ও আন চেন ফুকে প্রধান খোজার পদ থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন এবং আন হন পরবর্তী প্রধান খোজা। আর যেহেতু সম্রাজ্ঞী দোয়াগের সিক্সি ছিলেন লি-এর পক্ষে তাই কোর্টে লি-এর প্রভাব আরো বাড়তে থাকে। কিন্তু খোজা আন দেহাই এক সময় লি লিয়ানইং-এর প্রধান শত্রুতে পরিণত হন।

BanglaBook.org

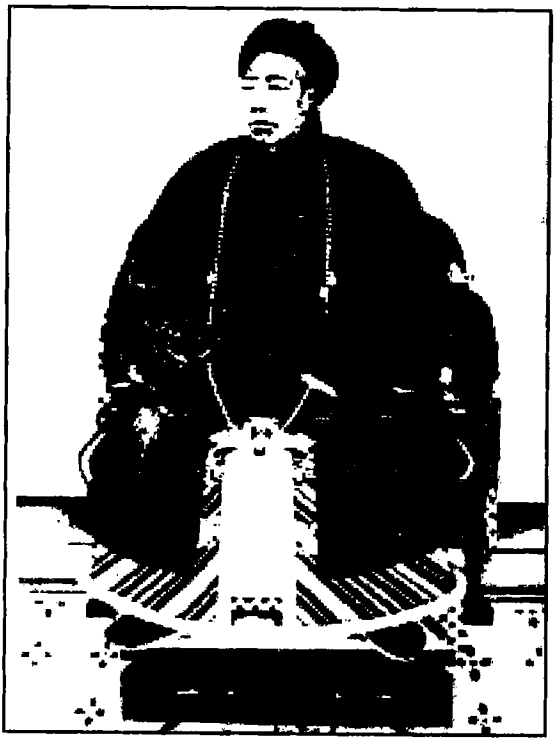

লি লিয়ানইং

১৯০৮ সাল পর্যন্ত তাকে হত্যা করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রাসাদের প্রধান খোজা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি প্রাসাদের কোর্টে নিজের প্রভাব বিস্তার করে অন্য সব খোজাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। প্রাসাদে কোনো কর্মকর্তা কিংবা অপর কেউ সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে এলে তাকে ঘুষ প্রদান করতে হতো আর তা না হলে তিন সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতেন না। আর এভাবেই তিনি তার ভাগ্য ফিরিয়েছেন। কুইং রাজবংশের ১১তম সম্রাট গুয়াংজুকে তিনি বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। সম্রাটকে হত্যা করার পেছনে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

বোস্টন করবেট (Boston Corbett)

বোস্টন করবেট (Boston Corbett, ১৮৩২- ১৮৯৪) আমেরিকার ষোড়শ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের হত্যাকারী জন উইলকিস বুথকে (John Wilkes Booth) হত্যা করেন। জন উইলকিস বুথ ছিলেন একজন বিশিষ্ট মঞ্চ অভিনেতা ও মেরিল্যান্ডের স্পাই। বোস্টন করবেট পতিতাদের আকর্ষণ থেকে নিজকে বিরত রাখতে নিজেই নিজেকে খোজা করেন।

BanglaBook.org

বোস্টন করবেট

তার পুরো নাম থমাস পি. বোস্টন করবেট। তিনি ১৮৩২ সালে লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ধারণা করা হয় ১৮৯৪ সালে মারা যান। তিনি আমেরিকার ইউনিয়ন আর্মির একজন সদস্য ছিলেন। ১৮৮৮ সালে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান এবং ধারণা করা হয়, আমেকিার হিঙ্কলে (The Great Hinckley Fire-১৮৯৪ সালে মিনেসোটার দাবানল প্রায় ২০০,০০০ একর জায়গার বনজঙ্গল ও বাড়িঘর পুড়ে ছাড়খার হয়ে যায়, এই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৪৫৩ জন মানুষ মারা যায়) অগ্নিকান্ডে তিনি মারা যান। তার পরিবার লন্ডন থেকে আমেরিকায় অভিবাসন করে। প্রথম জীবনে তিনি নিউইয়র্কের টরিতে সাহেবি টুপির (Hat) ব্যবসা করতেন। এই হ্যাট তৈরি করতে পারদের প্রয়োজন হতো। ধারণা করা হয়, পারদের বিষক্রিয়ার কারণেই পরবর্তী জীবনে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে।

সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। এতে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হন। তিনি নিউ ইয়র্ক ছেড়ে বোস্টনে চলে যান এবং সেখানকার মেথডিস্ট ইপিসকোপাল চার্চে যোগ দেন এবং তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন বোস্টন। চার্চে যোগ দেওয়ার পর তিনি যিশুখ্রিস্ট-বিষয়ক পড়াশোনায় অধিক মনোযোগী হন এবং যিশুখ্রিস্টের আদলে তিনি বাবরি চুলও রাখেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কিংবা পূর্ব থেকেই কোনো কারণে তিনি পতিতাদের খুব ঘৃণা করতেন। পতিতাদের তিনি শয়তানের মতো মনে করতেন। তাই তাদের মোহ হতে নিজেকে পবিত্র রাখতে ১৬ জুলাই ১৮৫৮ সালে তিনি একটি কাচি দিয়ে নিজেই নিজেকে

BanglaBook.org

খোজা বানান। তারপর তিনি খাবার খান এবং গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা শেষ করে চিকিৎসার জন্য মেডিক্যালে যান।

১৮৬১ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় তিনি নিউইয়র্কের মিলিশিয়া বাহিনীতে যোগ দেন। ১৮৬৩ সালে তিনি নিউইয়র্ক ক্যাভলারি রেজিমেন্টে যোগ দেন। কিন্তু তিনি স্টেট আর্মির হাতে ধরা পড়ে পাঁচ মাস বন্দি ছিলেন। পরে বিনিময় চুক্তিতে তিনি মুক্ত হয়ে তার বাহিনীতে ফিরে এলে তাকে সার্জেন্ট পদবিতে উন্নীত করা হয়। পরবর্তী সময়ে তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৪ এপ্রিল ১৮৬৫ সালে আব্রাহাম লিংকন গুলিতে নিহত হন।

২৪ এপ্রিল ১৮৬৫ সালে নিউইয়র্কের ক্যাভলারি রেজিমেন্টের ১৬ ডিভিশন তার একটি চৌকস দলকে হত্যাকারী জন উইলকিস বুথকে ধরার জন্য প্রেরণ করে। বোস্টন করবেট সেই টিমের সদস্য ছিলেন। দলটি ভার্জিনিয়ার রিচার্ড গ্যারেটের (Richard Garrett) মালিকানাধীন একটি তামাকের গোলাঘরে হত্যাকারী জন উইলকিস বুথ ও তার সহযোগী ডেভিড হেরোল্ড (David Herold)-এর উপস্থিতি নিশ্চিত হয়।

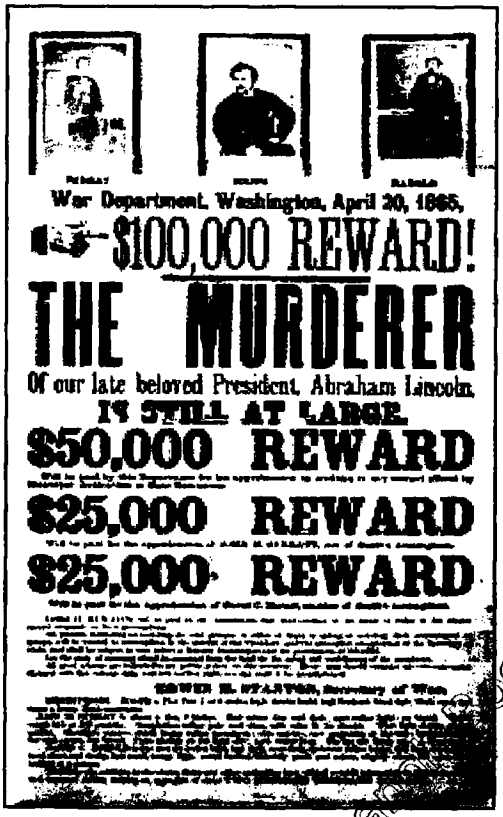

১৮৬৫ সালে আমেরিকাতে প্রকাশিত পোস্টার, যেখানে আব্রাহাম লিংকনের হত্যাকারী জন উইলকিস বুথ, জন সুরাট ও ডেভিড হ্যারল্ডকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে

BanglaBook.org

তাদের বের করতে না পেরে ক্যাভলারি রেজিমেন্টের সদস্যরা বাইরে থেকে আগুন ধরিয়ে দেয়। হ্যারল্ড আত্মসমর্পণ করলেও বুথ ভেতরেই থেকে যান। করবেট গোলাঘরের দেওয়ালের একটি ফাঁকা অংশে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে বুথ তার কারবাইন বন্দুকটি তার দিকে তাক করেছে। এ অবস্থায় করবেট তার রিভলভার দিয়ে বুথকে গুলি করে হত্যা করেন। যদিও তার ওপর নির্দেশ ছিল হত্যাকারীকে জীবিত অবস্থায় ধরার জন্য। করবেটের গুলি তার মাথার পেছনে লাগে, আহত অবস্থায় তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং এর দুই ঘণ্টা পর জন উইলকিস বুথ মারা যান। বুথকে হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গেই করবেটকে আদেশ অমান্য করার জন্য গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং তার দল সরকার ঘোষিত আর্থিক পুরস্কার লাভ করে এবং তিনি ১৬৫৩.৮৪ ডলার পান।

কনকরডিয়াতে রাস্তার পাশে বোস্টন করবেটের মনুমেন্ট

১৮৬৫ সালেই সেনাবাহিনী থেকে তিনি অব্যাহতি নেন এবং তিনি তার পুরনো হ্যাটের ব্যবসা শুরু করেন। বোস্টন প্রথমে কানেক্টিকাট ও পরবর্তীতে ১৮৭০ সালে তিনি নিউজার্সিতে চলে যান। এরপর থেকে তার ব্যবহারে রুক্ষতা চলে আসে এবং খুব অল্প কারণেই তিনি উত্তেজিত হয়ে যেতেন। ১৮৭৮ সালে তিনি কানসাসের কনকরডিয়াতে চলে যান। বুথকে হত্যা করার জন্য করবেট এরই মধ্যে বিখ্যাত হয়ে যান এবং ১৮৮৭ সালে কানসাস হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের প্রবেশপথের পাহারাদার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। একদিন অধিবেশন

চলাকালে তিনি পিস্তল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন, যদিও কেউ আহত হয়নি। তাকে গ্রেফতার করা হয় কিন্তু তার মস্তিষ্ক সমস্যার কারণে তাকে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি পরে মেক্সিকো চলে যাওয়ার চিন্তা করেন। করবেটের মস্তিষ্ক সমস্যার কারণ ছিল পারদের বিষক্রিয়া। হ্যাট তৈরিতে পারদের প্রয়োজন হতো এবং এ থেকেই তিনি বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হন।

পরবর্তী সময়ে তিনি মেক্সিকো না গিয়ে মিনিসোটার হিঙ্কলিতে জঙ্গলের মধ্যে একটি কেবিন বানিয়ে সেখানেই থাকতেন। হেঙ্কলির দাবানলের ঘটনার পর তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। ধারণা করা হয়, হেঙ্কলির দাবানলে তিনি পুড়ে মারা যান। তার মৃত্যুর প্রায় ১০০ বৎসর পর ১৯৫৮ সালে কানসাসের কনকরডিয়ার বয় স্কাউট এর ৩১তম ট্রুপ তার স্মৃতি রক্ষার্থে রাস্তার পাশে বোস্টন করবেটের মনুমেন্ট স্থাপন করে।

১৮৮০ সালে তোলা এলেসসান্দ্রো মোরেসচির ছবি

এলেসসান্দ্রো মোরেসচি (Alessandro Moreschi)

এলেসসান্দ্রো মোরেসচিই (১৮৫৮-১৯২২) একমাত্র ক্যাস্ট্রাটো গায়ক, যার গানের রেকর্ড রয়েছে। মোরেসচি ইতালির রোম প্রদেশের ফ্রাসকাটি (Frascati) শহরের একটি বড় ক্যাথলিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ধারণা করা হয়, ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া (Inguinal Hernia) নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। ১৯ শতকে এর চিকিৎসা ছিল ক্যাস্ট্রাশন (Castration) বা খোজা করা। তাই খুব অল্প বয়সেই তাকে খোজা হতে হয়। অনেকের মতে, ১৮৬৫ সালের দিকে

Banglabook.org

চার্চের সংগীতদলে ক্যাস্ট্রাসো গায়ক (Castrato Singer-চার্চের কোরাস দলের কিশোরী কণ্ঠের গায়ক) হিসেবে যোগদানের জন্য তাকে খোজা করা হয় আর তীক্ষ্ণ কণ্ঠের অধিকারী মেধাবী গায়কদের বয়ঃসন্ধিকালেই খোজা করা হতো। তাই এ তথ্যটি বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়। ক্যাস্ট্রাসো গায়ক হিসেবে জন্মস্থানের পাশের শহরে ম্যাডোনা ডেল ক্যাস্ট্রাঙ্গোর কোরাস দলে (Madonna del Castagno) যোগ দেন।

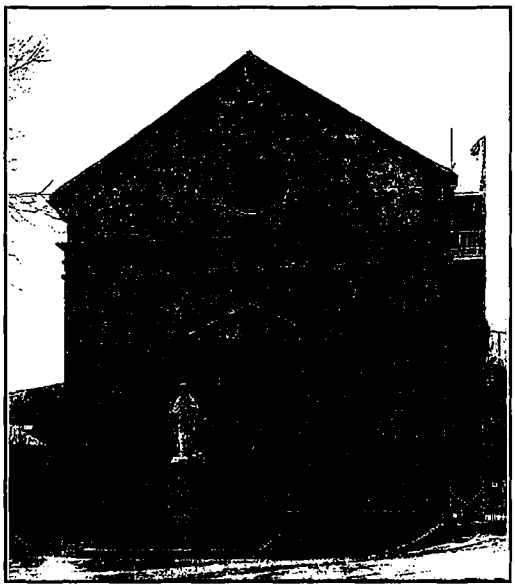

সিমেট্রি ডেল ভেরানো

সিস্টিন চ্যাপেল কোরাস দলের দলপতি নাজরেনো রোসাতি (Nazareno Rosati) দলের জন্য তখন নতুন শিল্পীর খোঁজ করছিলেন। বালক মোরিসচি তার নজরে আসেন। তিনি ১৮৭০ সালে মোরিসচিকে রোমে নিয়ে যান। এখানে এসে মোরিসচি প্রথমে সান সালভেতর ইন লাওরো (San Salvatore in Lauro) এবং পরে সেন্ট জন লাটেরান (St John Lateran) ক্যাথলিক চার্চের কোরাস দলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং সংগীত শেখেন। ১৮৭৩ সালে ১৫ বৎসর বয়সে তিনি কোরাস দলের স্পারনো (Soprano সবচেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ ও সুললিত কণ্ঠশিল্পী, যিনি সংগীতের নেতৃত্ব দেন) হিসেবে সংগীত পরিবেশন করেন। খুব অল্প সময়েই মোরেসিচ রোমান সমাজে একজন শিল্পী হিসেবে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

১৮৮৩ সালে তিনি প্রথম ইটালিতে সংগীত পরিবেশন করেন এবং সংগীত দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন। এর কিছুদিন পর তিনি ভ্যাটিকানের সিস্টিন চ্যাপেলের কোরাস দলের স্পার্নো হিসেবে যোগ দেন এবং পরবর্তী ৩০ বৎসর পর্যন্ত এখানেই ছিলেন।

BanglaBook.org

অবসরের পর মোরেসচি ভ্যাটিকান চার্চ থেকে কয়েক মিনিটের হাঁটা পথ ভায়া প্লিনিয়োতে (Via Plinio) বসবাস করতেন। এখানেই ২১ এপ্রিল ১৯২২ সালে, ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি নিউমোনিয়াতে মারা যান।

ভ্যাটিকান সিটির সান লরেঞ্জো (San Lorenzo) চার্চে তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সর্বস্তরের মানুষ যোগদান করে। পরে তাকে পারিবারিক কবরস্থান রোমের সিমেট্রি ডেল ভেরানোতে (Cimitero del Verano) কবর দেওয়া হয়।

সান ইয়াওতিং (Sun Yaoting)

রাজকীয় চায়না সাম্রাজ্যের সর্বশেষ খোজা ছিলেন সান ইয়াওতিং (১৯০২-১৯৯৬)। রাজপ্রাসাদে লোভনীয় চাকরির আশায় সানের আট বৎসর বয়সের সময় সানের পিতা তাকে খোজা বানান। খোজা হয়ে সান ইয়াওতিং রাজপ্রাসাদে কেয়ারটেকার পদে চাকরিও পান কিন্তু তার কয়েক মাস পরেই, শেষ কুইং রাজা পু ইয়ির (Pu Yi) পতন ঘটে এবং সেই সঙ্গে চায়নাতে রাজাদের শাসনের অবসান হয়।

সান ইয়াওতিং। ছবিটি ১৯৯৫ সালে তোলা

সান ইয়াওতিং ১৯০২ সালের ২৯ ডিসেম্বর চায়নার তানজিন শহরের জিংহাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় জিংহাই ছিল তানজিনের একটি অনগ্রসরমান অঞ্চল এবং সেখানকার জনগণের চালচলনও ছিল বেপরোয়া। তখন কোনো দরিদ্র মানুষ যদি সচ্ছল কিংবা ধনী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করত তখন খোজা হয়ে প্রাসাদে চাকরি নেওয়াটাই ছিল সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। আর তখন নিজ সন্তানকে খোজা বানিয়ে প্রাসাদে চাকরির জন্য পাঠানো একটি সংস্কৃতিতেই পরিণত হয়েছিল। সানের পিতার অবচেতন মনেও হয়তো একই চিন্তা ছিল যে, পুত্রসন্তানকে খোজা বানিয়ে প্রাসাদে পাঠালে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারবে, যা তার জন্য এবং সানের জন্য সবচেয়ে মঙ্গলজনক ছয় বৎসর বয়সে সান দেখেছিলেন প্রাসাদের প্রধান খোজা জিয়াডো ঝাং (Xiaode Zhang)-এর বাড়ি ফেরা। দরিদ্র কৃষকের পরিবারের সন্তান ঝাং-এর বিত্ত-বৈভব ও সম্মান দেখে বালক সানের মনেও খোজা হওয়ার স্বাদ জাগে। ঠিক করলেন তিনিও খোজা হবেন এবং রাজার সেবা করে পরিবারের দরিদ্রতা দূর করবে আর গরিব হওয়ার জন্য যে বৈষম্যের শিকার, তা থেকে মুক্তি পেতে হবে। এটি ছিল আসলেই এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। অটোমান সাম্রাজ্যের অনেক খোজাদের মতো কেবল পুরুষাঙ্গ কর্তন করলেই চায়নিজ খোজা হওয়া যায় না, চায়নিজ খোজা হতে হলে সম্পূর্ণ শুক্রাশয়সহ পুরুষাঙ্গ কর্তন করে খোজা হতে হয়। আর এই অপারেশনে কোনো চেতনানাশকই ব্যবহার করা হয় না, প্রচন্ড ব্যথা ও রক্তপাতে অনেকেরই মৃত্যু ঘটে। আর যারা বেঁচে থাকে তারা যৌন জীবনের হতাশা, সন্তান জন্মদানে অক্ষমতার হতাশা ও যখন-তখন প্রস্রাব হয়ে যাওয়ার বিড়ম্বনা নিয়ে তাকে বাদবাকি জীবন বাঁচতে হয়।

সানের বয়স যখন মাত্র আট বৎসর তখন নিজ বাসায় একটি শেভিং ক্ষুর দিয়ে তার পিতা এক পোঁচে তাকে খোজা বানিয়ে দেন। ব্যথা ও রক্তক্ষরণে সান তিন দিন অজ্ঞান ছিলেন আর পরবর্তী দুই মাস একদম বিছানাতে ছিলেন, কোনো ক্রমে শুধু উঠতে পারতেন। তখনো সানের ক্ষত পুরোপুরি শুকায়নি। এরই মধ্যে বেজিং থেকে তার ছোট্ট গ্রামে সংবাদ এলো, সম্রাট পু ইয়ি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন এবং চায়নাতে রাজার শাসনের অবসান ঘটেছে। সম্রাট এমনি এক সময় সিংহাসন ত্যাগ করলেন, ঠিক যখন সান তার পৌরুষ চিরতরে ত্যাগ করেছেন।

১৯১১ সাল, চায়নার অবস্থা টালমাটাল। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই বিদ্রোহীরা চায়নার শেষ সম্রাটের পতন ঘটায় এবং চায়নার হাজার বৎসরের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে—চায়না প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। সানের পিতা যখন শুনলেন রাজার পতন হয়েছে, তাদের আর কোনো দিনই কোনো খোজার দরকার হবে না তখন বুক চাপড়ে শুধু বললেন, আমাদের ছেলেটি কোনো কিছুই পেল না,

BanglaBook.org

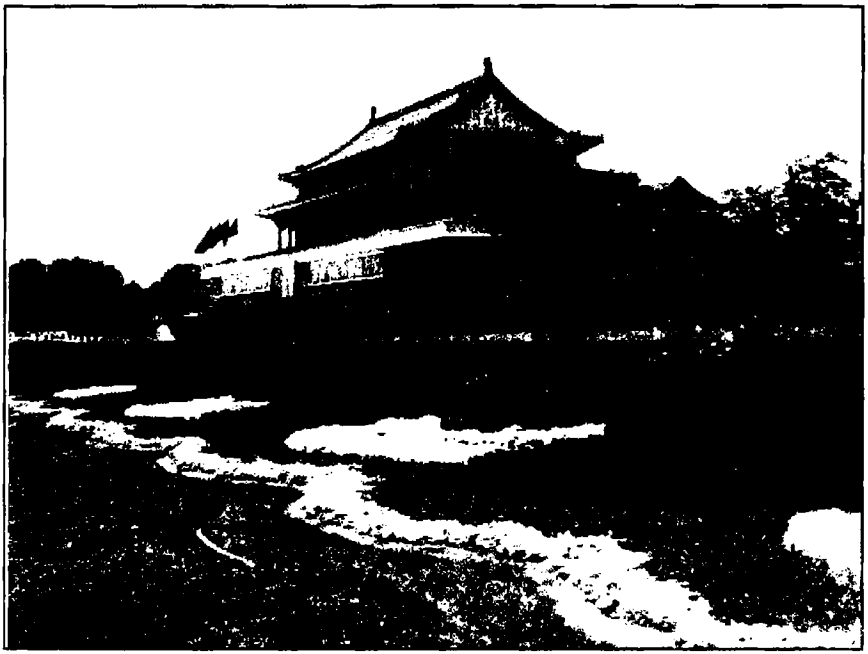

নিষিদ্ধ শহর রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে কেবল খোজারাই প্রবেশ করতে পারত

শুধু কষ্টই ভোগ করে গেল। রাজার পতনের পর বালক সম্রাটের স্ত্রী পুইয়ির (Puyi) সেবা করার জন্য তাকে রেখে দেওয়া হলো আর এই সানই ছিলেন চায়নার ইতিহাসের সর্বশেষ খোজা।

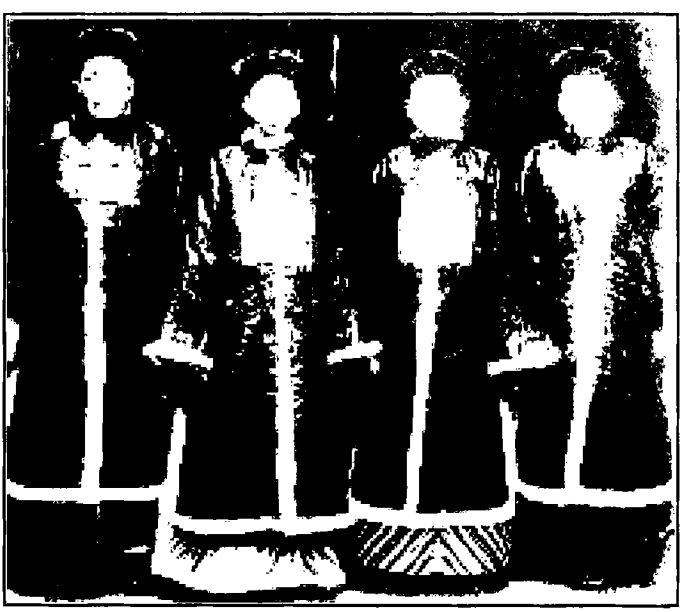

সানের আমলে প্রাসাদে কর্মরত আরো কয়েকজন খোজা

১৯১৬ সালে চায়নার শেষ সম্রাট পু ইয়ি (Pu Yi) কার্যত পরিত্যক্ত হলেও তখনো খোলাখুলিভাবেই চায়নার গ্রামাঞ্চল থেকে খোজা নিয়োগ দিত। রেন ডেক্সিয়াং (Ren Dexiang)-এর মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত সান প্রাসাদে চাকরি পেতে সক্ষম হন। বেজিং-এর নিষিদ্ধ শহর রাজপ্রাসাদে প্রবেশ এবং পরবর্তী প্রতিটি পদে পদে দুর্ভাগ্য ছিল তার নিত্যসঙ্গী। শেষ পর্যন্ত সান চায়নার শেষ সম্রাজ্ঞীর চাকর হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯২৪ সালে বিশ্ব নেতৃত্বের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে রাজপরিবারকে প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত করা হয়। আর এর কিছুদিন পরই প্রাসাদে খোজা ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায়।

প্রাসাদ হতে বিতাড়িত হয়ে খোজা বালক সানের আর কিছুই করার ছিল না, এমনকি চাকর হিসেবে কাজ করাও। গ্রামে সে কোনো কাজই খুঁজে পেল না এবং পদে পদে তাকে বৈষম্যের শিকার হতে হতো, তাকে তার ভাইদের সহায়তায় বাঁচতে হতো। দুই বৎসর পর ১৯২৬ সালে গ্রাম থেকে সান বেজিংয়ে চলে আসেন বৈষম্য থেকে বাঁচার জন্য। তিনি জিংলং মন্দিরে চলে আসেন, যেখানে আরো ৪০ জন খোজা বসবাস করত। সান বাঁচার জন্য রাস্তা থেকে কয়লার টুকরা ও ফেলে দেওয়া অন্যান্য বস্তু সংগ্রহ করত। এটি খুবই কঠিন জীবন ছিল সত্য, কিন্তু বৈষম্য থেকে বাঁচা গিয়েছিল। ১৯৩২ সালে জাপান চীনের মানচুরিয়া অঞ্চল জাপানের দখলে চলে যায় এবং জাপান সরকারের অধীনে মানচুকু (Manchukuo) কলোনিতে পরিণত হলে তারা পুই ইয়িকে মানচুকুর পাপেট রাজা হিসেবে নিয়োগ দেন। কিছুদিন পর সানও রাজা পুইয়ের সঙ্গে সানও মানচুরিয়াতে চলে যান। সেখানে রানি ওয়ানরং (Empress Wanrong)-এর চাকর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

১৯৪৯ সালে যখন কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসে তখন সান ও অপরাপর জীবিত খোজাদের অপ্রয়োজনীয় ও ঘৃণিত প্রতীক হিসেবে ছুড়ে ফেলে দেয়। অনেক খোজাই কর্পদকহীন হয়ে পড়ে। আবার অনেকে নিষিদ্ধ শহরের পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে আর কেউ বা সম্রাটের ধনসম্পদ লুট করে পালিয়ে যায়। তবে যারা একটু শিক্ষিত–তাদের প্রতি কিছুটা সদয় হয় এবং তারা খোজাদের বাঁচার জন্য মাসিক ১৬ ইউয়ান পেনসন বরাদ্দ করে। কিছুদিন পর সানকে একটি মন্দিরের কাশিয়ারের চাকরি দেওয়া হয়, তখন তার মাসিক বেতন ছিল ৩৫ ইউয়ান, যা পরে বেড়ে ৪৫ ইউয়ানে দাঁড়ায়।

১৯৬০-সালে চায়নার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় সান প্রায় নিহতই হয়ে গিয়েছিলেন, ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। সানের ভাইরা তখন এত ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে, তারা সানের কর্তিত অঙ্গটি ছুড়ে ফেলে দেন, যেটি এত দিন বাসায় একটি কাচের জারে যত্ন করে রেখে দেওয়া হয়েছিল। আর এটি রেখে

BanglaBook.org

দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সানের মৃত্যুর সময় সেটি তার দেহের সঙ্গে কবরস্থ করা হবে, যাতে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ কবরে দেওয়া যায়।

সান ইয়াওতিং

সম্রাট পুইয়ের কোর্টের ও তার অতি গোপন বিষয়গুলোও জানাতেন। তিনি সম্রাট পুইয়ের আফিম আসক্তি ও তার প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সন্তান জন্মদানের ঘটনাও জানতেন। আরো জানতেন সম্রাটের অন্য ধরনের যৌন আসক্তির কথা। তিনি রানির সঙ্গে রাত্রিযাপনের চেয়ে লম্বা গড়নের এক খোজা, যে দেখতে ছিল অনেকটা মেয়ের মতো, যার ছিল ফর্সা মসৃণ ত্বক তার সঙ্গেই রাত্রিযাপন করতে বেশি পছন্দ করতেন।

খোজা সান নীরবেই পার করেছেন তার জীবন। তার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত কেউ মনে করেনি সান একজন জীবিত ইতিহাস। খোজা করার পর তাদের নিয়ে আর লিঙ্গ ভেদাভেদের সমস্যা ছিল না, ইগো ছিল না, ছিল না জৈবিক ইচ্ছা আর তাই প্রাসাদের অন্দরমহলে তাদের প্রবেশে সম্রাটের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনও বিঘ্নিত হতো না। খোজাদের সম্পর্কে সানের বক্তব্য হলো, 'তারা আসলে রহস্যময়, কোনো কোনো দিক থেকে তারা সম্রাটের চেয়েও আকর্ষণীয়।'

তারা প্রাসাদে যাদের সেবা করত তাদের সঙ্গেই সম্পৃক্ত ছিল তাদের জীবন ও মরণ পর্যন্ত। ছোট্ট একটু নিয়ম ভাঙার কারণে তাদের অমানুসিক প্রহার করা হতো, এমনকি তাতে অনেকে মারাও যেত। আর এটাই সান ইয়াতিংর জগত।

BanglaBook.org

১৯৯৪ সালে তোলা ছবিতে বেজিং-এর গুয়াংহুয়া মন্দিরের প্রধান মঙ্ক-এর সঙ্গে চায়নার শেষ খোজা সান ইয়াওতিং (বামে)

চায়নার সংস্কৃতিতে পুত্রসন্তানের দায়িত্ব অনেক। তার মধ্যে অন্যতম হলো পূর্বপুরুষের জন্য ত্যাগস্বীকার। আর তাই প্রাচীন চায়নিজ লেখনীতে বলা হয়েছে, 'অভিশপ্ত তিনটি বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য হচ্ছে কোনো পুত্রসন্তান না থাকা।' সানও এর বাইরে একজনকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। তার ঘরে একজন নাতিও ছিলেন। এদের নিয়েই সান তার জীবন পার করে দেন। বেজিং-এর গুয়াংহুয়া মন্দিরে ৯৬ বৎসর বয়সে, ১৯৯৬ সালে সান ইয়াওতিং মারা যান। দীর্ঘ এই জীবনে অনেক চাওয়া-পাওয়ার বেদনা থাকলেও সব কিছুই সামলে নিয়েছিলেন। কিন্তু ভাইয়েরা তার কর্তনকৃত অঙ্গটি ফেলে দেওয়ায় সবচেয়ে বেশি ব্যথিত হন, কারণ পূর্ণাঙ্গ পুরুষ হিসেবে এখন আর কবরে যাওয়া যাবে না তাই পরবর্তী জন্মে তাকে হয়তো কুকুর কিংবা বিড়াল হয়ে জন্মাতে হবে, এটিই তাকে বেশি ব্যথিত করে।

BanglaBook.org

তথ্যসূত্র :

1. en.wikipedia.org/wiki/Eunuch
2. Alexander, 67

3. Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Bagoas". Encyclopædia Britannica (11th ed.). Cambridge University Press
4. Ghias Abadi, R. M. (2004) (in Persian). Achaemenid Inscriptions, 2nd edition ed.). Tehran: Shiraz Navid Publications. pp. 129. ISBN 964-358-015-6.
5. R. Schmitt. of Iran "ARTAXERXES" Encyclopedia Iranica. 15 December 1986. Retrieved 12 March 2012.
6. The Greek form of the name is influenced by Xerxes (Encyclopedia Iranica).
7. http://en.wikipedia.org/wiki/Bagoas_%28courtier%29
8. Bagoas at the Internet Movie Database
9. http://en.wikipedia.org/wiki/Philetaerus#cite_note-7
10. Strabo, 12.3.8
11. Junianus Justinus, 17.2; Strabo, 13.4.1
12. For a more detailed account of the benefactions of Philetaerus, including sources, see Hansen, pp. 18–19; see also Strabo, 13.4.1.
13. Hansen, pp. 17, 18.
14. Both Strabo, 13.4.1 and Pausanias, 1.8.1 state that he was a eunuch, according to Strabo, as the result of a childhood accident.
15. Burton Watson (1958). "The Biography of Ssu Ma Ch'ien" Ssu Ma Ch'ien Grand Historian Of China. Columbia University Press. pp. 47.
16. Robert Bonnaud (2007) Essays of comparative history. Polybus and Sima Qian (in French). Condeixa : La Ligne d'ombre [1].
17. W.G. Beasley and E.G. Pulleyblank (1961) Historians of China and Japan. New York: Oxford University Press.
18. Grant Ricardo Hardy (1988) Objectivity and Interpretation in the "Shi Chi" Yale University.
19. http://en.wikipedia.org/wiki/Ganymedes_%28eunuch%29#cite_note-1
20. http://en.wikipedia.org/wiki/Achillas
21. http://en.wikipedia.org/wiki/Cleopatra_VII
22. Burton Watson (1958) Ssu-ma Ch'ien: Grand Historian of China. New York: Columbia University Press.
23. Julius Caesar, Commentarii de Bello Civili 3.112.10-12; De Bello Alexandrino 4; Cassius Dio, Roman History 42.39.1-2 and 42.40.1; Lucan, Pharsalia 10, 520-523
24. De Bello Alexandrino 5-9; Cassius Dio, Roman History 42.38.4; Plutarch, Caesar 49.6
25. Florus, Roman History 2.13.60
26. Konrat Ziegler: Potheinos 1). In: Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft (RE), vol. XXII, 1 (1953), col. 1177
27. Julian Morgan, Cleopatra: Ruling in the Shadow of Rome, The Rosen Publishing Group 2003, ISBN 0-8239-3591-4, pp. 26–32

28. Prudence J. Jones, Cleopatra: The Last Pharaoh, Haus Publishing 2006, ISBN 1-904950-25-6
29. Julius Caesar, The Civil War, Translated by Jane F. Gardner, Penguin Classics 1976, pp. 161ff.
30. Ancient History Sourcebook: Suetonius: De Vita Caesarum--Nero, c. 110 C.E.
31. Cassius Dio Roman History: LXII, 28 - LXIII, 12-13
32. Champlin, 2005, p.145
33. Champlin, 2005, p.146, pp. 147-148
34. Champlin, 2005, Moore, Lucy (2000). Amphibious Thing: The Adventures of a Georgian Rake. Penguin Books. pp. 376. ISBN 9780140273649.
35. Hubbard, D. A. (1962). "Ethiopian eunuch" In Douglas, J. D.. New Bible Dictionary. IVF. p. 398.
36. History of the Church (http://www.stmichaeleoc.org/Church_History.htm)
37. Kisau, Paul Mumo (2006). "Acts of the Apostles" In Adeyemo, Tokunboh. Africa Bible Commentary. Zondervan. p. 1314.
38. Needham 1985, pp. 38–40,41,47
39. Peterson, Barbara Bennett, ed. (2000). Notable women of China: Shang dynasty to the early twentieth century. M. E. Sharpe. p. 105.
40. Carter, Thomas Francis (1955). The Invention of Printing in China and Its Spread Westward. Artibus Asiae Publishers.
41. Will Durant, The Story of Civilization: Our Oriental Heritage, Chapter XXV-The Age of the Artists, part 2 (The Revival of Learning)
42. Eusebius, Church History, VI.6. See Eusebius Church History (Book VI).
43. Trigg, Joseph (1998). Origen. Routledge.
44. Eusebius, Historia Ecclesiastica, VI.3.9, VI.8
45. The Love Letters of Abelard and Heloise,LETTER II
46. http://en.wikipedia.org/wiki/Eutropius_%28Byzantine_official%29
47. J.B. Bury (1923). History of the Later Roman Empire: see chapters Stilicho and Eutropius (A.D. 396-397) and Fall of Eutropius and the German Danger in the East (A.D. 398-400). A full account.
48. Claudian, in Eutropium. Book I, Book II.
49. http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysaphius
50. Holum, K. G., Theodosian Empresses (Berkeley: 1982), pp. 186-187.
51. Procopius, History Of The Wars I. xv.31. The Loeb Classical Library. Trans. H.B. Dewing. (Cambridge: Harvard University Press, 1954) Vol. I 139.

52. Fauber. Narses. 17-18, 39-40.
53. J.V. Fine, The Ancient Greeks: A Critical History
54. David Whitehead, "Deme" from the Oxford Classical Dictionary, Simon Hornblower and Antony Spawforth ed.
55. http://cliojournal.wikispaces.com/Justinian+and+the+nike+riots
56. Diehl, Charles. Theodora, Empress of Byzantium (© 1972 by Frederick Ungar Publishing, Inc., transl. by S.R. Rosenbaum from the original French Theodora, Imperatice de Byzance), p.87.
57. This is the number given by Procopius, Wars (Internet Medieval Sourcebook.)
58. http://en.wikipedia.org/wiki/Nika_riots
59. Martindale, Jones & Morris 1992, p. 1168.
60. Kazhdan 1991, "Solomon", pp. 1925–1926.
61. Martindale, Jones & Morris 1992, pp. 162, 374, 1124–1128, 1177.
62. http://en.wikipedia.org/wiki/Staurakios_%28eunuch%29
63. Garland 1999, p. 76. 75–77; pp. 76–77, 87–88.
64. Treadgold 1997, pp. 417–418.
65. Kazhdan 1991, pp. 30, 1945;
66. Kaegi 1981, p. 218–219.
67. http://en.wikipedia.org/wiki/Ignatius_of_Constantinople
68. Martyrologium Romanum (Vatican Press 2001 ISBN 88-209-7219-7), p. 554
69. http://en.wikipedia.org/wiki/Yazaman_al-Khadim
70. Pryor & Jeffreys 2006, p. 62.
71. Ṭabarī & Fields 1987, p. 81–82, 152, 157, 162, 175.
72. Pryor, John H.; Jeffreys, Elizabeth M. (2006). The Age of the ΔΡΟΜΩΝ: The Byzantine Navy ca. 500–1204. Leiden, The Netherlands and Boston, Massachusetts: Brill Academic Publishers. ISBN 978-90-04-15197-0.
73. Ṭabarī; Fields, Philip M. (1987). The History of al-Ṭabarī, Vol. XXXVII: The ⌊Abbāsid Recovery. Albany, New York: State University of New York Press. ISBN 0-88706-053-6
74. http://en.wikipedia.org/wiki/Yazaman_al-Khadim
75. Talbot & Sullivan 2005, p. 30.
76. http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bringas.
77. Treadgold 1997, p. 498, pp. 495–498.
78. Kazhdan 1991, p. 326.
79. Treadgold 1997, pp. 498–499; Whittow 1996, pp. 348–349.
80. http://en.wikipedia.org/wiki/Jia_Xian
81. Patricia M. Pelley Postcolonial Vietnam: New Histories of the National Past 2002 - Page 125 Lý Thường Kiệt
82. Marie-Carine Lall, Edward Vickers Education As a Political Tool in Asia 2009 - Page 144
83. http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Ab%C3%A9lard
84. "Peter Abelard".

85. Abelard, Peter. Historia Calamitatum. Retrieved 7 December 2008
86. Abelard, Peter (2007). The letters and other writings. Hackett Pub Co. ISBN 0-87220-875-3.
87. Donaldson, Norman and Betty (1980). How Did They Die?. Greenwich House. ISBN 0-517-40302-1
88. The history of India, By John McLeod, pg. 36
89. Khilji's Commander: http://www.indhistory.com/khalji-dynasty.html
90. Studies in Islamic History and Civilizaion, David Ayalon, BRILL, 1986, p.271; ISBN 965-264-014-X
91. "Halebidu – Temples of Karnataka" TempleNet.com. Retrieved 2006-08-17.
92. Keay, J. India, 2001, Grove Press; ISBN 0-8021-3797-0
93. Gladney (1996), pp. 33-34.
94. Levathes 1996, 62,64
95. Dreyer 2007, 12, 16,18,20
96. Levathes 1996, 62, 58,67
97. Dreyer 2007, 20
98. http://en.wikipedia.org/wiki/Judar_Pasha
99. Fernández Manzano 2012, p. 323
100. Hunwick 1999, p. 234
101. http://en.wikipedia.org/wiki/The_King_and_I_%28TV_series%29
102. http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Khan_Qajar
103. Cyrus Ghani (6 January 2001). *Iran and the Rise of the Reza Shah: From Qajar Collapse to Pahlavi Power*. I.B.Tauris. pp. 9–. ISBN 978-1-86064-629-4. Retrieved 4 November 2012.
104. http://en.wikipedia.org/wiki/Zhao_Gao
105. Loewe, Michael (2005). "On the Terms bao zi, yin gong, yin guan, huan, and shou: Was Zhao Gao a Eunuch?" T'oung Pao. Second 91 (4/5): 301-319. Retrieved 3/8/2013.
106. http://en.wikipedia.org/wiki/Zhang_Rang
107. http://en.wikipedia.org/wiki/Huang_Hao
108. Luo Guanzhong (1986). *Romance of the Three Kingdoms*. Yue Lu Shu She. ISBN 7-80520-013-0
109. http://en.wikipedia.org/wiki/Cen_Hun
110. www.en.wikipedia.org/wiki/Gao_Lishi
111. http://en.wikipedia.org/wiki/Li_Fuguo
112. New Book of Tang, vol. 208.
113. Nghia M. Vo Saigon: A History - Page 46 2011
114. http://en.wikipedia.org/wiki/Le_Van_Duyet#cite_note-1
115. Jacob Ramsay Mandarins and Martyrs: The Church and the Nguyen Dynasty Page 61 2008
116. Taylor, p. 210.
117. http://en.wikipedia.org/wiki/Senesino
118. Some older sources say he died on 15 July 1782, but later

research has disproven this date.
119. "Farinelli." Encyclopædia Britannica. 2010. Encyclopædia Britannica Online. 24 Oct. 2010
120. see F Haböck: Die Gesangkunst der Kastraten (Vienna, 1923), pp 209, 227 and 12 respectively
121. http://en.wikipedia.org/wiki/Farinelli
122. Giusto Fernando Tenducci at operissimo.com
123. "Picture of the Month September 2009 Giusto Ferdinando Tenducci [c.1773-5"]. Barber Institute of Fine Arts. Retrieved 6 August 2011.
124. http://www.sinica.edu.tw/ftms-bin/kiwi1/luso.sh?lstype=2&dyna =%AD%F0&king= %A5N%A9v&reign=%A4j%BE%E4&yy=5&ycanzi=&mm=3&dd=10&dcanzi=
125. Zizhi Tongjian, vol. 224.
126. A purple robe was for an official of the third rank or above. See the Bo Yang Edition of the Zizhi Tongjian, vol. 54 [770].
127. en.wikipedia.org/wiki/Gang_Bing
128. Carter Stent, G. (1877). "Chinese Eunuchs" Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society (11).
129. Panati, Charles (1998). Sexy Origins and Intimate Things: The Rites and Rituals of Straights, Gays, Bis, Drags, Trans, Virgins, and Other. New York: Penguin Books. p. 493. ISBN 0142.71449.
130. Lieberman, Tucker (2004). The Soul and the Sun. Xlibris Corporation. p. 46. ISBN 1-4134-6159-X.
131. "View from the Eunuch's Temple". Powerhouse Museum. Retrieved 2006-11-27.
132. Rossabi, Morris (1976). "Isiha" In Goodrich, L. Carrington; Fang, Chaoying. *Dictionary of Ming Biography, 1368–1644. Volume I (A-L).* Columbia University Press. pp. 685–686. ISBN 0-231-03801-1
133. *Jin Qicong*, *Jurchen script Dictionary*, Relics Press, China, 1984, pp.94
134. Важнейшие результаты исследований Лаборатории позднесредневековой археологии Дальнего Востока (Principal research results of the Laboratory of the Late Mediaeval Archaeology of the [Russian] Far East) (Russian)
135. Tsai, Shih-Shan Henry (1996). *The Eunuchs in the Ming Dynasty*. SUNY Press. pp. 129–130. ISBN 0-7914-2687-4
136. Shih-shan Henry Tsai (1996). *The eunuchs in the Ming dynasty* (illustrated ed.). SUNY Press. p. 130. ISBN 0-7914-2687-4. Retrieved 2012 March 2.
137. http://en.wikipedia.org/wiki/Yishiha
138. *Discussion of the origins of Qing Dynasty ministerial corruption*

139. Asian Wall Street Journal article that mentions Liu Jin
140. (In Chinese) Wu Si (吴思) *Blood Money Law: Survival Tricks in Chinese History*, ISBN 978-7-5008-3087-0.
141. "Wei Zhongxian Brief Biography". Retrieved 2008-09-17.
142. "Encyclopædia Britannica Wei Zhongxian Biography (subscription)". Retrieved 2008-09-17.
143. Mu, Eric. Reformist Emperor Guangxu was Poisoned, Study Confirms" *Danwei*. November 3, 2008. Retrieved November 2, 2011.
144. http://en.wikipedia.org/wiki/Li_Lianying
145. Harper's Weekly, May 13, 1865
146. Kauffman, Michael W. (2004). *American Brutus: John Wilkes Booth and the Lincoln Conspiracies*. Random House. p. 310. ISBN 0-375-50785-X.
147. Swanson, p. 329, 358
148. Furgurson, Ernest B. (Spring 2009). "The Man Who Shot the Man Who Shot Lincoln". *The American Scholar*. Retrieved 19 June 2012.
149. http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wilkes_Booth
150. http://en.wikipedia.org/wiki/David_Herold
151. en.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Moreschi
152. Clapton, p. 62,75
153. Clapton, pp.102-103,188-194.
154. Castration secrets of China's last eunuch revealed" ABC Online (Australian Broadcasting Corporation). 2009-03-16.
155. Faison, Seth (1996-12-20). "The Death of the Last Emperor's Last Eunuch". The New York Times (The New York Times Company). Retrieved 2009-03-16.
156. Yinghua, Jia; Sun Haichen (translator). The Last Eunuch of China-The Life of Sun Yaoting by Jia Yinghua. China Intercontinental Press. pp. 314. ISBN 978-7-5085-1407-9.
157. http://articles.latimes.com/2009/mar/06/world/fg-china-eunuchs6
158. http://www.reuters.com/article/2009/03/16/us-china-eunuch-idUSTRE52E06H20090316
159. http://surviving-history.blogspot.com/2011/11/last-eunuch-of-china-painful-life-of.html
160. http://history.cultural-china.com/en/38H13154H15495.html

সমসাময়িক কালের খোজা হিজড়া (Hijra)

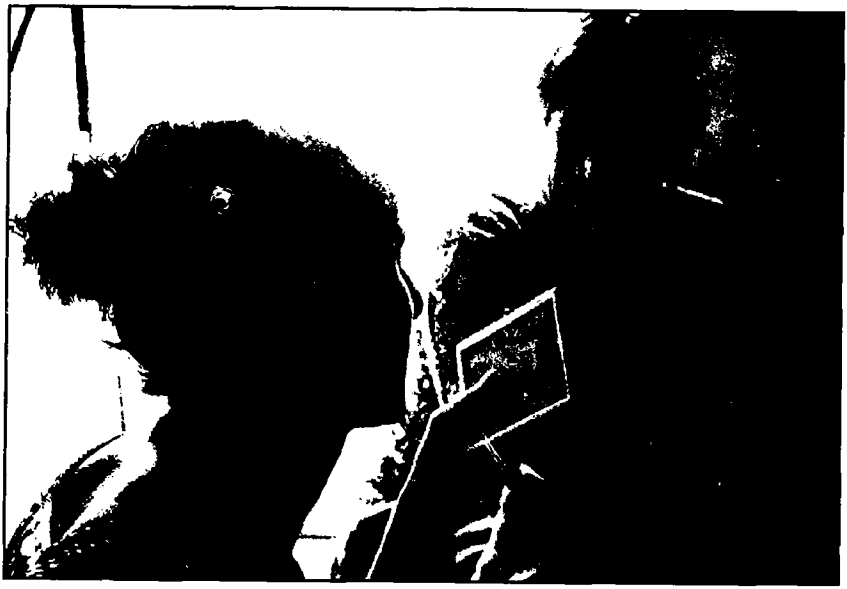

হিজড়াদেরও খোজা বলা হলেও তারা প্রকৃত অর্থে পুরুষ থেকে মহিলা ট্রান্সসেক্সুয়াল ব্যক্তি। হিজড়াদের ক্ষেত্রে সাধারণত পুনর্গঠন সার্জারির পরিবর্তে ক্যাস্ট্রাশন করা হয়। Castration অর্থাৎ তাদের অসম্পূর্ণ পুরুষাঙ্গ কিংবা শুক্রথলি (যদি থাকে) কেটে ফেলা হয়, ফলে ক্যাস্ট্রাশন করার ফলে পুরুষালি প্রধান হরমোন টেস্টোস্টেরন (Testosterone) নিঃসরণ বন্ধ হয়েছে কিন্তু নারীপ্রধান হরমোন এস্ট্রোজেন (Estrogen)-এর অভাবে শরীরের গঠন নারীর ন্যায় হচ্ছে না, বরং তাদের শরীর অনেকটা বয়ঃসন্ধির পর প্রকৃত খোজাদের দেহের আঙ্গিকের মতো। ক্যাস্ট্রাশন করার ফলে তারা আসলে ধীরে ধীরে প্রোস্টেট ক্যান্সারের দিকে ধাবিত হয়। আমেরিকাতে প্রতি বৎসর ২০০,০০০ নতুন প্রোস্টেট ক্যান্সারের নতুন রোগী বাড়ছে।

দক্ষিণ এশিয়ার হিজড়া সম্প্রদায়

দক্ষিণ এশিয়ার হিজড়ারা শারীরিকভাবে পুরুষ কিন্তু তারা নারী পরিচয় দিতে আগ্রহী এবং তারা নারীর আচরণ ও সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়। যেমন নারীর

BanglaBook.org

পোশাক পরিধান করা, সাজসজ্জা করা ইত্যাদি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হিজড়াদের বিভিন্ন নামে ডাকা হয়, তবে তেলেগু ভাষায় তাদের বলে কোজ্জা, যার অর্থ খোজা।

ভারতীয় উপমহাদেশে হিজড়াদের ইতিহাস অনেক পুরনো। সেই কামসূত্র থেকে আরম্ভ করে এখনো বর্তমান। দক্ষিণ এশিয়াতে হিজড়ারা সুনির্দিষ্ট ও বেশ সংগঠিতভাবে হিজড়া সমাজে বসবাস করে। তাদের প্রতিটি হিজড়া কমিউনিটিতে একজন গুরু থাকেন। তারা জেনারেশনের পর জেনারেশন একটি বালক, যাকে পরিবার প্রত্যাখ্যান করেছে তাকে কিংবা নিজ থেকেই পরিবার থেকে পালিয়ে চলে এসেছে—তাদের পালক হিসেবে গ্রহণ করে। আর তাদের অনেকেই বেঁচে থাকার তাগিদে যৌনকর্মীর খাতায় নাম লিখিয়েছে।

হিজড়া (Hijra) শব্দটি একটি হিন্দুস্তানি শব্দ, যা এসেছে আরবি শব্দ হিজর (Hjr) থেকে, যার অর্থ নিজের গোত্র ত্যাগ করা আর তা থেকেই হিন্দি ভাষায় প্রবেশ করেছে। হিজড়া শব্দটিকে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে ইউনাক (Eunuch) অথবা হারমাফ্রোডাইট (Hermaphrodite) নামে এবং হিজড়ার সংজ্ঞায় পুরুষাঙ্গের অসম্পূর্ণতাই মূলত বোঝানো হয়েছে। সংজ্ঞা কিংবা ইংরেজি প্রতিশব্দ যা-ই হোক না কেন হিজড়ারা আসলে শারীরিকভাবে পুরুষ, তাদের খুবই অল্প সংখ্যক ইন্টারসেক্স (Intersex) বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অনেক হিজড়া, হিজড়া কমিউনিটিতে প্রবেশের সময় তাদের রীতি পুরুষাঙ্গ, শুক্রাশয় ও শুক্রথলি কর্তন করে তারপর প্রবেশ করে, যা নির্বাণ (Nirwaan) নামে পরিচিত।

বিশ শতকে এসে হিজড়াদের পক্ষের অনেক সমাজকর্মী ও পশ্চিমা এনজিওগুলো হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ বা থার্ড জেন্ডার/থার্ড সেক্স (Third Sex or Third Gender)-যারা পুরুষও না আবার মহিলাও নয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার অত্যন্ত জোরাল দাবি জানাচ্ছে।

উত্তর ভারতের হিজড়ারা বাহুছাড়া মাতা (Bahuchara Mata) দেবীর পূজা করে। দক্ষিণ ভারতে হিজড়ারা রেণুকা দেবীর (Renuka) পূজা করে, তাদের বিশ্বাস এই দেবীর ক্ষমতা আছে যে কারো লিঙ্গ পরিবর্তন করে দেওয়ার। এই দেবীর পুরুষ ভক্তরা নারী পোশাক পরিধান করে হিজড়াদের মতোই আচরণ করে—তারা জগপ্পা (Jogoppa) নামে পরিচিত—তারা জন্ম কিংবা বিবাহ অনুষ্ঠানে নাচ-গান করে। ভারতে কথি বা কটি (Kothi/Koti) নামে আরেক দল রয়েছে, যারা সমগ্র ভারত জুড়েই বিস্তৃত, এরা কিন্তু হিজড়া নয়, এরা নারীর ইচ্ছা পোষণ করে এমন পুরুষ (Feminine Men)। এরা পুরুষের সঙ্গে যৌন মিলনের সময় নারীর ভূমিকা পালন করে। থাইল্যান্ডে ঠিক এ শ্রেণীই কথি (Kathoey) নামে পরিচিত। কথিরা হিজড়াদের মতো আলাদা শ্রেণীভুক্ত

BanglaBook.org

হয়ে বসবাস করে না এবং তারা হিজড়াদের মতো ক্যাস্ট্রাশন কিংবা কৃত্রিমভাবে শরীর পরিবর্তন করে না। ভারতের কলকাতায় এরা দুরানি (Durani) নামে, নেপালে মেতি (Meti) ও পাকিস্তানে জেনানা (Zenana) নামে পরিচিত। বাংলাদেশে শারীরিকভাবে পুরুষ কিন্তু মানসিকভাবে নারী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হিজড়াকে বলা হয় অকুয়া হিজড়া। যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরুষ কিন্তু পুরুষের সঙ্গে যৌন মিলন করে তাদের বলা হয় জেনানা এবং যারা মানুষের হাতে পুরুষাঙ্গ কর্তন করে হিজড়া হয়—তাদের বলা হয় চিন্নি।

হিজড়াদের লিঙ্গ ও যৌনতা

আধুনিক জেন্ডার টেক্সোনোমিতে (Taxonomy Of Gender মানুষের যৌন আচরণের ভিন্নতার স্তর) হিজড়াদের যৌন আচরণের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে এমন কোনো প্রতিশব্দ নেই এবং জেন্ডার ও সেক্স বিষয়ে পশ্চিমা ধারণাকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলেছে। এদের প্রায় সকলেই পুরুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেও কেউ কেউ হয়তো ইন্টারসেক্স বৈশিষ্ট্য যেমন অস্পষ্ট জননাঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যেহেতু সবাই হিজড়াদের না পুরুষ না, মহিলা হিসেবে দেখে—তাই হিজড়াদের অনেকে এবং অনেক সমাজবিজ্ঞানী ও মানবাধিকার কর্মীও একটি তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে গণ্য করতে চান।

হিজরাদের অনেকেই তাদের নারী হিসেবে দেখে (কিংবা দেখা যায়) আবার অনেকে নারীসুলভব পুরুষ (Feminine Males-পুরুষ কিন্তু গড়নে এবং

BanglaBook.org

আচরণে নারীর কাছাকাছি)। এদের মধ্যে যারা ইংরেজি জানে তাদের অনেকেই আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সেক্সুয়াল মাইনোরিটিস (Sexual Minorities) গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিংবা প্রভাবিত হয়ে নিজদের ট্রান্সজেন্ডার (Transgender) অথবা ট্রান্সসেক্সুয়াল (Transsexual) নারী হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে। তবে ট্রান্সসেক্সুয়ালদের মতো হিজড়াদের অনেকেই কেবল নারীর মতো আচরণেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, তারা শরীরের পরিবর্তন যেমন ক্যাস্ট্রাশন করাচ্ছে এবং যারা ক্যাস্ট্রাশন করাচ্ছে তাদেরই কেবল প্রকৃত হিজড়া মনে করে।

একজন পুরুষ অপর পুরুষের সঙ্গে যৌন মিলনের সময় যখন বিশেষ ভূমিকা পালন করে তা হিজড়াদের সমাজে কথি নামে পরিচিত। কথিরা হিজড়া নয়, তারা হিজড়াদের থেকে ভিন্ন। কথিরা নারীদের মতো পোশাক পরিধান করে এবং প্রকাশ্যে তাদের আচরণও হয় নারীর মতো, নিজেদের সঙ্গে যোগাযোগও রাখে নারীসুলভ আচরণের মাধ্যমে। কথি ও হিজড়া উভয়ের যৌনসঙ্গী হয় সাধারণত সুগঠিত পুরুষ এবং কথি ও হিজড়া উভয়েই যৌন মিলনের সময় বিদ্ধ হতে পছন্দ করে। কথি ও হিজড়াদের এই পুরুষ সঙ্গী অনেক সময় বিবাহিত হয়ে থাকে এবং হিজড়া কিংবা কথির সঙ্গে সম্পর্ক তার নিজের কমিউনিটিতে গোপন রাখে। অনেক হিজড়া পুরুষের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তৈরি করে এবং অনেক ক্ষেত্রে গোপনে বিবাহও করে, যদিও তাদের বিয়ে আইনত কিংবা ধর্মীয়ভাবে সিদ্ধ নয়। হিজড়া ও কথি সমাজে তাদের পছন্দের পুরুষের রোমান্টিক নামও আছে, যেমন বাংলাদেশে এরা পন্থী (Panthi), দিল্লিতে গিরিয়া (Giriya) কিংবা কচিনে শ্রীধর (Sridhar) ইত্যাদি।

ইন্টারসেক্স (Intersex)

সেক্স বৈশিষ্ট্য যেমন ক্রোমোজোম, শুক্রাশয়/ডিম্বাশয় এবং কিংবা প্রজনন অঙ্গের পার্থক্যের কারণে যখন কোনো ব্যক্তিকে একটি সুনির্দিষ্ট লিঙ্গ যেমন পুরুষ কিংবা নারী হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। এই পার্থক্যগুলো হতে পুরুষাঙ্গ বা যোনীর অস্পষ্টতা কিংবা এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে ক্রোমোজোমের ভিন্নতা। ইন্টারসেক্স মানুষের ক্ষেত্রে তার প্রকৃত লিঙ্গ নির্ণয় করা বেশ জটিল। শিশু অবস্থায় বাহ্যিক জননাঙ্গের সার্জিক্যাল অপরেশন করে যেই লিঙ্গের দিকে বেশি প্রকাশিত সেই লিঙ্গে রূপ দেওয়া সম্ভব। ইন্টারসেক্স নিয়ে জন্মগ্রহণকারী শিশুকে হয়তো একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গের ভেবে লালন-পালন করা হলো কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পর দেখা যেতে পারে সে বিপরীত লিঙ্গের মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হলো। আবার অনেকে বড় হয়েও কোন লিঙ্গের তা নির্ণয় করতে পারে না।

BanglaBook.org

১৮৬০ সালে তোলা ফরাসি আলোকচিত্র শিল্পী নাদার (Nadar) এর তোলা ছবিতে একজন হার্মাফ্রোডাইট মানুষ

হার্মাফ্রোডাইট (Hermaphrodite) বা উভলিঙ্গ

যাদের প্রজনন অঙ্গ পুরুষ ও নারীর প্রজনন অঙ্গের মিশ্রণে তৈরি তাদের অসম্পূর্ণ পুরুষাঙ্গ কিংবা জননাঙ্গ থাকতে পারে। শুক্রাশয়ের টিস্যুতে ওভারি ও টেসটিস উভয় ধরনের টিস্যুই থাকতে পারে, জরায়ু থাকার কারণে তাই কারো কারো মাসিকও হতে পারে, আবার পূর্ণ পুরুষের ন্যায় অপর নারীতে গর্ভসঞ্চারণও করতে পারে।

হার্মাফ্রোডাইট মানুষের শারীরিক গঠন একজন সাধারণ মানুষের মতো হলেও বাহ্যিক যৌনাঙ্গের ধরন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন কারো কারো পুরুষাঙ্গ ও যোনীপথ দুটিই থাকতে পারে। কারো কারো পুরুষাঙ্গটি ছোট হতে পারে, যা পুরুষাঙ্গ ও যোনীর ক্লাইটোরিসের মাঝামাঝি আকারের হতে পারে। আবার অনেকের অসম্পূর্ণ স্ত্রী যৌনাঙ্গের ঠোঁট বা ল্যাবিয়াও থাকতে পারে। কারো কারো নারীর মতো সুগঠিত বক্ষ কিংবা পুরুষের মতো সম্পূর্ণ পুরুষাঙ্গও থাকতে পারে।

হার্মাফ্রোডাইট মানুষরা সাধারণত বন্ধ্যাত্ব বা সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হয়ে থাকে। তবে সব সময় তা নাও হতে পারে। যেমন ১৬০০ সালে স্কটল্যান্ডে এক হার্মাফ্রোডাইট পুরুষ তার মনিবের কন্যাকে গর্ভবতী করায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

হার্মাফ্রোডাইটরা সমাজে প্রতিনিয়তই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। ভিন্ন ভিন্ন সমাজ হার্মাফ্রোডাইটদের ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করে। অনেক দেশই এমনকি

BanglaBook.org

উন্নত দেশেও তাদের পুরুষ কিংবা নারী কোনো বিভাগেই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেয় না কিংবা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে দেয় না। অনেক আফ্রিকান সমাজে এখনো তাদের ডাইনি হিসেবে আখ্যায়িত করে জন্মের পর পরই মেরে ফেলা হয়। আবার অনেক সমাজে তাদের দেবতার প্রতিনিধি হিসেবেও গণ্য করা হয়।

ট্রান্সসেক্সুয়াল (Transsexual)

এটি এমন একটি অবস্থা, যেখানে একজন ব্যক্তি যে তার প্রকৃত সেক্সের আচরণ করে না বরং তার বিপরীত কিংবা সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন আচরণ করে। জন্মের সময় সে যে লিঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে মানসিকভাবে তার আচরণ সেই লিঙ্গের না হয়ে ভিন্ন হয়। যদি কোনো ব্যক্তি তার জন্মকালীন লিঙ্গ নিয়ে অস্বস্তি বোধ করে এবং বিপরীত লিঙ্গের সদস্য হতে ইচ্ছা পোষণ করে। ট্রান্সসেক্সুয়ালরা তাদের লিঙ্গের অসম্পূর্ণ গঠন ও ক্রিয়ার ফলে জন্মকালীন লিঙ্গের পরিচয় দিতেও অস্বস্তি বোধ করে।

ট্রান্সজেন্ডার (Transgender)

ট্রান্সজেন্ডার এক ধরনের লিঙ্গ পরিচয়ের ইচ্ছা, যা তার প্রকৃত লিঙ্গের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ট্রান্সজেন্ডারদের কেউ কেউ নিজদের একজন নারী কিংবা পুরুষ অথবা উভয়ই দাবি করে। তারা যৌনকামনা হতে বিপরীতকামী, সমকামী, উভকামী, বহুকামী হওয়ার পাশাপাশি যৌনকামনা বিহীনও হতে পারে।

আমেরিকার একজন ট্রান্সসেক্সুয়াল হাতের তালুতে XY লিখে নিজকে নারী দাবি করছেন।

ট্রান্সজেন্ডারদের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, জন্মের সময় তাদের একটি লিঙ্গ পরিচয় থাকে কিন্তু তারা অনুভব করে যে এটি প্রকৃতি প্রদত্ত যৌনাঙ্গটি মিথ্যা কিংবা অসম্পূর্ণ। ট্রান্সজেন্ডারদের ভারতসহ অনেক দেশেই তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ হিসেবে পরিচিত করতে চেয়েছেন।

ট্রান্সভেস্টাইটিস (Transvestites)

ট্রান্সভেসটিজম (Transvestism) হলো বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধান করা। এ ক্ষেত্রে পুরুষ ট্রান্সভেস্টাইটিসরা নারীর ও নারী ট্রান্সভেস্টাইটিসরা পুরুষের পোশাক পরিধান করে। অনেকেই এটিকে এক ধরনের মানসিক অসুস্থতা বলেও দাবি করেন, যার মানসিক রোগের অন্য কোনো প্যাথলজি নেই।

জার্মানির চিকিৎসক ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ম্যাগনাস ইস্কেফেল (Magnus Hirschfeld) ট্রান্সভেস্টাইটিজম প্রসঙ্গে বলেন, যে বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধান করে তারা এক ধরনের যৌনানন্দ উপভোগ করে আর তাই তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধান করে থাকে। ট্রান্সভেস্টাইটিসরা পুরুষ কিংবা নারী হতে পারে এবং তাদের যৌনকামনা হতে পারে বিপরীত লিঙ্গের, সমলিঙ্গের কিংবা উভয়ের প্রতিই। তবে অনেকের আবার কোনো ধরনের যৌনকামনা নাও থাকতে পারে।

আন্তর্জাতিক সায়েন্টিফিক হিউম্যানিটারিয়ান কমিটির (Scientific-Humanitarian Committee) প্রতিষ্ঠাতা জার্মানির ট্রান্সভেস্টাইটিস ব্যারন ভন জেসেনবার্গ

হিব্রু বাইবেলে ট্রান্সভেস্টাইটিসদের কথা বলা আছে। কোনো কোনো সংস্কৃতিতে ধর্মীয় কারণেও ট্রান্সভেস্টাইটিজমের প্রচলন রয়েছে। উদাহারণস্বরূপ বলা যেতে

পারে, ভারতের হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ করে মথুরা ও বৃন্দাবনের কৃষ্ণের পূজারিরা কীর্তন পরিবেশন করার সময় নারীদের পোশাক পরিধান করে। রাধার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেই তারা নারীর পোশাক ধারণ করে।

হিজড়াদের আর্থসামাজিক অবস্থান

অধিকাংশ হিজড়াই সমাজের নিচু প্রান্তে বসবাস করে এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও করুণ। সমাজে হিজড়া শব্দটি ব্যবহৃত হয় অপমানজনক শব্দ হিসেবে। হিজড়াদের স্বাভাবিক কর্মসংস্থানেরও সুযোগ এক প্রকার নেই বললেই চলে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়াতে হিজড়ারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নেচে-গেয়ে কিছু উপার্জন করে, বাকিরা যৌনকর্মীর জীবন বেছে নেয়, জীবনধারণের জন্য দয়া-দাক্ষিণ্য ও ভিক্ষাবৃত্তির ওপরও অনেকে নির্ভরশীল। যারা যৌনকর্মীর পেশা বেছে নেয় তাদের ভূমিকা অনেকটা প্রাচীন আমলের খোজাদের মতো। হিজড়াদের বিরুদ্ধে সংঘাত, বিশেষ করে যারা যৌনকর্মী হয় তাদের ওপর হরহামেশাই হচ্ছে, আর তা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ্যে করা হয়। এই নির্দয় আচরণ, এমনকি পুলিশ স্টেশন, জেলখানা এবং তাদের বাসাবাড়িতেও হচ্ছে।

পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই ট্রান্সজেন্ডারদের প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার সংগ্রাম করতে হচ্ছে, তাদের বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, চাকরি, অভিবাসন, প্রতি ক্ষেত্রেই তারা বৈষম্যের শিকার। আর আইন এবং আমলাতন্ত্রের মারপ্যাঁচে পুরুষ কিংবা স্ত্রী কোনো লিঙ্গেই তাদের স্থান হচ্ছে না, এমনকি থার্ড জেন্ডার হিসেবেও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই স্বীকৃতি পাচ্ছে না। যে দু-একটি দেশ স্বীকৃতি দিয়েছে সেখানেও তা একপ্রকার লোক দেখানো স্বীকৃতি। পৃথিবীর যেকোনো দেশে একজন ব্যক্তি যখন পুরুষ কিংবা নারী হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার পর তার যে অধিকার জন্মে থার্ড জেন্ডারের অধিকারের ক্ষেত্রে কিন্তু তা নেই।

BanglaBook.org

২০০৬ সালে ভারতের পাটনাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে রাজস্ব আদায়ের জন্য হিজড়াদের নিয়োগ দেওয়া হয়। বিনিময়ে তারা ৪ শতাংশ কমিশন লাভ করে। দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে হিজড়ারা বড় বড় রাস্তায় কিংবা যেখানে প্রচুর জনসমাগম হয় সেখানে, ট্রেন ইত্যাদি স্থানে জড় হয়ে মানুষের নিকট টাকা চায়। স্বেচ্ছায় টাকা দিলে তারা চলে যায়। তবে অর্থ প্রদান না করলে তারা অত্যন্ত অশ্লীল ভাষা ও বাজে অঙ্গভঙ্গি শুরু করে। তাতেও যদি কাজ না হয় তবে প্রকাশ্যে তারা যৌনাঙ্গ প্রদর্শনও করে ফেলে এবং টাকা না পাওয়া পর্যন্ত এই আচরণ চলতে থাকে। আর তাদের জোর করে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হলে অনেকেই দল ভারি করে পুনরায় এসে একই কার্যক্রম শুরু করে। প্রায়ই দেখা যায়, হিজড়াদের উগ্র আচরণ সামাল দেওয়ার জন্য পুলিশি হস্তক্ষেপের দরকার হয়েছে।

আইনি ও সামাজিক ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়ে হিজড়ারা একটি জাদুকরী রূপ নিয়েছে যে, সমাজের মূলস্রোতের বাসিন্দাদের অনেকের নিকট তারা ভয়ংকর, যদিও অনেকের নিকট এখনো শ্রদ্ধার পাত্র। হিজড়ারা বিবাহ অনুষ্ঠানে এবং নতুন শিশুর জন্ম হলে বিশেষ করে পুত্রসন্তানের বেলায় তারা গান-বাজনা করে থাকে। এ সকল নাচের অঙ্গভঙ্গি যদিও অনেক ক্ষেত্রে অশ্লীল, তারপরও তারা মনে করে এগুলো সৌভাগ্য বয়ে আনে, বিশেষ করে সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে। এ সকল অনুষ্ঠানে হিজড়ার দল কোনো প্রকার নিমন্ত্রণ ছাড়াই চলে আসে এবং নাচ-গান শেষে গৃহকর্তা তাদের বখশিশ প্রদান করেন। অনেকেই একটি আশঙ্কার মধ্যে থাকেন যে, হিজড়ারা যদি অভিশাপ দেয় তবে তা হয়তো সন্তান জন্মদানের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। আর যদি খুশি হয় তবে তারা আশীর্বাদ করবে, যা নবজাতকের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে। অনেক সময় হিজড়াদের নিমন্ত্রণ করেও বাসায় আনা হয় এবং তখন পারিশ্রমিক নিয়ে দর কষাকষি করতে হয়। অনেক সময় তারা সার্ভিস অনুযায়ী অনেক বেশি পারিশ্রমিকও দাবি করে। সাধারণত ধনীরাই তাদের অনুষ্ঠানে হিজড়াদের এনে থাকে।

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে হিজড়া

ভারতের হিজড়া কমিউনিটির বেশ কয়েকজন রাজনীতিতে বেশ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এদের মধ্যে ২০০৫ সালে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রাজ হাসিনা ও শোভা নেহরু হরিয়ানার হিসার (Hissar) মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন। শোভা ভারতের এক উঁচু শ্রেণীর হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং মেয়ের মতো বড় হন, যদিও তিনি ছিলেন হিজড়া। হিন্দুসমাজে হিজড়াদের নিচু জাতের গণ্য করা হয়। তাই শোভা ইসলাম ধর্ম

BanglaBook.org

গ্রহণ করেন এবং নামের শেষে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর নামের নেহরু গ্রহণ করে শোভা নেহরু হিসেবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করেন। তিনি মুসলমানদের একচেটিয়া ভোটে প্রথম হিজড়া কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। শোভা নির্বাচিত হন নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে। কিন্তু অপরজন রাজ হাসিনা একই পৌরসভা থেকে সরাসরি নির্বাচন করে ওয়ার্ড কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তারা নির্বাচিত হয়ে প্রমাণ করেছেন নির্বাচনে জনগণের সেবা করার জন্য জননাঙ্গের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় বুদ্ধি ও উদার মানসিকতার ভারত ১৯৯৪ সালে

রাজ হাসিনা (বামে) ও সোভা নেহরু (ডানে) মিউনিসিপাল করপোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন

ও পাকিস্তান ২০০৯ সালে হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ বা থার্ড সেক্স (Third Sex) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তার অপর দুই লিঙ্গ নারী ও পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার লাভ করবে বলে পরিপত্রও জারি করেছে। ভারতে হিজড়ারা ইচ্ছা করলে তাদের পাসপোর্টে ও অন্যান্য সরকারি কাগজপত্রে লিঙ্গ হিসেবে লিখতে পারলেও নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েই গেছে। নাগরিকত্বের ফর্মে এবং ভোট প্রয়োগের জন্য কেবল নারী কিংবা পুরুষের বিধানই রাখা হয়েছে। তাই হিজড়ারা ভোটার হতে পারছে না। যার জন্য ২০০৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে অনেক হিজড়া নির্বাচন করার জন্য প্রস্তুতি নিলেও কেবল নারী কিংবা পুরুষ নির্বাচন করতে পারবে এই বিধান থাকায় তারা নির্বাচন করতে পারেনি। পাকিস্তানেও ২০০৮ সালের নির্বাচনে একই ঘটনা ঘটলে সেখানে ৫০,০০০ এরও বেশি হিজড়া একত্র হয়ে জনসভার মাধ্যমে এর প্রতিবাদ জানায়।

ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি

হিজড়াদের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের আচার। রামায়ণ ও মহাভারতে হিজড়াদের কথা বর্ণিত আছে। অন্যদিকে মুসলমান অটোমান সম্রাজ্য ও ভারতীয় মোগল সাম্রাজ্যেও ছিল খোজা। হিজড়াদের আচার -অনুষ্ঠানে হিন্দু ছোঁয়া বেশি থাকলেও মুসলিম আচারও কম নয়। হিজড়ারা সংস্কৃতির অনেক কিছুই মুসলিম সংস্কৃতি থেকে নেওয়া। তা ছাড়া অনেক বিখ্যাত মুসলমান যোদ্ধারাও ছিলেন খোজা। তবে

BanglaBook.org

সনাতন খোজা থেকে মুসলমান হিজড়রা অবশ্যই কিছুট ভিন্ন। কারণ খোজারা নারীদের পোশাক পরিধান করতেন না এবং তাদর যৌনক্ষমতা ছিল না। ১৮ ও ১৯ শতকে হিন্দু ও মুসলামান হিজড়ারা একত্রে বসবাস করত না, যা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং বর্তামনে হিজড়া হিন্দু কি মুসলমান, এ বিষয়টিও আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

প্রাচীন কামাসূত্রে (Kama Sutra) নারীরূপী তৃতীয়া প্রকৃতিকে (Tritiya Prakriti) বা থার্ড সেক্সকে (Third Sex) মুখ মৈথুন (Fellatio) করার বিষয়টি বর্ণিত আছে। এ অধ্যায়টি বিভিন্ন রকমভাবে বর্ণনা করা হলেও মূল বক্তব্য পুরুষ, যারা অন্য পুরুষকে চায়। খোজা (যারা পুরুষ হিসেবে অস্পষ্ট এবং নারী হিসেবেও অস্পষ্ট), পুরুষ ও নারী ট্রান্সভেস্টাইটিস (Transvestites পুরুষ যারা নারীর মতো সেজে থাকে এবং নারী যারা পুরুষের মতো সেজে থাকে ইত্যাদি। ভারতে ব্রিটিশ রাজ (British Raj) শাসনামলে কর্তৃপক্ষ হিজড়াদের নিধন করতে চেয়েছিলেন। কারণ তাদের চোখে হিজড়ারা ছিল প্রকাশ্যে বের হবার অনুপযুক্ত। এ আইনটি বাতিল করা হয়েছিল কিন্তু হিজড়াদের খোজা করার নিয়মটি, যেটি হিজড়াদের সমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত—তার কোনো পরিবর্তনই হয়নি। তা ছাড়া ব্রিটিশ শাসনামলে ক্রিমিনাল ট্রাইব অ্যাক্ট ১৮৭১ (Criminal Tribes Act 1871) হিজড়াদের ক্রিমিনাল ট্রাইব (Criminal Tribe) হিসেবে চিহ্নিত করে, ফলে তাদের বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশন, গতিবিধির ওপর নজরদারি ও কলঙ্ক লেপন করে রাখা হয়েছিল দীর্ঘদিন। তারপর ১৯৫২ সালে তা বাতিল করা হলেও কলঙ্ক ও অপবাদ কিন্তু মুছে যায়নি। বর্তমানে অবশ্য হিজড়াদের অপমানের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার জন্য অনেক ক্যাম্পেইন হচ্ছে। ভারতের সমাজকর্মী রাহিদ প্যাটেল (Rahid Patel), যিনি হিজড়াদের নিকট এন্ডি কেইড নামে পরিচিত, হিজড়াদের মধ্যে বিবাহ স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য লড়ছেন যদিও অনেক হিজড়া তাদের মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, তাদের অনেকেই ভিন্ন ধরনের বিশ্বাস ও একাধিক ধর্মের রীতি মেনে থাকে ও সে অনুযায়ী আচার-অনুষ্ঠানও পালন করে। হিজড়ারা নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই আচার-অনুষ্ঠান করে থাকে। ভারতের হিজড়ারা একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত। তারা সাধারণত দেবী বাহুছাড়া মাতা (Bahuchara Mata), প্রভু শিব (Lord Shiva) কিংবা উভয়েরই পূজা করে। প্রতি বসন্তেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং আশপাশের দেশ থেকে হাজার হাজার হিজড়া কুভাগামের হিন্দু উৎসবে অংশগ্রহণ করে। এখানকার কুঠানদাবার মন্দিরে হিন্দু দেবতা আরবানকে (Aravan) পূজা করে। ভারতের হিন্দুরা গুজরাটের বাহুছাড়া মাতার মন্দিরেও পূজা অর্চনা করে। তারা মনে করে, এ দেবীই হিজড়াদের রক্ষক। উত্তর ভারতের হিজড়ারা আরাধানারী দেবতার পূজা করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে, আরাধানরীই মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ করে থাকে।

BanglaBook.org

রামায়ণে বর্ণিত আছে, রাম যখন ১৪ বৎসরের জন্য অযোদ্ধাতে নির্বাসনে যান তখন তার প্রতি নিবেদিত একটি বড় দল তাকে জঙ্গলে অনুসরণ করতে থাকে। রাম বিষয়টি টের পাওয়ার পর তাদের একত্র করেন এবং দুঃখ না পাওয়ার জন্য বলেন। সকল নারী-পুরুষ যারা তাকে বিশ্বাস করে অনুসরণ করছে তারা যেন অযোদ্ধাতে যারা যার বাড়ি চলে যায়। এরপর রাম যখন তার ১৪ বৎসরের অভিযান সমাপ্ত করে অযোদ্ধায় ফিরে আসেন তখন দেখতে পান সবাই চলে গেলেও হিজড়ারা সেখান থেকে একচুলও নড়েনি, যেই স্থানে রাম তার অনুসারী সকলকে থামিয়ে দিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেখানেই আছে। হিজড়াদের এই ত্যাগে রাম বিমোহিত হন এবং তাদের বর প্রদান করেন যে, এখন থেকে সৌভাগ্য বয়ে আনে এমন অনুষ্ঠান যেমন বিয়ে, জন্ম ইত্যাদিতে তারা নেচে-গেয়ে উৎসব করবে।

ভারতের হিজড়া সম্প্রদায়, দক্ষিণ ভারতের কভাগামে দেবতা আরাভান-এর পূজা করে

মহাভারতে বর্ণিত আছে বীর অর্জুন একবার নির্বাসনে যান। সেখানে তিনি হিজড়ার রূপ ধরে বিবাহ ও জন্ম উৎসবে আচার-অনুষ্ঠান পালন করেছিলেন। আর সে সূত্র ধরেই বর্তমানকালেও হিজড়ারা বিবাহ ও জন্ম অনুষ্ঠানে নাচ-গান করে থাকে। মহাভারতে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হওয়ার আগে আরাভান কালী দেবীকে তার জীবন উৎসর্গ করেন, যাতে পাণ্ডবরা যুদ্ধে বিজয়ী হয়। কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব রাতে আরাভান বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করে। পরদিন সকালে সে মারা যাবে তাই কোনো মেয়ে তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। অবশেষে কৃষ্ণ নিজেই এক অসাধারণ রূপসী মেয়ের রূপ নেয় এবং মোহিনী নাম ধারণ করে তাকে বিয়ে করে। দক্ষিণ ভারতের হিজড়রা দাবি করে, আসলে দেবতা আরভানই হিজড়াদের পূর্বপুরুষ। ভারতের তামিলনাড়ুতে

BanglaBook.org

প্রতি এপ্রিল-মে মাসে হিজড়ারা সেখানকার কুঠানদাবার মন্দিরে জড় হয় এবং পূজা অর্চনা করে। এই কুঠানদাবারের দেবতাই আরাভান। এখানে তারা কৃষ্ণ ও আরাভানের রূপক বিয়ের আয়োজন করে এবং পরদিন আরাভান মারা যায়। আরাভানের মৃত্যুর পর হিন্দু রীতি অনুযায়ী তারা সকল আচার-অনুষ্ঠানই পালন করে এবং হাতের শাখা ভেঙে বিধবার রূপ ধারণ করে।

ভারতের হিজড়াদের অনেকেই মুসলমান দাবি করে। একই সঙ্গে তাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মেরও কিছু প্রভাব রয়েছে। হায়দারাবাদের অনেক হিজড়া খতনাও করে থাকে। আবার অনেকে মনে করে, হিজড়াদের নির্বাণ (Nirvan) অপারেশন (শুক্রথলিসহ সম্পূর্ণ পুরুষাঙ্গ কর্তন করা) খতনা করারই চূড়ান্ত একটি রূপ। ভারতের অনেক নারী হিজড়া মুসলিম নারীর মতোই পর্দা প্রথা মেনে চলে।

হিজড়াদের পারিবারিক সম্পর্ক ও উত্তরাধিকার

হিন্দু পরিবারগুলোতেও যে রকম বিশেষ আধ্যাত্মিক গুরু রয়েছে এবং পরিবারের সদস্যরা তার শিষ্য বা অনুসারী হিজড়াদের সামাজিকতায়ও সবচেয়ে বড় সম্পর্ক হলো গুরু ও শিষ্য বা চেলা সম্পর্ক। হিজড়া সমাজে গুরু পিতা, মাতা কিংবা স্বামীর ভূমিকায় থাকে আর শিষ্য থাকে তার ওপর নির্ভরশীল। হিজড়া পরিবারে গুরু হলেন পরিবারের নেতা, তিন তার চেলাদের দেখভাল করা এবং প্রয়োজনীয় সকল কিছুই জোগাড় করা তার দায়িত্ব। অন্যদিকে শিষ্যের কর্তব্য হলো গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো ও তার উপার্জন গুরুকে দেওয়া। পরিবারের বাকি সদস্যদের অর্থাৎ চেলাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক হলো বোনের মতো।

প্রত্যেক হিজড়াই একজন গুরুর অধীনস্ত হয়ে হিজড়া কমিউনিটিতে প্রবেশ করে। এ গুরুই তার জীবনের আদর্শ। গুরুর বিষয়টি অনেকটাই এ রকম যে, গুরু ছাড়া বাঁচতে পারবে না, যা অনেকটা একজন সাধারণ মানুষ যেমন মা ছাড়া থাকতে পারে না। গুরু তার পরিবারের সদস্যদের জন্য একটি ছায়া, প্রত্যেক গুরুরই একটি নিজস্ব এলাকা থাকে, যেখানে অর্থ উপার্জনের জন্য অন্য গুরুর শিষ্যরা অনুমতি ব্যতিরিকে আসতে পারে না। একজন হিজড়া খুব সহজেই অপর কোনো গুরুর শিষ্য হতে পারে না। আর হতে হলেও তাকে বেশ কিছু রীতি মেনে আচার-অনুষ্ঠান করতে হয় এবং তাকে একটি ফি দিতে হয়। কথিত আছে, হিজড়ারা যখন শোনে যে কোনো বাড়িতে হিজড়া বাচ্চা জন্ম নিয়েছে তখন থেকেই তারা ওই বাড়িতে তার জন্য ওঁত পেতে থাকে নিজেদের দলে ভেড়ানোর জন্য। হিজড়ারা ওই বাড়িতে এসে তালি বাজাতে থাকে। অনেক সময় ছোট অবস্থায়ই হিজড়া বাচ্চাকে তাদের নিকট দিয়ে দেওয়া হয়। আর তা না হলে তারা দল বেঁধে সেই বাড়িতে গিয়ে তালি বাজাতে থাকে। হিজড়াদের তালির আকর্ষণেই কোনো এক সময় সে তাদের সঙ্গে চলে যায়, যদিও এর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই।

BanglaBook.org

হিজড়ারা মূলত তাদের আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। তাদের বাবা-মা কিংবা মূল পরিবারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না। দলের গুরুকেই তারা সবচেয়ে আপন অভিভাবক হিসেবে মেনে নেয়। তারা যখন দলে যোগ দেয় তখন গুরু তাদের আগের পোশাক ফেলে দিয়ে নতুন লাল শাড়ি পরিয়ে দেন এবং তার কপালে আশীর্বাদস্বরূপ তার আঁচল দিয়ে কপাল মুছে দিয়ে ফুঁ দেয়, এটিই রাখিবন্ধন। কোনো মারাত্মক কিছু না হলে গুরু-শিষ্য সাধারণত বিচ্ছিন্ন হয় না। হিজড়াদের গুরু-শিষ্য সম্পর্কে কয়েকটি স্তর রয়েছে, যেখানে গুরুই প্রধান। গুরুর শিষ্য সবাই বোন, যদি কোনো বোন থাকে অর্থাৎ এই গুরু পূর্বে যার শিষ্য ছিলেন তিনিও যদি বর্তমান গুরুর পরিবারে থাকেন তবে তিনি হবেন খালা ও গুরুর গুরু হবেন দাদি/নানি। গুরু তার সমস্ত সম্পদ তার এক কিংবা একাধিক চেলাকে দিয়ে যেতে পারেন। তবে এ সকল ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শিষ্যই উত্তরাধিকারের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে। গুরু এবং শিষ্যরা একই বাসায় বসবাস করে এবং তাদের নির্দিষ্ট এলাকাও ভাগ থাকে।

হিজড়া কমিউনিটির অঞ্চলভিত্তিক নেতা থাকেন, যারা একটি কাউন্সিল গঠন করে থাকেন। এই কাউন্সিল হিজড়াদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়, দুই গুরুর শিষ্যদের মধ্যে কোনো বিষয় অমীমাংসিত থাকলে তা মীমাংসা করে কিংবা নতুন কোনো সদস্য এলে কোন দলে অন্তর্ভুক্ত হবে তার সিদ্ধান্তও নেয়। কোনো হিজড়া মারা গেলে সেই কমিউনিটির কাউন্সিলর তার শেষকৃত্য ও অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। তা ছাড়া হিজড়াদের এখন বেশ কিছু স্বীকৃত স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠনও রয়েছে। হিজড়ারা সাধারণত ৫-১৫ জন একটি বাসায় অবস্থান করে এবং এই বাসার একজন গুরু থাকেন, যিনি এই বাড়ির ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেন। বাসার স্থায়ী সদস্যদের সঙ্গে বেড়াতে আসা কিংবা সাময়িক অবস্থানের জন্য অন্য অঞ্চল থেকে আসা হিজড়ারাও অবস্থান করে। প্রত্যেক হিজড়াকেই তার উপার্জন গুরুর নিকট দিতে হয় এবং এর বিনিময়ে সে থাকা-খাওয়া ও হালকা বিলাসিতার সুযোগ পায়। বৃদ্ধ হিজড়ারা যেহেতু বাইরে কাজ করতে পারেন না তাই তারা গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকেন।

হিজড়ারা নিজেরা সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। তাদের সমাজে অপেক্ষাকৃত বড় কিংবা পুরনো হিজড়াদেরই কাজের বেশি সুযোগ থাকে। তারা কোনো কাজ করতে না পারলে কিংবা অপরাগতা প্রকাশ করলে তবেই জুনিয়র হিজড়ারা সেটি করার সুযোগ পায়। একটি হিজড়া কমিউনিটিতে যখন কোনো নতুন সদস্য যুক্ত হয় তখন তাকে ফি দিতে হয় আর এর বিনিময়ে সে ওই কমিউনিটিতে কাজ করার সুযোগ পায়। যখন কোনো হিজড়াকে তার কমিউনিটি থেকে বিতাড়িত করা হয় সে তখন ওই কমিউনিটিতে কাজ করার সুযোগ হারায়। সে আর ওই দলের হয়ে কাজ করতে পারে না। এমনকি সে ওই এলাকায় ভিক্ষা কিংবা দান-খয়রাতও গ্রহণ করতে পারবে না। তাই

BanglaBook.org

হিজড়াদের একজন গুরু থাকতেই হবে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। একটি এলাকা ছেড়ে সে অন্য কোনো এলাকাতে কাজ করবে, সেটিও সে পারবে না, কারণ নতুন অঞ্চলের গুরু তাকে গ্রহণ করবেন না। হিজড়ারা এই নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করার জন্য তাকে মুখে মুখে সাবধান করে দেয় এবং তাতে কাজ না হলে তাকে শারীরিকভাবেও অত্যাচার করে। এই নিষেধাজ্ঞা সাধারণত মারাত্মক ধরনের অন্যায়, যেমন গুরুকে আক্রমণ করা ইত্যাদি হলে প্রয়োগ করা হয়। ছোটখাটো অপরাধের জন্য তাকে সাবধান করে দেওয়া, আর্থিক জরিমানা কিংবা চুল কেটে দেওয়া জাতীয় শাস্তি প্রদান করা হয়। তবে হিজড়া পরিবারে সততা ও পারিবারিক সম্পদ রক্ষা করার বিষয়টি খুব মেনে চলতে হয়। আর হিজড়াদের নিজেদের মধ্যে খুবই বিশ্বস্ত হতে হয়। ঝগড়া করা ও অসৎ হওয়া নিজেদের উপার্জনের ওপর প্রভাব ফেলবে, তাই হিজড়ারা এ বিষয়ে খুব সাবধান থাকে, এমনকি অন্য বাসায় বেড়াতে গেলেও তারা সৎ থাকার রীতি মেনে চলে। হিজড়ারা মারাত্মক অপরাধের জন্য তাকে সব অঞ্চলেই তালিকাভুক্ত করতে পারে।

তথ্যসূত্র :

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Eunuch
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Hijra_%28South_Asia%29
3. Serena Nanda, Neither Man nor Woman: The Hijras of India, (1999).
4. "Among thirty of my informants, only one appeared to have been born intersexed." Serena Nanda, "Deviant careers: the hijras of India", chapter 7 in Morris Freilich, Douglas Raybeck and Joel S. Savishinsï (eds), Deviance: anthropological perspectives, (Greenwood Publishing, 1991).
5. Reddy, G., & Nanda, S. (2009). Hijras: An "Alternative" Sex/Gender in India. In C. B. Brettell, & C. F. Sargent, Gender in Cross-Cultural Perspective (pp. 275-282). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson - Prentice Hall.
6. Don't call us eunuchs or Hijras or by other 'names'. We like ourselves to be called as females Yes we are transgendered females," says Aasha Bharathi, president of Tamil Nadu Aravanigal Association. Reported in Aravanis get a raw deal, by M. Bhaskar Sai, The News Today, November 27, 2005.
7. In Their Own Words: The Formulation of Sexual and Reproductive Health Behaviour Among Young Men in Bangladesh, Shivananda Khan, Sharful Islam Khan and Paula E.

Hollerbach, for the Catalyst Consortium.
8. http://en.wikipedia.org/wiki/Intersex
9. Domurat Dreger, Alice (2001). Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex. USA: Harvard University Press. ISBN 0-674-00189-3.
10. Associated Press (November 9, 2006). "Indian eunuchs help collect taxes" CNN via Internet Archive. Archived from the original on 2006-12-01. Retrieved 2009-12-23.
11. http://www.philosopedia.org/index.php/Eunuch
12. Kama Sutra, Chapter IX, Of the Auparishtaka or Mouth Congress. Text online (Richard Burton translation).
13. Richard Burton's 1883 translation
14. http://www.encyclopedia.com/topic/Hijra.aspx

- সমাপ্ত -

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org